কথা প্রসঙ্গে

৩য় খন্ড

ডিজিটাল প্রকাশক

তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষনা বিভাগ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ

Mobile: *+8801787898470*
+8801915137084
+8801674140670

Facebook Page :

Satsang Narayangonj, Bangladesh

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অনলাইন গ্রন্থশালা

কিছু কথা

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- দ্যাখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি কিন্তু কোন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। কোন *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর পাবিনে। এ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর একটা কপি কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) নষ্ট না হয়।

(দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সৎসঙ্গীর চেষ্টা থাকা উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সৎসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ ঠাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সকলের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য কাজ করছে।

ঠাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্তমানে সর্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। ভুলত্রুটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ ভার্শনে প্রকাশ করছি। কোন ব্যক্তিগত বা বানিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

'কথা প্রসঙ্গে ৩য় খন্ড' গ্রন্থটির অনলাইন ভার্শন 'সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর' কর্তৃক প্রকাশিত ৫ম সংস্করণের অবিকল স্ক্যান কপি। এজন্য আমরা সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘরের উদ্দেশ্যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, পরম কারুনিক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে সকলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন কামনা করি।

জয়গুরু।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা কর্তৃক অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লিঙ্ক

আলোচনা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUHRwMndkdVd2dWs

আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIaUVGMC1SaWh0d0k

আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISTVjZE9lU1dCajA

আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZXlvUWZLTW9JZ1E

আলোচনা প্রসঙ্গে ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIay0yb0Q0ZHJxTkk

আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZ1J5WnZxWm52YkU

আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIbC0teFVrbUJHcG8

আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMjJuVkl4d0VRNXc

আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYUFZbmgtbXh1Vzg

আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISE02akVxNGRvQXM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMFgxSkh5eldwSkE

আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZy16TkdNaXRIeDA

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVVI1WHVmSXY4NTQ

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIczVXa2NTVVVxTHM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFITlJXTE1EMF9xX3M

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFINTlhR0ZVdi1mWEU

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIWHZuTlkzOU9YWms

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIX0t6bXl4NF83U2s

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVHJNckZrQjdSYzA

আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIV2RXU2gyeW5SVWc

আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVDJkMnVhTWlaNFU

আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVFEwakV2anRXbmM

অনুশ্রুতি ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVnBHUDBObEgyaEU

অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXpRZy05NjJEQTg

অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIeVl0MVZJcWhPcDA

অনুশ্রুতি ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYmROWHFBNmhLM0U

অনুশ্রুতি ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIRDBPRWMtUjd2WG8

অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUDdoQzRQOVJBZUU

অনুশ্রুতি ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIamZac1VSUDJIdmM

পুণ্য-পুঁথি

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVzNlWG56ZGM2Y0U

সত্যানুসরণ

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXhIZEdUY3k2N28

সত্যানুসরণ (ইংরেজি)

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMVIxemZMdExuQWM

ভক্তবলয়

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIQXZrb1FtTU1TNUk

দীপরক্ষী ১ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1s8gajL0knuUoZbrdqoc5AUh1prlojIAY

দীপরক্ষী ২য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1qNVM34s8-WaqnISbh60BAw3lbQk5LNEP

দীপরক্ষী ৩য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=12I_f1EiYXP5VvRSucIVgCNhEgmwppkjv

দীপরক্ষী ৪র্থ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1SOdENKZ2JiTJ_QnzPpR4zQmIQkdAFI8P

দীপরক্ষী ৫ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1yFPZO6Zbt19W7idfEAb-yyVNBG_qFhOV

দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1jK3MinnthheGw3nkwuQdu84FFZmTSKyK

কথা প্রসঙ্গে ১ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1VGCwgNrc0vgDF_iEiLr-wCt8uTcJE3z5

কথা প্রসঙ্গে ২য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1IAerP1Ah2sVEZjKT7Z5qaBJR8dd2_Utn

কথা প্রসঙ্গে ৩য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1UsePVu2NpnTIKeQeO11G0TX-Km3C_7Bt

নানা প্রসঙ্গে ১ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1Sbl6RdI1wOJPl2JZSVM0L9B1ErTwc8e_

নানা প্রসঙ্গে ২য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1GuQ2y_oBNfVTVX0ne7vjSKrUJmcPnJTe

নানা প্রসঙ্গে ৩য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1zP02UQHwVkppiqmcNNM33L217OJtHHt6

নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=133lqE6aKIQmb1r3MDhtYtCmNmY9AB9j1

ইসলাম প্রসঙ্গে

https://drive.google.com/open?id=1hTDq4WRejj0eXfH6PzzxDjeZiaW3PeUb

The Message Vol 1

https://drive.google.com/open?id=1R14WahFzEtAnjFdt4F1SNvCeGv5co-tX

The Message Vol 2

https://drive.google.com/open?id=1xFv3hIry577W6u9e12VyprbLmKSjlGtU

The Message Vol 3

https://drive.google.com/open?id=1DEQoHn9sCOLZq374mp6X8HfQGwjjcFOz

The Message Vol 4

https://drive.google.com/open?id=1g3lXXFHnHruEF9PtbsnNGobAtWi_OPnm

The Message Vol 5

https://drive.google.com/open?id=1hMeJy2rOl37PfwXLcUge1Ik6WPWu9nr_

The Message Vol 6

https://drive.google.com/open?id=1pGMbCBKWjqN1q0qBgmou-NICOBifFGG2

The Message Vol 7

https://drive.google.com/open?id=1z4aEbbBVBfGZCqIX2tO72KAALyGijG0W

The Message Vol 8

https://drive.google.com/open?id=16N5A7em8YoC_XvTZgDp7BWDP0Wt1XcJ7

The Message Vol 9

https://drive.google.com/open?id=14803A8jigC5X15YY8ZJGTdnLh7YgiCtY

Magna Dicta

https://drive.google.com/open?id=13SmfYYHfKvIFhTiAlG9y_L_IcdBkxSiV

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কথাপ্রসঙ্গে

(তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রশ্নকর্তা ও পাদটীকা-সংযোজক
শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক ঃ

শ্রী অনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড

প্রথম সংস্করণ ঃ পৌষ, ১৩৫০
পঞ্চম সংস্করণ ঃ বৈশাখ, ১৪১০

মুদ্রক ঃ
বেঙ্গল ফটোটাইপ কোং
৪৬/১, রাজা রামমোহন রায় সরণী
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

Katha-Prasange, Vol. III
Conversation with Sri Sri Thakur Anukulchandra
5th Edition, April 2003

নিবেদন

এই খণ্ডে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত নিজ জীবনে অনুভূত আধ্যাত্মিক-রাজ্যের নিগূঢ় দর্শনসমূহের অপূর্ব্ব ও বিশদ বর্ণনা প্রকাশিত হইল।

বাংলাভাষায়, শুধু বাংলাভাষাই বা বলি কেন—বিশ্ব-সাহিত্যে ইহা এক অপূর্ব্ব অবদান। আধ্যাত্মিক রাজ্যের পরম বিস্ময়কর অনুভূতিসমূহের প্রত্যেক স্তরের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও বর্ণনা অন্য কোন গ্রন্থে কোন মহান্ পূরণকারী কর্ত্তৃক এরূপ বিশদভাবে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি।

বর্ণনাকালে মনে হইত যেন তিনি তত্তৎ ভাবভূমিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই প্রত্যক্ষীভূত দর্শনসমূহের বর্ণনা দিয়া যাইতেছেন। বলিবার কালে কখনও-কখনও তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিত, চোখ-মুখের ভিতর-দিয়া দিব্য জ্যোতিপ্রভা বিকীর্ণ হইত। বলিবার সময় প্রত্যেকটি শব্দ দৃঢ়স্বরে অথচ স্পষ্টভাবে বলিয়া যাইতেন।

নাম-রূপ-রেখার পার—যাহার বিষয় বলিতে যাইয়া ঋষিরা বলিয়াছেন—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—সেই চরম-তত্ত্বের বর্ণনাকালে এবং তৎপরে সর্ব্ব-সার্থকতার ভিতর-দিয়া ইষ্টমুখর জাগরণের কথা বলিবার সময় তাঁহার মুখমণ্ডল অনুপম ভাব-ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। অকস্মাৎ তিনি গভীর সমাধি-মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন—আবেশের চকিত-চমক হইতে নিজেকে অল্পকাল মধ্যেই সংযত করিয়া লইয়া সুমধুর হাস্য-রঞ্জিত অধরে অনুভূতির অবশেষ বর্ণনাটা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। যে সীমায়িত শ্রীবিগ্রহের ভিতর-দিয়া অসীমের এই লীলা প্রকটিত হয়—সান্ত ও অনন্তের এই অপূর্ব্ব মহামিলন সংঘটিত হয়, তাহাতেই অমৃতত্বের বৃহত্ত্বের বা ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা—ইহাই ঋষিবাক্য।

আমাদের জরা-মরণ-বিভ্রান্তি, বিচ্ছিন্ন বিকার-গ্রস্ত চলনকে সুস্থ, স্বস্থ করিয়া তুলিবার জন্য চাই এইরূপ একটা জাগ্রত-জীবন, জীবন্ত-আদর্শ—যিনি অমৃতেরই মূর্ত্ত প্রতীক। মাত্র তাঁহারই সংস্পর্শে আমাদের হৃদয়বীণার প্রত্যেক তন্ত্রী অপূর্ব্ব

মূর্চ্ছনার ঝঙ্কার তুলিয়া গাহিয়া উঠিতে পারে—"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ", প্রত্যেকের অন্তরের অন্তর্নিহিত সুপ্ত অমৃত উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিতে পারে।

ব্যর্থতায় বিপন্ন কেহ যদি এই মধুময় অমৃতের পরশ লাভ করিবার জন্য উৎসুক হন, তবেই সেবকগণের শ্রম সফল হইবে।

সৎসঙ্গ
১৫ই পৌষ, শুক্রবার, ১৩৫০

বিনয়াবনত
শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু

জন্মশতবার্ষিক সংস্করণের ভূমিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পূণ্য জন্মশতবর্ষে তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত কয়েকখানি গ্রন্থের বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সাধনজগতের গহীন তত্ত্ব-সম্বলিত এই কথাপ্রসঙ্গে তৃতীয় খণ্ডটিও বিশেষ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ রূপে প্রকাশ করা হ'ল।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১৫ই বৈশাখ, ১৩৯৫

প্রকাশক

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অধ্যায়-সূচী

প্রথম অধ্যায় ঃ পৃঃ ১—৩৪

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পৃঃ ৩৫—৭২

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

৩৫, সাধনার ভেতর-দিয়ে মস্তিষ্ক-কোষসমূহের গ্রহণ-ক্ষমতা ও স্থিতিস্থাপকতা বাড়ে ৩৬-৩৮, কোষের সাড়াপ্রবণতা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে স্নায়ুজালে বিকিরণী স্পন্দন প্রতিফলনে রূপ, রং ও জ্যোতির অনুভূতি ৩৯, অনুভূতির বিভিন্ন স্তরের বিবরণ ও বোধ, 'ঐং' বীজ ৪০-৪৭, 'বং'-ঝুনের আবির্ভাব ৪৭-৪৮, অগ্নিবীজ ৪৯, 'ক্লীং' বীজ ও অনাহত নাদ ৫০-৫১, মৃত্যুর ঘণ্টা ৫২, 'হং' ও 'হ্রীং' বীজ ৫৩-৫৪, বঙ্কনাল, মেঘগর্জ্জন, প্রণব ৫৫-৫৬, সহস্রদল কমল, হংস ৫৭-৬০, বাঁশীর আওয়াজ, সোহহং তত্ত্ব, বাণীর ঝঙ্কার ৬১-৬৫, অগমলোক, রাধাস্বামী স্তর ৬৬-৭১, সাধনার ফল—নিখুঁত চলনার শক্তিলাভ, সর্ব্বসার্থকতার উপায় ৭২।

তৃতীয় অধ্যায় : পৃঃ ৭৩—৯০

অটুট আপ্রাণ ইষ্টপ্রাণতা মানুষকে সর্ব্বসিদ্ধির অধিকারী করে ৭৩-৭৫, অসম্পূর্ণ দেখা, বোধ বা জানা মানুষের জীবন-প্রগতিকে বন্ধুর ক'রে তোলে ৭৬-৭৭, বিজ্ঞান ও অনুভূতি ৭৭-৭৮, লয় সত্তার লীন-ভাব ৭৯-৮০, অহংকে কেন্দ্র ক'রে চলার স্বভাব অজ্ঞতায় মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় ৮১, পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ, নারীর অনুপূরক পুরুষ ও পুরুষের সংবর্দ্ধনকারিণী নারী ৮২-৮৪, নারী ও পুরুষের মিলনের আদর্শ ৮৪-৮৫, নারীর একগামিত্ব ও পুরুষে বহুগামিত্ব প্রকৃতি-দত্ত সহজ-স্বভাব, নারীর চরম পরিণতি জননীত্বে, নারী ও পুরুষের কৌমার্য্যের ফলাফল ৮৬-৯০।

চতুর্থ অধ্যায় : পৃঃ ৯১—১০৫

কামাসক্ত পুরুষের স্ত্রী-আনতি বংশকে ক্লীব ক'রে তোলে, অসুস্থ জনসংখ্যার চেয়ে সুস্থ, স্বস্থ, উল্লস্ফী, উন্নতি-প্রগতিপরা, কর্ম্ম-উপভোগী বীর্য্যবান বীর কম জনসংখ্যাই সমাজ ও জাতির পক্ষে কল্যাণপ্রদ ৯১-৯৩, যাঁরা সেবা,

সহানুভূতি, সাহচর্য্য ও সাহায্যের ভেতর-দিয়ে পারিপার্শ্বিকে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা ক'রে বহুর স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে উঠেছেন, তাঁরাই প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত নেতা বা নায়ক ৯৪-৯৪, জাতির মঙ্গলের জন্য আমাদের সর্ব্বপ্রথম করণীয় ৯৯-১০০, বৃত্তি-নিরোধের প্রচেষ্টা জন ও জাতিকে পঙ্গু ক'রে তোলে, বৃত্তির অধীনতা জাতিকে সাবাড়ের পথে নিয়ে যায়—ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার কাজে বৃত্তি নিয়োজিত করলেই প্রকৃত কল্যাণ ১০০-১০৫।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আমার কথাগুলি যদি তোমার-
শুধু কথা ও চিন্তারই খোরাক মাত্র হয়-
করার বা আচরণের ভেতর দিয়ে
সেগুলিকে যদি-
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার-
তবে-
পাওয়া যে তোমার
উষপাণ্ডুরই রয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয়—
তোমার "আমি"

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

রবিবার, ২৬শে মাঘ, ১৩৪২। শীতের প্রকোপ অনেকটা কম বোধ হইতেছে। প্রভাতে কূজন-মুখর বিহগশ্রেণী আশ্রম-সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ পদ্মার চরভূমির উপর দিয়া চলিয়াছে, দূরে, বহুদূরে। শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়া তাঁবুতে উপবেশন করিলেন। কথোপকথন চলিতে লাগিল।

প্রশ্ন। একটা কথা শুনতে পাই, মুক্ত হ'য়ে গেল শুধু প্রারব্ধ-কর্ম্মফল খণ্ডন করার জন্যই দেহ ধারণ ক'রে থাকে—তার মানে? মুক্ত হ'লে কি আর কর্ম্ম-টর্ম্ম করার প্রবৃত্তি থাকে না নাকি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষ যতক্ষণ বৃত্তি-স্বার্থপরায়ণ থাকে, ততক্ষণই সে বদ্ধ, আর যখনই তার যা'-কিছু সব বৃত্তিগুলি ইষ্ট-স্বার্থপরায়ণ হ'য়ে ওঠে, তখন থেকে সে মুক্ত হ'য়ে ওঠে। মুক্তি মানে তাই, ঐ বৃত্তিগুলি আর তাদের চাহিদা-অনুপাতিক চালাতে বা করাতে পারে না। বৃত্তির চাহিদার ভেতর দিয়ে মানুষ যখন তার ইষ্ট-স্বার্থ বাগাতে শুরু করে, বৃত্তিগুলি তখন নাচার গো-বেচারার মতন মাথা নত ক'রে থাকে, বৃত্তি তাকে আর তার অনুপাতিক কোন কর্ম্মে নিয়োজিত করতে পারে না।

প্রারব্ধ-কর্ম্মফল, তুমি যেমনই থাকো, তোমাকে ঠেসে ধরবেই; কিন্তু যদি মুক্তই হ'য়ে যাও—অর্থাৎ তোমার সব বৃত্তিগুলি ইষ্ট-স্বার্থপরায়ণই হ'য়ে দাঁড়ায়,—তখন ঐ প্রারব্ধ কর্ম্মফলগুলি তোমার কাছে এলেও ঐ ইষ্ট-স্বার্থ বাগানোর ঝোঁকে প'ড়ে তারাও প্রায়ই শুভ বা কল্যাণই বিকিরণ ক'রে থাকে। আর যাহা নেহাৎই খারাপ করবে, তাদেরও বিষদাঁত ঢেরই ক্ষ'য়ে যায়।

তবে মুক্ত যারা, আত্ম-বৃত্তিস্বার্থপরায়ণ হ'য়ে বেঁচে থাকতে চায় না—এ-কথা ঠিকই; কিন্তু তাদের বাঁচা আরোতর সম্বেগে ইষ্টস্বার্থ-পূরণের উদ্বেগে আরোতর হ'য়ে আরোতর বাঁচনে বেঁচে থাকে। সে ইষ্টস্বার্থকে অবহেলা ক'রে

কিছুতেই মরতে চায় না—বরং তার বাঁচা হুকুম করে মরণকে একটুও না এগুতে, তার ইষ্ট-স্বার্থ-উদ্‌যাপনের বিস্ফোরণী-উচ্ছল আকুল প্রাণময়ী নেশায়।

মুক্ত হ'লে বৃত্তি-কর্ম্মের প্রবৃত্তি থাকে না বটে, কিন্তু ইষ্ট-কর্ম্মে অঢেল ও উল্লম্ফী হ'য়ে দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সহিত করার প্রাণ সৃষ্টি ক'রেই চলে—তা' বোধের সহিত অবাধভাবে।*

---

* ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামার কল্পতে।
ভার্জ্জিতা কথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে ॥ —শ্রীমদ্ভাগবতম্

অর্থাৎ—আমার প্রতি চিত্ত আবিষ্ট হইলে যে আসক্তি জন্মে তাহা কাম নহে, প্রেম। ধান ভাজিয়া বা সিদ্ধ করিয়া মৃত্তিকায় রোপণ করিলে অঙ্কুর জন্মে না। যেমন তাপ-স্পর্শে বীজের বীজত্ব থাকে না, তেমনি আমাকে স্পর্শ করিলে অর্থাৎ আমাতে আসক্ত হইলে কামের কামত্ব থাকে না।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৬।৩

অর্থাৎ—পুরুষোত্তমের সহিত যুক্ত হইবার অভিলাষী মুনির পক্ষে কর্ম্মই কারণ এবং তিনিই সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাতে অর্থাৎ পুরুষোত্তমে যুক্ত হইলে অর্থাৎ যোগরূঢ় বা মুক্ত হইলে তার পক্ষে শম কর্ম্মের কারণ হয়; অর্থাৎ তখন তিনি ফলের আশা না রাখিয়া পুরুষোত্তমের জন্য কর্ম্ম করিয়া যান। ভগবান অপেক্ষা কেহই অধিক জ্ঞানী, অধিক নিষ্কাম কিংবা অধিক যোগরূঢ় হইতে পারে না। কিন্তু ভগবানও সাধুদিগের সংরক্ষণ, দুষ্টদিগের নাশ ও ধর্ম্ম-সংস্থাপন এই প্রকার লোক-সংগ্রহের কাজ করিবার জন্যই যদি সময়ে সময়ে অবতার হন, তবে জ্ঞানী (মুক্ত) পুরুষের লোক-সংগ্রহের কাজ ছাড়িয়া দেওয়া * * অনুচিত। * * * জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানী পুরুষ যদি পরমেশ্বররূপী হন, তবে পরমেশ্বর বা পুরুষোত্তম যে কাজ করেন, তাহা হইতে জ্ঞানী-পুরুষ কি করিয়া অব্যাহতি পাইবেন (গীতা ৩।২২; ৪।১৪-১৫ দেখ)? তা'ছাড়া, পরমেশ্বর যাহা কিছু করেন তাহাও জ্ঞানীপুরুষের রূপে কিংবা জ্ঞানীপুরুষের দ্বারাই করিয়া থাকেন। * * * জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার মনে সর্ব্বভূতের প্রতি অনুকম্পাদি উচ্চবৃত্তি পূর্ণ জাগ্রত থাকিয়া স্বভাবতঃই লোক-কল্যাণের দিকে তাঁহার মনের প্রবৃত্তি হইবে।

'গীতা রহস্য'—বাল গঙ্গাধর তিলক, পৃঃ ৩৩৫

The soul that has attained unity of spirit and strength has to spend itself not in self-satisfaction or inert compassion but actual service. It is impossible for him to be

প্রশ্ন। প্রার্থনা কা'কে বলে? আমরা যেমন ক'রে প্রার্থনা করি, তা'তে তো কোন ফলই হয় ব'লে মনে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। অনুরাগের সহিত স্তুতির ভেতর-দিয়ে চাহিদাকে বলার নিবেদনে নন্দিত ক'রে, করায় তাকে পাওয়ার পথে চালিয়ে নেওয়াই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ প্রার্থনা। *

প্রার্থনা যদি চাহিদাকে স্তুতির সহিত বলার নিবেদনেই পর্য্যবসিত করা যায়, তবে মানুষের হাত-পা কেটে, চলার জন্যে বেত মারলে তার যে দুর্দ্দশা হয়, ঐ প্রার্থনার দুর্দ্দশাও তেমনতরই হ'য়ে থাকে। প্রার্থনা মানেই হচ্ছে—পাওয়ার করায় প্রকৃষ্টভাবে গমন করা তাই প্রার্থনার প্রাণ ঐ করার ভেতর-দিয়ে। চাহিদা-পূরণে গমন করাটাকে যদি ছেঁটেই ফেলে দাও, তোমার প্রার্থনার লাখ চীৎকার একদম যে মূক হ'য়ে যাবে। তা' বাদে, তোমার প্রার্থনা যদি মূকও হয়, কিন্তু তোমার চলনা যদি করার ভেতর-দিয়ে পাওয়ার অনুকূল

---

at peace with himself so long as the world is unhappy and unredeemed. No one can attain perfect inner harmony until the world outside is harmonised with him. * * * No one is truly saved until the world is saved. 'Kalki or the Future of Civilization'

—Prof. Radhakrishnan

* He prayeth best who loveth best. —Coleridge

The body of our prayer is the sum of our duty; and as we must ask of God whatsoever we need, so we must watch and labour for all that we ask.

—Jeremy Taylor

We should pray with as much earnestness as those who expect everything from God; and should act with as much energy as those who expect everything from themselves.

—Colton

Prayer is the preface to the book of living; the tent of the new life sermon; the guarding on the armour for battle; the pilgrim's preparation for his journey. It must be supplemented by action or it amounts to nothing.

—A Phelp

চলনে চলে, সম্মুখেই দেখতে পাবে দেবতা পা বাড়িয়ে, মহা-সম্ভারে তোমার পাওয়ার মঙ্গলঘট নিয়ে অপেক্ষা করছেন; * নন্দিত হবে, তৃপ্ত হবে, দৃপ্ত-ধন্যবাদে দেবতায় তুমি সার্থকতা লাভ করবে। না-পারার পাপ-বোধের হীনতাকে তোমার চিন্তা থেকে একদম জলাঞ্জলি দিয়ে, পারার উদ্দীপনায় দীপ্ত হ'য়ে প্রার্থনায় তোমার চাহিদাকে নিবেদন ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ কর; আর, পাওয়ার অনুকূলে তোমার করাকে যেমন ক'রে চালাতে হয়, ক্রম-পর্য্যবেক্ষণার সহিত চালাতে থাকো—দেখো, প্রার্থনা তোমাকে সফল-বিজয়ী ক'রে মহান দীপ্তিতে প্রতিষ্ঠা করবে—দেখে অবাক হবে, হয়তো দুনিয়া তা' কল্পনাও করতে পারেনি, প্রার্থনা হয়তো তোমাকে সে উপঢৌকনেও ধন্য ক'রে দিতে পারে। তোমার প্রতি-প্রার্থনার পরেই যদি তদনুকূল করাকে কিছু-না-কিছু নিয়োজিত নাই কর, তোমার প্রার্থনা কিন্তু নির্জীব হ'য়ে থাকবে, সে-সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। তাই বলছি, তোমার প্রার্থনা যেমনতরই হোক—যদি চাওই, তোমার করাকে কিছু-না-কিছু তদনুপাতিক নিয়ন্ত্রণে চালিও।

প্রশ্ন। জ্ঞানের চরমে ভক্তি নিয়ে থাকতে হয়—এ কথার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। টান, আসক্তি, অনুরাগ, পছন্দ-হওয়া, ভাল-লাগা বা ভক্তি—এই হচ্ছে উৎস। † যার থেকে করা, বলা ও চলার ভেতর-দিয়ে

---

* Practise in life whatever you pray for, and God will give it to you more abundantly. —Pusey

† Of all liberators none equals love; for the love relation brings about the satisfaction of the most fundamental and irresistible of all physiological functions and inner cravings. 'Source Book in Ancient Philosophy' —Charles Bakewell

ঐগুলি যা'তে যুক্ত, তাকে তৃপ্ত করার, সমৃদ্ধ করার, অনুসরণ করার বা পরিপূরণ করার আকূতি থেকেই জ্ঞানের উদ্ভব।

আবার এই জ্ঞান, ইতস্ততঃ যা'-কিছু অবিন্যস্ত হ'য়ে প'ড়ে আছে, ঐ টান, আসক্তি, অনুরাগ, ভক্তি ইত্যাদি যাহাতে যুক্ত, তার অনুসরণ চলনের অনুকূল-প্রতিকূল, বাধা-বিপত্তি, সাধ-অবসাদ ইত্যাদি সৃষ্টি ক'রে, তাকে সামঞ্জস্য ও সমাধানে জয় ক'রে, আয়ত্তে এনে, তার অনুকূল-নিয়ন্ত্রণে অর্ঘ্য দিয়ে, পরম-সার্থকতার ভেতর-দিয়ে তাকে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত তার যা'-কিছু সব ক'রে—অস্তিত্বের সহিত বাঁধন-হারা, সীমা-হারা, সীমায়িত অসীম ক'রে তুলে পরম নতিতে অঢেল ক'রে তোলে। তখন বাঁধনহারা ঐ ভক্তিই, আব্রহ্ম-জগতের প্রত্যেকের যা'-কিছুর সহিত ইষ্ট-উপভোগের অমৃত-চলনায় মানুষকে সীমায়িত অসীমের অনন্ত উপভোগে ইষ্টন্যস্ত-অস্তিত্বে মহীয়ান ক'রে রাখে।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।। —গীতা ২।৬৬

যে কাহারও সহিত যুক্ত অর্থাৎ আসক্ত বা অনুরক্ত নয়, তাহার বুদ্ধিও নাই, ভাবনাও নাই। ভাবনাশূন্য ব্যক্তির শান্তিও নাই। শান্তিবিহীন পুরুষের সুখ কোথায়?

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংর্বিধোহর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।।
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।। —গীতা, ১১।৫৪-৫৫

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপ স্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা।।

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১৪।১৯

অর্থাৎ—হে উদ্ধব, আমার উর্জিতা ভক্তি—প্রেমভক্তি—যেরূপ আমাকে বদ্ধ করে, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ সাংখ্য অর্থাৎ আত্মানাত্ম বিবেক, ধর্ম্ম—গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, তপস্যা ও ত্যাগ—ইহার কেহই আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না।

"কেবল অনুরাগে তুমি কেনা,
প্রভু বিনে অনুরাগ ক'রে যজ্ঞ যাগ
তোমার কি যায় জানা?"

* তাই, এমনি ক'রেই জ্ঞানের পরে মানুষের ভক্তি নিয়েই থাকতে হয় †—এইটেই প্রকৃতি।

প্রশ্ন। জগতের যা'-কিছু সবই তো আদি-কারণ সৎ বা ভগবান থেকে এসেছে—তবে যা'-যা' অসৎ ব'লে বলা হ'য়ে থাকে, সেগুলি অসৎ হ'ল কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যা'-নাকি কারো জীবন ও বৃদ্ধিকে ক্ষুণ্ণ করে তাই হচ্ছে বাস্তবিক অসৎ। ‡ মরণের কারণ যা'—মরণকে যে বা যা' আমাদের ভেতর যেমন ক'রেই হোক ঢুকিয়ে—আমাদের যা'-কিছু অস্তিত্বকে স্মৃতি ও চেতনহারা ক'রে নিঃশেষ ক'রে তোলে—তাই স্বাভাবিকভাবে অসৎ।

যদি কোন দিন কোন কায়দায়, যা'-কিছুকে এমনতর ক'রে নিয়ন্ত্রণ করা

---

* Thus loving and loved by the Christian God, their lives become unified and centred about him. Their energies are no longer dissipated in fruitless yearnings and conflicting tendencies. Sources of energy until then dormant or inhabited are aroused to great activity. Thus their vital aspirations are fulfilled and their claims granted.

—Charles Bakewell

† সমাধির পর কাহারও কাহারও 'আমি' থাকে—দাস আমি, ভক্তের আমি। * * দাস আমি, বিদ্যায় আমি, ভক্তের আমি, এর নাম পাকা আমি।

ঈশ্বর-দর্শনের পরও তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি 'দাস আমি' রেখে দেন। সে অবস্থায় ভক্ত বলে, আমি দাস, তুমি প্রভু। —শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ১ম খণ্ড

উপরোক্ত অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যত্র বলিয়াছেন—"অদ্বৈত-জ্ঞান আঁচলে বেঁধে দ্বৈত নিয়ে থাকা।"

‡ অস্ (হওয়া, থাকা) +অৎ (শতৃ কর্তৃবাচ্যে) ইতি—সৎ; অর্থাৎ যার সত্তা আছে বা বাঁচিয়া আছে এবং আরোতরভাবে বাঁচিবার দিকে চলিয়াছে, তাই সৎ। আর, যাহা ইহার ব্যত্যয় ঘটায় বা বাঁচা ও আরোতর করিয়া বাঁচা বা বৃদ্ধি পাওয়ার অন্তরায় ঘটায়, তাই অসৎ।

Evil is negative conception. It is the lack or the insufficiency of good. It is growing good which marks the distance which good has yet to traverse.

'The Future of Civilization'—Prof. Radhakrishnan

যেত যে, তা' কক্ষণও কারো অস্তিত্বকে কিছুতেই অমনতর করতে পারত না—তাহ'লে যা'-কিছু প্রত্যেকটি সৎ-বিসৃষ্ট, সৎ ও সনাতন হ'য়েই থাকতো। তাই, এই হিসেবে যা'-নাকি মরণকে অবশ্যম্ভাবীভাবে ডেকে আনে, তা' যাই হোক আর যেই হোক, সবই প্রত্যেকের কাছে অসৎ অর্থাৎ অ-অস্তি ও বৃদ্ধিকর। তা'-ছাড়া অসতের কোনো মানে আছে কিনা, আমি বুঝতে পারি না।

আমার বুদ্ধিতে শুধু তো এই দেখতে পাই—এই অজানা অর্থাৎ অজ্ঞানতা, যার দরুন দুনিয়ার যা'-কিছু, আমাদের অস্তি ও বৃদ্ধির অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ ক'রে নিতে পারি না—এই হচ্ছে আমাদের ভেতর অসতের খুঁটি। আর এই খুঁটি যেখানে-সেখানে যতদিন যেমনতর হ'য়ে মরণকে অবশ্যম্ভাবী ক'রে তুলবে, ততদিন তা' অসৎই হ'য়ে থাকবে—এই যদি কারণ সৎ-বিসৃষ্ট যা'-কিছু সৎ হ'য়েও। আর, যদি কোন কায়দায় ঐ খুঁটিটা প্রতি-প্রত্যেকের থেকে ছিনিয়ে তুলে তাকে সৎ-এ পর্য্যবসিত ক'রে সাবাড় করা যায়, সেদিন থেকে সব সনাতন হ'য়ে, সনাতন চলনে, সনাতন উপভোগে, সনাতন হ'য়ে থাকবে।

আবার, এই অজানাটা এসেছে কোত্থেকে জানেন? এই পারিপার্শ্বিক হরদম সাড়া দিয়ে-দিয়ে আমাদের মস্তিষ্কে আদিম-কাল থেকে যে-সমস্ত বৃত্তি সৃষ্টি করেছে, আমরা আমাদের জীবন-বৃদ্ধির খুঁটিতে অনুরাগ-হারা হ'য়ে, বাঁধন-হারা হ'য়ে, তৎস্বার্থ-বিমুখতায় যখনই বৃত্তির ভেতর-দিয়ে আমরা আমাদের দুনিয়াটাকে চোরের মতন উপভোগ করতে গিয়েছি, সত্তার অর্থাৎ আদিম সত্তার প্রেরণা-উৎসৃষ্ট সেই আদিম টান বা সুরত প্রকৃতির ভেতর-দিয়ে, ইষ্ট-স্বার্থ না খুঁজে যে-মুহূর্ত্তে বৃত্তি-পরায়ণতার ভেতর-দিয়ে তাকে উপভোগ করতে গেল—মরণ তখনই এই আমাদের সত্তার মাথায় মরণ-খুঁটি গেড়ে অটল-বসায় ব'সে আমাদিগকে আরো হ'তে আরোতরভাবে বৃত্তি-স্বার্থপরায়ণ ক'রে তুলতে লাগলো—ইষ্ট আর আমাদের ভেতর তখনই একটা অন্ধকারের পর্দা ঝুলতে লাগলো—দুনিয়াতে ছুটলাম, পারিপার্শ্বিক সংঘাত

দিতে লাগলো, বৃত্তিগুলি টগ্‌বগিয়ে ক্ষুধাতুর হ'য়ে সত্তাটাকে দিগ্‌বিদিক নানারকমে বিক্ষিপ্তভাবে টানতে লাগলো। বৃত্তি-উপভোগের লালসায় যতই তাদিগকে উপভোগ ক'রে পুষ্টি পেতে চাইলাম, পুষ্টি পেলো তারা বৃত্তির ভেতর-দিয়ে এই আমাকে খেয়ে। ঐ যাদের নিয়ে আমি আমাকে জীবন ও বৃদ্ধিতে অঢেল হ'তে যাচ্ছিলাম, যারই বা যাদেরই আমারই মতন এমনতর অবস্থা হোলো, ঐ দুর্দ্দশা অমনতর ক'রেই তাদেরও ঘিরে ধরলো।

এমনি ক'রেই জীবনালোককে অনুসরণ করলো অর্থাৎ পিছু নিলো বিরাট মরণ-অন্ধকার। এই হচ্ছে অজানার বুকে মরণ-প্রকরণ।

তাহ'লেই উৎসে বা ইষ্টে অনাসক্ত হ'য়ে, বৃত্তির ভেতর-দিয়ে বৃত্তি-অহং-স্বার্থপরায়ণতাই হচ্ছে এই অজানা, অজ্ঞতা বা অ-বাঁচার একমাত্র প্রকৃষ্ট পথ।

তাই, আবার যদি অমরণকেই পেতে হয়, সমস্ত বৃত্তিগুলিকে ইষ্ট-স্বার্থপরায়ণ ক'রে, দুনিয়ার প্রত্যেক-কিছু থেকে তাঁরই পোষণ, রক্ষণ ও বর্দ্ধনের লোয়াজিমা সংগ্রহ করতে হবে, আর এর থেকেই আসবে জানা। এই জানা আবার ঐ ইষ্ট-স্বার্থপরায়ণতার ভেতর-দিয়ে, ঐ সত্তাটাকে নিনড় ক'রে তোমার সম্মুখে যা'-কিছু সৎ ক'রে তুলে, প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের, প্রত্যেক অভিব্যক্তির, প্রত্যেক সত্তার আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ওই একই সত্তায় সৎ ক'রে তুলবে—আর এই চলনে চলবে তুমি।

আবার বলি তাই, অসৎ ব'লে কিছু নেইকো। আছে অব্যক্ত—আমাদের জানার পাল্লার বাইরে অব্যক্তে দাঁড়িয়ে আমাদের অস্তিত্বকে হাতছানি দিয়ে অস্পষ্ট কে যেন ডাকছে এই ইঙ্গিতে—তুমি এস, আমায় আলিঙ্গন কর, আমায় জানো—আমায় নিয়ে তোমার চলনাকে আরো-আরোর পথে নিয়ন্ত্রিত কর, দেখবে, যেই আমাকে আলিঙ্গন করবে, ঐ দূরে আমারই মতন আরো কেউ তোমাকে এমনতরই আকুল আগ্রহে সমৃদ্ধির মালা পরানোর আকৃতিতে অবশ ও অবাক-বিহ্বলতায়, উদ্দীপ্তান্দোলনে হেলে-দুলে, আশা-নিরাশার

মিটির-মিটির চাওনিতে কেমন ক'রে তাকিয়ে আছে তোমার দিকে—তুমি যেও, তাকেও নিও, তাকেও জেনো, আর অমন চলনেই আগলে ধ'রো, স্মৃতি-মুখর-চেতনায় তোমারই ভগবানে আমাদিগকে সার্থক ক'রে তুলো।

প্রশ্ন। আপনি অনেক কথাই বললেন, কিন্তু মনের কথা তো কিছুই বলেননি। মনটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। দুনিয়ার যা'-কিছু প্রত্যেকের যে সাড়াগুলি মাথার ভেতরে যথার্থরূপে পর-পর ক'রে আঁকা থাকে বা ছাপা তাকে, * সেই আঁক বা ছাপের প্রত্যেকের থেকে প্রত্যেক আলাহিদাকে যে বোধ ঠিক ক'রে নেয় তাকেই আমি মন ভাবি। †

---

* তব ঘরে কিছু ফেলা নাহি যায়
ওগো হৃদয়ের গেহিনী,
কত সুখ দুখ আসে প্রতিদিন
কত ভুলি, কত হ'য়ে আসে ক্ষীণ,
তুমি তাই ল'য়ে বিরাম-বিহীন
রচিছ জীবন-কাহিনী,
আঁধারে বসিয়া কী-যে করো কাজ
ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

† মহর্ষি কপিলকৃত সাঙ্খ্য-প্রবচন সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মন সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "তথাশেষ-সংস্কারাধারত্বাৎ।" ৪২; অর্থাৎ, মন অশেষসংস্কারের আধার। জ্ঞানেন্দ্রিয় যোগে যে সকল সংস্কার ঘটে, তাহার আধারই হইতেছে মন। ন্যায়াচার্য্যেরা মস্তকেই মনের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কারণ জ্ঞানেন্দ্রিয়যোগে বাহিত বাহ্যবস্তুর প্রত্যেকটি সাড়া মস্তিষ্কে পর-পর অঙ্কিত থাকে।

প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ, তৎপর মনের দ্বারা তাহার স্বরূপাদি নির্ণয় বা ভালমন্দ বিবেচিত হয়। তাই আছে—

যেমন গোনা (গণনা করা)—একটা, ফাঁকে আর-একটা—এমনি ক'রে দুই হ'ল। তাই, একটা থেকে আর একটাকে আলাহিদা করা গেল যেমন ক'রে, সেইটার বোধকে, যেমন গোনা বলতে পারা যায়—বস্তুর পর-পর বিন্যাস থেকে যেমন আমরা সময়কে ঠিক ক'রে নিতে পারি, * তেমনি

"আলোচনমিন্দ্রিয়েণ বস্তিদমিতি সম্মুগ্ধ মনস্তরমিদমেবং নৈবম্ ইতি সম্যক্ কল্পয়তি নিয়ম্য দর্শয়তি বিশেষেণ বিশেষ্যভাবেন বিবেচয়তি।" সম্মুগ্ধং বস্তুমাত্রস্তু প্রগৃহ্নাত্যবিকল্পিতম্। তৎ সামান্য-বিশেষাভ্যাং কল্পয়তি মনীষিণঃ।—অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্বিকল্পম্।" "বালুমূকাদিবিজ্ঞান-সদৃশং শুদ্ধ বস্তুজম্।"—"ততঃ পরং পুনর্ব্বস্তুধর্ম্মৈর্জাত্যাদিভির্যয়া। বুদ্ধ্যাহবসায়তে সাহপি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা॥"

—তত্ত্বকৌমুদী

অর্থাৎ—মনের প্রথম বিভাগ বা অবস্থা—যখন ইন্দ্রিয় তাহাকে বহিয়া আনিয়া মনের আধার বা স্থান মস্তিষ্কে ছাপ (impression) স্বরূপে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে মাত্র, মন কর্ত্তৃক উহা বোধায়িত বা বিবেচিত হয় নাই—'সম্মুগ্ধ' ও 'নির্বিকল্পে' নামে পরিভাষিত। প্রথমোৎপন্ন সম্মুখ জ্ঞানের অন্য নাম 'আলোচনা'। এই প্রথমাবস্থাকে বুঝাইবার নিমিত্ত পণ্ডিতেরা বালকের, মুকের, জড়ের সহিত ইহার তুলনা করিয়া থাকেন। বালক বস্তু দেখে, কিন্তু বিবেচনা করিতে পারে না। ইহা অর্থাৎ মস্তিষ্ক-স্থিত উক্ত ছাপগুলি যখন বিবেচিত হয়, তখন তাহা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ বলিয়া গণ্য হয়—আর ইহাকেই মনন করা বা মনন বলা হইয়া থাকে।

We see that the mind is at every stage a theatre of simultaneous possibilities. Consciousness consists in the comparison of these with each other, the selection of some, and the suppression of the rest by the reinforcing and inhibiting agency of attention. The highest and most elaborated mental products are filtered from data chosen by the faculty next beneath, out of the mass offered by the faculty below that, which mass in turn was sifted from a still larger amount of yet simpler material, and so on. The mind in short, works on the data it receives very much as a sculptor works on his block of stone.

'Principles of Psychology'—William James

* Now the understanding of succession in a time, whether by hearing or other senses, many be explained to some extent in this way. When a shock of sensation A, has been experienced, but its objective cause has ceased, then the after-image of the

আমাদের ভেতরকার দুনিয়ার যা'-কিছু ছাপ—যা'-নাকি স্মৃতি হ'য়ে আছে, তা'তে যথাক্রমে ঐ স্মৃতির উত্তেজন বা কম্পন, যাকে নাকি চিন্তা ব'লে থাকে, ঐ তারই পর্য্যায়-চলনকেই মন বলা যেতে পারে; আর ঐ করাকেই মনন করা বলা যায়। যেমন বস্তু-পারম্পর্য্যের বোধ ছাড়া সময়কে বোধ করা যায় না—একটা আর একটা, এমনতর না ক'রে গোনার বোধের কোন মানে

---

sensation, A, will continue to linger for some time in consciousness before it sinks beneath the threshold, suppose now that another shock of sensation, B, be experienced. Then the actual present sensation, B, and the lingering remnant or shadow of sensation, A, will both be present in consciousness simulateneously—B in the foreground, so to speak, and A in the back-ground, and the contrast between them will rouse the attention and compel the mind to explain A by thinking of another sensation which has been present like B, but has ceased to be so. In this way, by the contrast between the actual sensation in the fore-ground, and the lingering shadows of old ones in the back-ground, it will be awakened to a consciousness of the difference between what is now, and what is no longer; or between the present, represented in actual sensations, such as B and the past, represented in lingering traces or after images of sensation, such as A. Here, then, we have rudiments, at least of an understanding of succession.

And the explanation thus suggested by the lingering after-image of sensations, before they have sunk below the threshold of consciousness, will soon be extended to revived images of sensations, or ideas, raised from beneath the threshold—the events of yesterday, the day before, and so on—and an abstract notion of time will at last be formed, as of something, containing within it, and making possible, this succession of events.

'Elements of Analytical Psychology'

—Henry Stephen, M.A.

নেইকো—চিন্তার অর্থাৎ স্মৃতির বস্তু-জাগরণের পর্য্যায়-মাফিক চলন বাদ দিয়ে মন ব'লে কিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা জানি না—এই আমার মন সম্বন্ধে যা' ইয়াদ।

প্রশ্ন। যাকে স্মৃতির উত্তেজন বা কম্পন বা চিন্তা বললেন—এ চিন্তা কী? এ কেমন ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বৃত্তি-অনুপাতিক আগ্রহের ভেতর-দিয়ে মাথার ভেতরকার বস্তুর ছাপ যখন অন্য সাড়ার ধাক্কায় উত্তেজিত হ'য়ে, তার একটা ক্রমান্বয় ঢেউ চ'লে একটা স্মৃতি-জাগরূক চিন্তার ভেতর-দিয়ে, পারম্পর্য্যায়ে পারিপার্শ্বিককে ক্রমিকভাবে ঢেউ-এর মতন মাথা-তোলা দেওয়াতে-দেওয়াতে চলতে থাকে, তারই এক-একটা। *

---

* Once more take a look at the brain. We believe the brain to be an organ whose internal equilibrium is always in a state of change,—the change affecting every part. The pulses of change, are doubtless more violent in one place than in another, their rhythm more rapid at this time than at that. * * But if consciousness corresponds to the fact of rearrangement itself, why, if the rearrangement stop not, should the consciousness ever cease? And if a lingering rearrangement brings with it one kind of consciousness, why should not a swift rearrangement bring another kind of consciousness as peculiar as the rearrangement itself? * * As the brain changes are continuous, so do all these consciousnesses melt into each other like dissolving views. Properly they are but one protracted consciousness, one unbroken stream. * * * The reader knows no object which he does not represent to himself by preference as in some typical attitude of some normal size, at some characteristic distance, of some standard tint etc. etc. But all these essential characterists, which together form for us the genuine objectivity of the thing and are contrasted with what call the subjective sen-

প্রশ্ন। বোধ কা'কে বলে আর বুদ্ধিই বা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বস্তু, বিষয় বা ভাবের সাড়া, যা' আমাদের চেতন-ভাবকে বা চিৎ-ত্বকে আঘাত দিয়ে, যেমনভাবে তার বিক্ষেপ ঘটায়, আর এই বিক্ষেপ ঘটানোর দরুন আমাদের ভেতরে যে-ধরণের ধারণা হয়, * তাকে তার সেইরকমের বোধ ব'লে বলা যায়। আর, এই বোধের অনুধাবনের ভেতর-দিয়ে যে অভিব্যক্তি একটা ধরণের সৃষ্টি করে, তাকে বুদ্ধি বলা যায়। †

প্রশ্ন। মনের প্রথম উৎপত্তি কেমন ক'রে হয়? শিশুর প্রথম কী অবস্থা থাকে, তারপর কেমন ক'রেই বা তার মন গজাতে আরম্ভ করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। শিশুর প্রথম জন্ম-গ্রহণ হচ্ছে বীজের ভেতরকার সংস্কার-

---

sations it may yield us at a given moment, are mere sensations like the latter. The mind chooses to suit itself, and decides what particular sensation shall be held more real and valid than all the rest.

—Prof. William James

* দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা। ১ —পাতঞ্জল যোগসূত্র, বিভূতিপাদ

অর্থাৎ—চিত্তকে কোন বিশেষ বস্তুতে বদ্ধ করিয়া রাখার নাম ধারণা।

† সান্তঃ করণা বুদ্ধিঃ সর্ব্বং বিষয়মবগাহতে যস্মাৎ।
তস্মাত্রিবিধং করণং দ্বারি দ্বারাণি শেষাণি॥
এতে প্রদীপকল্পাঃ পরস্পর বিলক্ষণা গুণবিশেষাঃ।
কৃৎস্নং পুরুষস্যার্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রযচ্ছতি॥ —সাঙ্খ্যকারিকা, ৩৫-৩৬

'সর্ব্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ।' —সাঙ্খ্যকারিকা

"অধ্যবসায়োবুদ্ধিঃ।' ১৩ —সাঙ্খ্য প্রবচন-সূত্র

অধ্যবসায় অর্থাৎ মনের যে নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, তাহাই বুদ্ধি।

Intellection or cognition is the self's power of distinguishing the different elements of sensation and feeling, apprehending the realities underlying manifested in them, and using them as means and materials for arriving at knowledge of the world and of itself. 'Psychology'—H. Stephen

মাফিক শরীরী হ'য়ে। জন্মগ্রহণ ক'রে মায়ের প্রায় এরকম অঙ্গাঙ্গীভাবেই থাকে; তারপর মায়ের সাথে তার স্বাভাবিক টানের রকমে এমনতর হ'য়ে থাকে—জাত-সংস্কার-মাফিক—বাহ্যিক সাড়া তা' আঘাত দিয়ে ভাঙ্গা-জোড়া করতে থাকে। আগে যে-সমস্ত সাড়া তার ইন্দ্রিয়ের ভেতর-দিয়ে সঞ্চারিত হ'য়ে মস্তিষ্ককে অনুরঞ্জিত ক'রে তোলে, তা'তে শিশু অনেকটা যেন তা'ই-ই হ'য়ে যায়। * তারপর মায়ের সহিত তার এইরকমের ঐকান্তিকতার থেকে তার বাহ্যিক বস্তুর, পর-পর সাড়া নেওয়া-দেওয়ার সংঘাতে, ক্রমে-ক্রমে তার মাথায় আটকে থাকতে-থাকতে বোধ, স্মৃতি, চিন্তা ইত্যাদি ডাগর হ'তে থাকে। এমনি ক'রেই বাইরে যতই তার সময়ের বোধ জাগতে থাকে, তেমনি ভেতরেও মননের জাগরণ হ'তে থাকে—আর এই হচ্ছে ব্যাপার, যা'-দিয়ে শিশুর থেকে মনের জাগরণের কথা।

প্রশ্ন। তাহ'লে জড় কা'কে বলবো? চেতন কা'কে বলি? জড় ও চেতনে পার্থক্য কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। জড় ব'লে কিছু আছে কিনা—আমি বুঝতে পারি না। জড় ও চেতন কথাটা চৈতন্যের অল্প-বিস্তর-হিসাবে তুলনামূলক ব'লেই

---

* Pure sensations can only be realised in the earliest days of life. They are all but impossible to adults with memories and stores of associations acquired. Prior to all impressions on sense-organs the brain is plunged in deep sleep and consciousness is practically non-existent. Even the first weeks after birth are passed in almost unbroken sleep by human infants. It takes a strong message from the sense-organs to break this slumber. In a new-born brain this gives rise to on absolutely pure sensation. * * * The first time we see light in condillac's phrase we are it rather than see it.

আমার মনে হয়। আমরা যাকে চেতন দেখছি, তার হিসেবে একদম নিনড় ব'লেই মনে হয় বা এমনতর সাড়াপ্রবণ, যার সাড়াপ্রবণতা আমরা ধরতেই পেরে উঠি না, তাকেই হয়তো জড় বলে ব'লে থাকি—আর ওখানেই ওই হিসেবে জড় ও চেতনের যা'-কিছু পার্থক্য। ✝

প্রশ্ন। আচ্ছা তাই যদি তবে শরীরকে তো সাধারণতঃ আমরা জড় ব'লেই থাকি, মনকে সাধারণতঃ চেতন ব'লেই থাকি। মনের শরীরের উপর আর শরীরের মনের উপর ক্রিয়া কেমন ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। চেতন-মসল্লা সমাবেশ দিয়েই যদি শরীর গড়া হ'য়ে থাকে, আর এই সমাবেশের ফলই যদি তার যা'-কিছু বাঁচা-বাড়ার রকমারি হ'য়ে থাকে, তবে এর ভেতরকার পরিবর্ত্তনে যে বাহ্যিক পরিবর্ত্তন হবে না বা

---

* They are different aspects of the same thing. Everything is material. But reduce matter far enough and it appears as the other thing. The spiritual is only another aspect of the material. The material is only another aspect of spiritual.

'The Metaphysics of Henry Ford—G. S. Vieteck

To see the universe from the physical or from the spiritual point of view is not considering something different, it is looking at the world by the two opposite ends.

'Pythagoras and The Delphic Mysteries'—Ednard Schure

Physicists now surmise that behind the world which Physics studies there is another. This other world is conceived of a mental or spiritual unity; matter, it is said, is only its appearance whence it is but a step to the announcement that mind alone is real and matter is its creature, which modern physicists make as cheerfully and almost as dogmatically as their materialist predecessors announced fifty years ago that matter alone was real and that mind was an unimportant emanation of matter.

'Guide to Modern Thought'—G. E. M. Joad

বাহ্যিক পরিবর্ত্তনে যে ভেতরকার পরিবর্ত্তন হবে না, তা' কি ক'রে ভাবা যায়? পরিবর্ত্তন হ'তে হ'লেই তো ঐ সমাবেশ-সত্তারই হবে? আর তা' হ'তে হ'লেই ঐ সমাবেশটার তো হ'তেই হবে, অর্থাৎ যা'-যা' দিয়ে ঐ সমাবেশ, তার যা'-যা' কিছু, সবই আক্রান্ত হবেই—এই তো যা' আমি বুঝি।

তাহ'লেই, চিন্তা বা মনের পরিবর্ত্তনে শরীরের পরিবর্ত্তন হওয়া যেমন স্বাভাবিক, তেমনি শারীরিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা মন, সেই রকম ভঙ্গীতে তারও পরিবর্ত্তন করা তেমনি স্বাভাবিক।

প্রশ্ন। তাহ'লে, মন তো আমাদের হাতে নেই; কিন্তু শারীরিক পরিবর্ত্তন আমাদের হাতে আছে; তাহ'লে শারীরিক পরিবর্ত্তনই কি মনকে নিয়ন্ত্রণ করার শ্রেষ্ঠ উপায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' তো নিশ্চয়ই! দুনিয়ার যা'-কিছু প্রত্যেকের সাড়া আমাদের ইন্দ্রিয়ের ভেতর-দিয়ে সঞ্চারিত হ'য়ে মস্তিষ্ককে উত্তেজিত ক'রে তেমনতরই ছাপ হরদম রেখে যাচ্ছে। শালার মাথাটা যে চিত্রগুপ্তের খাতা। এখানে লেখা নেইকো আমাদের জগতের—যার ভেতর-দিয়ে আমাদের কোন-না-কোন সংশ্রব আছে—এমনতর কিছুই নেই। কিছুরই রেহাই পাবার উপায় নেইকো। বাইরের যা'-কিছু সাড়া ওকে হরদম অমনতর ক'রে উত্তেজিত করছে—চিন্তা বা মনের চলনও তেমনতর চলছে। ওকে এস্তামালে আনা কি সোজা কথা? ওর পেছু ছুটে কায়দা ক'রে-ক'রে হাতে আনতে গেলে, ঐ আগেকার যে শোনা যায়, অমুকে কুড়ি হাজার, ত্রিশ হাজার বৎসর সাধনা করেছিলেন, হয়তো তারই দরকার।

কিন্তু ভেতরকার ভাব দিয়ে একটা টান বা ঝোঁক রেখে ইচ্ছামাফিক করা-বলার চাল-চলনকে বিশেষ ভঙ্গীর ভেতর-দিয়ে তদনুযায়ী ঝাঁকি দিতে থাকলেই আপনা-আপনিই শালা যেমনতর করতে চাওয়া—ঠিক হ'য়ে আসে। অবশ্য এর সাথে চিন্তার বা মনের আবোল-তাবোল—তাদের প্রতি ঠিক হ'য়ে আসে। অবশ্য এর সাথে চিন্তার বা মনের আবোল-তাবোল—তাদের

প্রতি ঠিক হ'য়ে আসে।* অবশ্য এর সাথে চিন্তার বা মনের আবোলতাবোল—তাদের প্রতি কোনরকম লেহাজই রাখতে নেই—অর্থাৎ একটা তাচ্ছিল্যের ভাব রেখেই দিতে হয়; অবশ্যই যা' আমরা করতে যাচ্ছি, যা' আমরা পে'তে যাচ্ছি, তার অনুকূল যা'-কিছু তা' বাদ দিয়ে। এইরকম ক'রে দু'চার-দিন ক'রে যাও, ক'রে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে, অভ্যাসগুলি কেমন—মায় মনের চিন্তাগুলি নিয়ে, চাহিদা-মাফিক সরগড় হ'য়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে, আমার মনে হয়, মন-দরিয়া থেকে আমাদের চাহিদাকে এস্তামাল করার খুব সহজ উপায়। †

---

* Our emotion and mainly due to those organic stirrings that are aroused in us in a reflex way by the stimulus of the exciting object or situation. An emotion of fear, for example or surprise, is not a direct effect of the object's presence on the mind, but an effect of that still earlier effect, the bodily commotion which the object suddenly excites; so that, were this bodily commotion suppressed, we should not so much feel fear as call the situation fearful; we should not feel surprise, but coldly recognize that the object indeed astonishing. * * * Act faithfully and you really have faith, no matter how cold and even how dubious you may feel.

—William James

† There is, accordingly, no better known or more generally useful precept in the mortal training of youth, or in one's personal self-discipline, than that which bids us pay primary attention to what we do and express, and not to care too much for what we feel. If we only check a cowardly impulse in time, for example, or if we only don't strike the blow or rip out with the complaining or insulting word that we shall regret as long as we live, our feelings themselves will presently be the calmer and better, with no particular guidance from us on their own account. Action seems to follow

প্রশ্ন। অহং বা অহংকার বলি কা'কে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বস্তু-সংস্কার ও বৃত্তিরঞ্জন-রঙানো সংঘাত-প্রতিহত চেতন-সত্তাই হচ্ছে অহং বা অহংকার। বস্তু, বৃত্তি বা সংস্কারের বিকিরণী স্থূল বা সূক্ষ্ম চৈতন্য-সংঘাতে সত্তার যে রঙানো চেতনার উন্মেষ ও অভিব্যক্তি হয়, তা'ই হচ্ছে অহংভাব ও তার ব্যক্ততা। *

---

feeling, but really action and feeling together; and by regulating the action, which is under the more direct control of the will. We can indirectly regulate the feeling, which is not.

'Talk to Teachers on Psychology'—William James

* সাঙ্খ্যকারিকায় উক্ত হইয়াছে—

"প্রকৃতের্মহাংস্ততোহহঙ্কারস্তস্মাদগণশ্চ ষোড়শকঃ।"২২

অর্থাৎ—প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার এবং তাহা হইতে ১৬ সংখ্যক তত্ত্ব জন্মে। আবার আছে—

"অধ্যবসায়ো বুদ্ধি ধর্ম্মোজ্ঞানং বিরাগম্ ঈশ্বর্য্যম্।
সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্বিপর্য্যস্তম্।।" ২৩

অর্থাৎ—জীবমাত্রেরই আগে 'ইহা করিতে পারি, ইহা পারিব'—এইরূপ মনন বা অভিমান জন্মে, নিশ্চয়রূপিণী বুদ্ধি উদ্রিক্তা হয়, পরে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। চিৎসন্নিধিস্থ সুতরাং চৈতন্য-ব্যাপ্ত সেই কর্ত্তব্যবোধ বুদ্ধিতত্ত্বেরই অসাধারণ এবং তাহাই বুদ্ধিতত্ত্বের লক্ষণ। (বুদ্ধিতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব বা প্রকৃতির প্রথম বিকাশ, এ সকল সমানার্থ। এই মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব ব্যষ্টি-সমষ্টিরূপে প্রতি আত্মার সন্নিধানে সর্ব্বপ্রথমে বিকশিত হইয়া থাকে)। এই বুদ্ধিতত্ত্বের সত্ত্বাংশে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এবং তামসাংশে ঐ সকলের বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য বিরাজ করিতেছে।

এইরূপে বুদ্ধিতত্ত্ব হইতেই অহং-এর উদ্ভব। তাই আছে—

"অভিমানোহহঙ্কারস্তস্মাদ্দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে স্বর্গঃ।" ১৪

—সাঙ্খ্যকারিকা।

অর্থাৎ—পূর্ব্বোক্ত আলোচনার পর তাহাতে যে অহং—আমি ইত্যাদি আকারে অভিমান দেখা দেয়, আমি আছি, ইহা আমারই, আমিই ইহার অধিকারী, ইত্যাদিবিধ বুদ্ধিবিকার আইসে, সেই অহমিকার বিকারই অহঙ্কার—এই অহংই পূর্ব্বোক্ত মহতের পরভাবী।

সাঙ্খ্য-প্রবচন সূত্রেও উক্ত হইয়াছে—

"মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ।" ৭১

প্রশ্ন। আর সত্তা?

শ্রীশ্রীঠাকুর। উপাদানের পারস্পরিক যথাযথ নিজের উপযুক্ত ভাবে বিন্যস্ত-ক্রমিক স্থিতিকে সত্তা কহা যায়—যার ফলে তাদের প্রাণন-ক্রিয়া চলতে পারে; অর্থাৎ স্বস্থ থাকার অন্তরায়কে সহজভাবে নিয়ন্ত্রণ বা অবহেলা করতে পারে। আর, এ যেখানে যতটুকু ও যে-রকম, সত্তার অভিব্যক্তিও সেখানে ততটুকু ও তেমনতর। *

আবার, এই উপাদানের ভেতরেই আছে নিজস্ব আদিম আসক্তি। এই আদিম আসক্তির ফলেই সে তার থাকা ও বাড়ার উপকরণ সংগ্রহ ক'রে নেয়, আর অন্তরায় থেকে থাকা-বাড়াকে বাঁচিয়ে রাখে। আর, এটাই হচ্ছে ঐ আদিম আসক্তির ফলে—যেমন সে তার থাকা-বাড়ার অনুকূলতার আহরণ ক'রে থাকে, তেমনি ঐ থাকা-বাড়ার অন্তরায় আসলেই ঐ আদিম আসক্তি তখন প্রতিকূলতার বিক্ষেপী-প্রত্যাখ্যান উপস্থিত করে—এই হচ্ছে তার প্রাণন-ক্রিয়া।

তার এই বাঁচা-বাড়ার অনুকূলে যত সবল আসক্তি ও আহরণ, তার প্রতিকূল-বিক্ষেপী প্রত্যাখ্যানও ততই সজোর। আবার, এই সবলতা-অনুপাতিক যা' তার বাঁচা-বাড়ার মুখ্য উপকরণ নয়কো, তাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে বাঁচা-বাড়ার অনুকূলে আনবার ক্ষমতাও তেমনতর। আবার এই উপাদানের ক্রিয়া অমনতর ব'লেই সে চেতন অর্থাৎ সে সাড়া-প্রবণ।

এই সাড়া-প্রবণতা, তার ভেতর আদিম আসক্তির ক্রিয়া আছে ব'লেই চেতনতার অভিব্যক্তি তার ভেতর অমনতর হয়েছে। সে যখনই অনুকূলের

অর্থাৎ—প্রকৃতির যাহা আদ্যকার্য্য, তাহাই মহৎ—তাহাই মন অর্থাৎ মনন-বৃত্তিক অন্তঃকরণ। আর এই মননের ফলেই উদ্ভব হয় অহঙ্কারের। তাই আছে—

"চরমোহহঙ্কারঃ।" ৭২

অর্থাৎ মননের অব্যবহিত পরেই অহঙ্কার জন্মে।

* সৎ (বিদ্যমানতা) + তা (ভাবে) ইতি সত্তা অর্থাৎ যাহার বিদ্যমানতা আছে। সত্তা এই শব্দটি এখানে entity এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

জন্যে তার থাকার সম্বেগকে প্রসার করেছে, অর্থাৎ থাকার আসক্তিকে, থাকাকে আরো বা পাকা করার চাহিদায় প্রসার করেছে, সে-মুহূর্ত্তে যখনই প্রতিকূল এসে তাকে চাপা দিয়েছে অমনি সে ঐ আসক্তিকে, তার স্থিতিকে স্থাপনের ঝোঁকে বা ন্যাকে যেই চেপে ধরেছে তার থাকার অনুকূলে, অমনি স্থিতি-স্থাপকতার ঝোঁক তার ভেতর উপচে উঠেছে—এই থেকেই সে চেতন অর্থাৎ সাড়া-প্রবণ হ'য়ে উঠলো। *

আবার সত্তার এই আদিম-আসক্তির অনুকূল-আহরণী-বুভুক্ষুতাই হচ্ছে বর্দ্ধন-উদ্দীপনা—আর সেই তার আনন্দ। †

প্রশ্ন। তাহ'লে সত্তার এই আদিম আসক্তির উদ্ভব কি ক'রে হল?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তার সম্যকভাবে নিজেকে নিজে আনন্দিত ক'রে রাখার প্রবৃত্তির যা' প্রকাশ অর্থাৎ আসঙ্গের এই প্রকাশ থেকেই তার এই আসক্তিকে আমরা বুঝতে পারি। আর, তার এই আসঙ্গ-প্রবৃত্তি, অর্থাৎ সম্যক নিজেকে

---

* Consciousness is the self's awareness of itself and its own changing states. * * * It is always a consciousness of striving, effort, activity, because the life of the self is a continual striving to preserve and perfect itself in interaction with the surrounding world,—in its higher forms called willing.

It is a consciousness of agreeable or disagreeable sensibility or affection, arising from the different ways in which the self is affected by the surrounding world and its own continual effort of self preservation.

It is also a consciousness of reality or realities underlying and mainfested in and through these elements of activity and feeling. Thus these three correlative factors—the awareness of effort, of feeling and of knowing—make up, by their co-operation, so to speak one concrete state of consciousness.

—H. Stephen

† আ+নন্দ্‌ (বর্দ্ধন)+ই ভাবে ইতি আনন্দে—অর্থাৎ যাহা 'বর্দ্ধন-উদ্দীপনী' তাহাই আনন্দ।

নিজে আলিঙ্গন ক'রে থাকার প্রবৃত্তি আছে ব'লেই, তার থাকাটা হরদম বাড়িয়ে সে পাকা করতে চায়—বিশেষতঃ প্রতিকূল কিছু যখনই তার এই থাকাকে ব্যাহত করতে চায়—থাকার ঝোঁকে সে তার বাড়ার ঝোঁককে অনুকূল-আহরণ-প্রবণ ক'রে তোলে ততই—আরো ততই সে অমনি ক'রেই নিজেকে নিজেরই রকমারিতে ন্যস্ত করতে করতে চলতে থাকে। আবার এই রকম চলনের ভেতর দিয়েই—তার বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় নিজেরই বিশেষ-বিশেষ সংস্থিতিকে আহরণ ক'রে, বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় থাকাকে, বিশেষ-বিশেষ রকমে কায়েম করার ন্যাকের প্রস্রবণ সৃষ্টি করতে থাকে। * বোধ হয়, একেই পণ্ডিতেরা সত্তার বিবর্ত্তন ব'লে থাকেন—না-কী?

প্রশ্ন। পঞ্চ-মকার কী? তন্ত্রমতে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন না হ'লে ধর্ম্ম-সাধন হয় না—এসবের ভেতর দিয়ে ধর্ম্ম-সাধন হয় কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। জীবের প্রবৃত্তির স্বতঃ-প্ররোচনাই হচ্ছে ক্ষুধা ও মৈথুন (স্ত্রী-সহবাস)। † ক্ষুধার পরিপূরণ ক'রে, বেঁচে থাকাটাকে পোষণ ক'রে মৈথুন-

---

* At a certain moment in certain point of space, a visible current has taken rise; this current of life, traversing the bodies it has organised one after another, passing from generation to generation has become divided among species, and distributed among individual without losing anything of its force, rather intensifying in proportion to its advance. * * *

Life is like a current passing from germ to germ through the medium of a developed organism.

Every day, before our eyes, the highest forms of life are springing from a very elementary form. Experience, then, shows that the most complex has been able to form the most simple by way of evolution.

'Creative Evolution'—Henry Bergson

† "আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি, সামান্যমেতৎ পশুর্ভিনরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো, বিশেষো, ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।।"

আকাঙ্ক্ষার ভেতর দিয়ে তার পরিপূরণে, সে নিজেকে বহু অস্তিত্বে নিয়োজিত করে। আবার এই মৈথুন-ঝোঁক যাদের যত বেশী, উত্তেজনাশীল পোষণীয় খাদ্যেও তাদের ঝোঁক তত বেশী; সাধারণতঃ এমনতরই দেখা যায়। তাই এই-স্বভাব-সম্পন্ন জীব, যারা সহজ-অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়, তারাই সাধারণতঃ মাংসাশী। মাংসাহারা জীববিধানকে চাবুক মারার মতন চমকা-উত্তেজনা যেমন এনে দিতে পারে, অন্য খাদ্য তেমনতর পেরে ওঠে না। *

তাই, যারা অন্য খাদ্য খায়, তাদেরও সাধারণতঃ দেখা যায়, মাংস-খাদ্যের উপর একটা ঝোঁক রয়েছে; শুধু, অবশ্য যাদের ঐ রকম মাংস-খাদ্যকে তাদের জীবন ও বর্দ্ধনের অনুপযুক্ত ব'লে প্রতীয়মান হওয়ার দরুন, সেই সম্বন্ধে—তা' না খাওয়ার একটা ন্যাক, ঝোঁক বা সংস্কার জন্মেছে, তারা বাদে।

আবার, ঐ উপভোগের মত্ততাকে একটা ঝোঁকের ভেতর দিয়ে তার প্রতিক্রিয়াগুলিকে অনেকটা রোধ করার প্রলোভনে—মত্ততা জন্মে অথচ আশু উত্তেজক এমনতর কিছুর আগ্রহ জীবের সহজ ভাবেই জ'ন্মে থাকে। তাই পর্য্যবেক্ষণের ভেতর দিয়ে তারা, মদ্যের আমদানি ক'রে তুললো। মৎস্য আবার এই উদ্দেশ্য-সমাধানের একটা ক্ষীণ উপকরণ। আর, মুদ্রা হচ্ছে

অর্থাৎ—আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতি পশু ও মনুষ্য উভয়েরই বা জীবমাত্রেরই সমান। কেবল ধর্ম্মই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতার কারণ—ধর্ম্মহীন মনুষ্য পশুর সমান।

* 'Flesh-food, by the excitation which it exercises on the nervous system, prepares the way for habits of intemperance in drink; and other things being equal, the more flesh consumed, the more serious is the danger of confirmed alcoholism. Many experienced physicians have similar observations.

—Dr. A. Kingsford

There is no doubt that fruit and vegetable-food purifies the blood, while meat inflames.

—Dr. Fosef Drzewćicke

তাই—যে-যে কায়দায়, যেমন-যেমন চলনে বা ভঙ্গীতে প্রবৃত্তির চাহিদাগুলিকে সহজে কায়দায় আনা যেতে পারে। *

তাহ'লেই দেখুন, জীবের বৃত্তিগুলির সাধারণ ঝোঁকই হচ্ছে— ঐ মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও ঐ মৈথুনের দিকেই। প্রবৃত্তির এই ঝোঁকগুলি এতই বলবৎ যে, জীব এইগুলিকে উপেক্ষা ক'রে তার বাঁচা ও বাড়াকে অক্ষুণ্ণ রাখতেও নারাজ। সে ঐ প্রবৃত্তিগুলির অনুসরণ না ক'রে বাঁচা ও বাড়ার প্রয়োজন বা অর্থ কোথায়, তা'ইয়াদে আনতে চায় না—যদিও তার এগুলির অন্তর্নিহিত আকূতিই হচ্ছে বাঁচা, আর সর্ব্বতোভাবে বাঁচাকে নিয়ে বাড়া।

তন্ত্রকার এই তত্ত্বগুলি বিশেষ অনুধাবন ক'রে, তার ভেতর-দিয়ে বাঁচা-বাড়াকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যেই ওগুলির অবতারণা করেছিলেন। কারণ, ওগুলির কথা না বললে তারা তো বাঁচা-বাড়ার কথা শুনতেই নারাজ—এমন-কি তাদের মাথায়ও ঢুকতে চায় না—যদিও তারা সব সময় মৃত্যুকে এড়িয়ে বেঁচেই থাকতে চায়।

তাই তাঁরা, ঐগুলিতে যে বিশেষ-বিশেষ বৃত্তি-পরিপূরণী আনন্দ আছে, সেগুলিকে উল্লেখ ক'রে বাঁচা-বাড়াকে উদ্দীপ্ত করার প্রক্রিয়ার কথা ঐ অমনতর জীবের মাথায় হাজির করতে চাইলেন; বুঝাতে চেষ্টা করলেন—যদি নাই বাঁচো, নাই বৃদ্ধি পাও, তবে উপভোগ করবে কে? এই উপভোগের নেশায় তাদের বাঁচা-বাড়ার বুদ্ধিও ক্রমেই ফুটতে লাগলো। তাঁরা বললেন, এই বাঁচা-বাড়ার মূলেই আছে অকাট্য ইষ্ট-নিষ্ঠা † —ইষ্ট-নিষ্ঠা বাদ দিলে

---

* 'মুদ্রয়া স্থিরতা চৈব' —ঘেরণ্ড সংহিতা

"মুদং কুর্ব্বন্তি দেবানাং মনাংসি দ্রাবয়ন্তি চ।
তস্মান্মুদ্রা ইতি খ্যাতা দর্শিতব্যাঃ কুলেশ্বরী॥ —কুলার্ণবতন্ত্র, ১৭।৫৩

† তাই মহানির্ব্বাণতন্ত্রে সাধনার কথা বলিতে যাইয়া গুরু বা ইষ্ট-নিষ্ঠার কথা বিশেষভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

"বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ সদ্‌গুরুর্যদি লভ্যতে।
তদা তদ্বক্ত্রতো লব্ধাজন্মসাফল্যমাপ্নুয়াৎ।"

বাঁচা-বাড়া কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারে না; প্রকৃতি তাদের টুকরো-টুকরো ক'রে নিয়ে ইতস্ততঃ চারিদিক দিয়ে নিঃশেষ ক'রে ফেলে।

তাহ'লেই, ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে ইষ্ট-স্বার্থপরায়ণ ক'রে তোলাই হচ্ছে বাঁচা-বাড়ার একমাত্র উপায়। তাহ'লেই ঐ ইষ্ট-প্রীতির উদ্দেশ্যে ঐ মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও ঐ মৈথুনকে নিয়োজিত করাই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম্ম—অর্থাৎ যে করা নাকি ঐ বাঁচা-বাড়াকে ধ'রে রাখে। তখন বাঁচা-বাড়ার আকৃতিতে ঐ প্রবৃত্তিগুলি ইষ্ট-স্বার্থপরায়ণ করতে চাইলেই, ক্রমেই ঐগুলির অর্থ ও ধারণা বদলে যেতে সুরু করে। তাই বীরাচারী পঞ্চমকার-সাধক—এক-কথায় শাক্ত যারা, তাদের ভেতরেও এখনও ওগুলির একটা মরা সংস্কার মতন দেখতে পাওয়া যায়। তারা সাধারণতঃ ব'লে থাকে, উৎসর্গ করা নয় যে মাংস, তা'খেতে নেই, অনিবেদিত যে মদ্য, তা' ছুঁতে নেই ইত্যাদি। *

"চতুর্ব্বর্গং করে কৃত্বা পরত্রেহ চ মোদতে।
স ধন্যঃ স কৃতার্থশ্চ স কৃতী স চ ধার্ম্মিকঃ॥
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিষ্ণাতঃ সর্ব্বলোক-প্রতিষ্ঠিতঃ।
যস্য কর্ণপথোপান্তে প্রাপ্তো মন্ত্রমহামণিঃ॥"

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র, তৃতীয় উল্লাস, ১৫।১৯

"পৃথিবীং হেমসম্পূর্ণাং দত্ত্বা যৎ ফলমাপ্নুয়াৎ।
তস্মাৎ কোটীগুণং পুণ্যং লভতে কৌলিকার্চ্চনাৎ।"

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৪।৪১

অর্থাৎ—সুবর্ণ-পরিপূর্ণা পৃথিবী দান করিলে যে ফললাভ করিতে পারা যায়, কৌল অর্থাৎ সদ্‌গুরুকে পূজা করিলে তাহার কোটিগুণ পুণ্য লাভ হয়।

* "কুলমার্গেণ তত্ত্বানি শোধিতানি চ যোগিনে।
যে দদ্যুঃ সত্যবচসে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥"

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৪।৬০

অর্থাৎ—যাহারা কুলমার্গানুসারে শোধিত তত্ত্বসকল অর্থাৎ মৎস্য, মাংস, মদ্য প্রভৃতি সত্যবাদী যোগীকে প্রদান করিবে, কলি তাহাদিগকে পীড়া দিতে পারিবে না।

কিন্তু ঐ উৎসর্গ বা নিবেদন করতে হ'লেই যে, চাই ইষ্ট, চাই আদর্শ, চাই জ্যান্ত সদ্‌গুরু—যিনি মানুষের বাঁচা-বাড়ার মরকোচ হাতে-কলমে করার ভেতর-দিয়ে জানেন; এক-কথায়, তান্ত্রিকরা যাঁকে কৌল-গুরু ব'লে থাকেন * —তাঁকে আশ্রয় না করলে শক্তির পূজা, দেবীর পূজা একদমই নাকচ হ'য়ে

অসংস্কৃতঞ্চ যত্তত্ত্বং মোহদং ভ্রমকারণম্।
বিষাদ-রোগ-জননং ত্যজ্যং কৌলৈঃ সদা প্রিয়ে॥

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৭/১০৬

তত্ত্ব অর্থাৎ মৎস্য, মাংস, মদ্য প্রভৃতি শোধিত না হইলে উহা কেবল মোহপ্রদ, ভ্রমজনক এবং বিষাদ ও রোগের কারণ হয়—কৌলিকগণ তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে।

ইয়ঞ্চেদ্‌বারুণী দেবী পীতা বিধিবিবর্জ্জিতা।
নৃণাং বিনাশয়েৎ সর্ব্বাং বুদ্ধিমায়ুর্যশোধনম্॥ —মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ১১/১১০

যদি বিধি ব্যতিরেখে এই বারুণী দেবীকে অর্থাৎ মদ্য কেহ পান করেন, তাহা হইলে ইনি অর্থাৎ অশোধিত মদ্য-পানকারীর আয়ু, যশ ও ধন সমুদয় বিনষ্ট করে।

বহুভির্বিধিভির্বিঃ কিংবা কর্ম্মভির্বহুভিশ্চ কিম্।
সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি মানবঃ কৌলিকার্চ্চনাৎ॥
বিনা হোমাজ্জপাচ্ছ্রাদ্ধাৎ সংস্কারেষু চ কর্ম্মসু।
সম্পূর্ণকার্য্যসিদ্ধিঃ স্যাদেকয়া কৌলিকার্চ্চয়া॥ —মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ১০/৯৪-৯৫
কৌলিকঃ পরমোধর্ম্মঃ কৌলিকং পরদেবতা।
কৌলিকঃ পরমং তীর্থং তস্মাৎ কৌলং সদার্চ্চয়েৎ॥
সার্দ্ধত্রিকোটি-তীর্থানি ব্রহ্মাদ্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
বসন্তি কৌলিকে দেহে কিং ন স্যাৎ কৌলিকার্চ্চনাৎ॥

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ১০/১-৪—১-৫

কেবলং নররূপেণ তারয়ন্নখিলং জগৎ।
শিক্ষয়ল্লোঁকযাত্রাঞ্চ কৌলো বিহরতি ক্ষিতৌ॥

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ১০/১০৮

সর্ব্বং ব্রহ্মণি সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈব পরিপশ্যতি।
জ্ঞেয়ঃ স এব সৎকৌলো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ১০/২১২

যায়। সেই প্রধান বিধিটাই একদম বেফাঁস হ'য়ে গেছে। তার দিকে তো নজর নেই—আর, তাহ'লেই ঐ মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন—সেই কৌল না থাকলে যে-চলনে চলতে পারে বা চ'লে থাকে, মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে যা' ক'রে থাকে তা' করবেই ও করছেই।

তাই চাই—মনে কি আছে-না-আছে তার খতিয়ান-ফতিয়ান না ক'রে জীবন ও বৃদ্ধির অনুকূল ঐ ইষ্টপ্রাণতার কথা হরদম বলা, আর বলা-মাফিক ক'রে যাওয়া—আবার, ঐ করার অনুকূল ক'রে চিন্তা ও চলনকে অভ্যাসের ভেতর-দিয়ে চরিত্রগত ক'রে গঠিত করা। তাই, যতই কেহ ঐ করা ও বলার ভেতর-দিয়ে ইষ্টতে মত্ত হ'য়ে ওঠে,—স্তুতি, শ্রদ্ধা ও দক্ষতা অমনি নেমে আসতে সুরু করে। আবার, এই দক্ষতা, স্তুতি যতই বাড়তে থাকে, ততই চিন্তা, মনন, জানা—আর এইগুলি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ক'রে করার আহরণে ইষ্টপূজার উপকরণ-সম্ভার আহরণের প্রচেষ্টা মাথা-তোলা দিতে থাকে। আবার, এই যত করতে থাকে, ততই ইষ্ট-মত্ততাও বাড়তে থাকে। কারণ, ঐ পূজার ভেতর-দিয়ে যে ইষ্ট-তৃপ্তি লাভ করা যায়, সেই তৃপ্তির তুলনায় অন্য কিছু নেহাৎই নগণ্য ব'লেই ধারণা হয়। তাই, যতই ঐ ঝোঁক ঝাড়ে, ততই ইষ্টপ্রতিষ্ঠা-বুদ্ধিও বাড়তে থাকে; সাথে-সাথে করা-বলার ভঙ্গী ও কায়দা তেমনতরই নিপুণতর হ'তে আরম্ভ হয়।

আবার এই নিপুণতা যতই বাড়তে থাকে, বৃত্তিগুলির ঝোঁকও ততই তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্মভাবে ইষ্টানুকূলে ঝুঁকেই থাকতে চায়। আর, এ থেকেই দুনিয়ার

অর্থাৎ—যিনি সকল বস্তুই ব্রহ্মে এবং সকল বস্তুতেই ব্রহ্ম দেখেন, তাঁহাকেই সৎকৌল এবং জীবন্মুক্ত বলিয়া জানিবে।

"কৌলঃ সর্ব্বত্র সদ্‌গুরুঃ।
অতঃ সর্ব্বাত্মনা ধীমান্ কৌলাদ্দীক্ষাং সমাচরেৎ॥"

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ১০/২০১

"কৌলাৎ ভবতি ব্রহ্মবিৎ।" মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ১০/২০৩

অর্থাৎ—কৌলের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে ব্রহ্মজ্ঞ হয়।

যা'-কিছুর ভেতর-দিয়ে নানা রকমারিতে ইষ্ট-মিলনানন্দ অমৃত উৎসরণে নিরবচ্ছিন্নভাবে বইতে থাকে।

তাহ'লেই দেখুন, এই প্রকরণের ভেতর-দিয়ে ঐ মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন একান্ত অমৃত-সার্থকতায় সার্থক হ'য়ে উঠলো কিনা, আর এই করণীয়গুলির ভেতর-দিয়ে ক্রমে-ক্রমে ঐ বৃত্তিপরায়ণতার ইন্ধন ঐ মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন ইত্যাদির রকমফের নিরসনে একটা জ্বলন্ত জীবন-বৃদ্ধিদ সার্থকতায় সমৃদ্ধি লাভ করলো কিনা।

আমি পঞ্চ 'ম' কারের উদ্দেশ্যকে এমনতরভাবেই জেনেছি, তাই আমার বলাও অমনতরই।

প্রশ্ন। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন যদি এভাবেই সার্থক হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে প্রবৃত্তিমুখী লোক তো ঐ-সবই চাইবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। চাইবে কি? চেয়েই তো আছে। আর, যারা চেয়েই আছে, সেই চাওয়াটা যে তাদের জীবন ও বৃদ্ধির একদম পরিপন্থী, তা' তাদিগকে বোধে এনে দিতে তন্ত্রকার ঐ অমনতর উপায় অবলম্বন করেছিলেন।

শ্রেষ্ঠ, ইষ্ট, আদর্শ, কৌল বা সদ্‌গুরু—এদের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ না জন্মালেও তো অমনতরভাবে চলবেই বেদম। আবার, যারা চলছে অমনতর চলনে, ইষ্টানুরক্তি, কৌল বা সদ্‌গুরু-অনুরক্তি তাদের ঐ বৃত্তি-জোয়ারের ভেতর-দিয়ে জীবন ও বৃদ্ধিকে যদি উস্‌কে না দেওয়া যায়, তাহ'লে যে তাদের সে-বোধের গায়েই হাত পড়ে না। আগে যেমনতর ক'রে বললাম, ঐ রকমের ভেতর-দিয়ে তাদের যদি জীবন ও বৃদ্ধির বোধকে উস্‌কে দিয়ে ইষ্টানুরক্ত ক'রে তোলা যায় অমনতরভাবে, তাহ'লে ঐ মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন সার্থক হ'য়ে ওঠে মানেই হচ্ছে তাদের ঐসকল বৃত্তির ঐ অকাট্য ঝোঁকগুলি ইষ্টপ্রতিষ্ঠা ও তাঁর পরিপূরণ-মুখর হ'য়ে জীবন-বৃদ্ধির অকল্যাণকর ঐ ব্যবহারগুলি ছিটকে যেয়ে ঐসমস্ত ঝোঁক ইষ্ট-সার্থকতায় তৃপ্ত হ'য়ে, অমৃত-উৎসরণে অনন্ত চলনায় চলতে থাকবে।

এইতো হচ্ছে গোড়ার কথা। আর, তা' কি ওর ভেতর-দিয়ে মাথা তোলা দিয়ে সম্বেগের জোয়ারে প্লাবনের পথে চললো না? যাঁদের ঐ বিধি বাঁচা-বাড়াকে স্পর্শ করলো না, তা'রা আবার বুঝবে কি?

প্রশ্ন। শুনতে পাই, এই সব নানারকমের সাধনা দ্বারা জীব উদ্ধার হয়। উদ্ধারটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। উর্দ্ধ, উচ্চ, শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট যা', তাকে সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন বা ধারণ ক'রে যখন তদ্ভাবাপন্ন হওয়া যায় বা উর্দ্ধকে সর্ব্বতোভাবে আহরণ ক'রে, অন্তরে সন্নিবেশ ক'রে, নিজেকে তদাবিষ্ট ক'রে তোলা যায়, মানুষের উদ্ধার সেখানে তেমনই হ'য়ে থাকে। তাহ'লে এক কথায় হচ্ছে, অটুট ও আপ্রাণভাবে ইষ্টানুরক্ত হ'য়ে সমস্ত বৃত্তিগুলিকে তৎস্বার্থপরায়ণ ক'রে তুলে, তাঁরই প্রতিষ্ঠার সার্থকতায় জীবনকে ন্যস্ত ক'রে জীবন ও বৃদ্ধির অমৃত-চলনের অনন্ত চলনায় চলাই হচ্ছে উদ্ধারের তাৎপর্য্য। আর, উদ্ধার হওয়া বলতে গেলে প্রকৃতপক্ষে তাকেই বলা যায়। আর, এই উচ্চকে যতটুকু ধারণ করেছে, তাকে আহরণ ক'রে যে যত জীবন ও বৃদ্ধিতে পরিপোষিত হ'য়ে তৎ-প্রতিষ্ঠায় নিজেকে বাস্তবভাবে সার্থক ক'রে তুলেছে, সে সেখানে ততটুকু তেমনতরভাবে উদ্ধার পেয়েছে।

প্রশ্ন। আপনি তো বলেছেন যে, ভগবান্ জগৎ-স্রষ্টা, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বভূতে বিরাজমান; কিন্তু দেখতে পাই, বিবেকানন্দের ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের শ্রীকৃষ্ণ, হনুমানদের শ্রীরামচন্দ্র ইত্যাদি। তাহ'লে সর্ব্বভূতে বিরাজমান সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ তো বহু! এ কী রকম? আবার তো শুনতে পাই,—ভগবান্ এক এবং অদ্বিতীয় এবং সৃষ্টি, স্থিতি, লয়কর্ত্তা! এর সামঞ্জস্য কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যিনি যা'-কিছু প্রতিপ্রত্যেক হয়েছেন, হ'য়ে আছেন, হ'য়ে থেকেও তা'-থেকে আবার হাওয়ার রকম নিয়ে চলেছেন—এমনতর অসীম চলনার ভেতর-দিয়ে, যিনি নিজেকে রকমারিতে বিসৃষ্ট ক'রে, নিজেকে

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

উপভোগ করছেন বা সৃজন ক'রে তার প্রতি-প্রত্যেকে সর্ব্বতোভাবে অনুস্যূত থেকে, প্রতি-প্রত্যেক প্রতি-প্রত্যেকের ভেতর-দিয়ে লীলায়িত আলিঙ্গন ও গ্রহণে বিচিত্র ভাব-বিভঙ্গে নিজেকে উপভোগ করছেন *—আবার এই উপভোগ-উদ্বেল আকৃতির ভেতর-দিয়ে আরোর তানে সুখ-দুঃখের, আশা-নিরাশার, নূতন-পুরাতনের তাথৈ-তালে নাচতে-নাচতে স্রোত-সৃজনের নবীন-

---

* অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ —কঠোপনিষৎ

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ।
বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি॥ —শ্বেতাশ্বতর ৪।১

যিনি অদ্বিতীয় অবর্ণ ব্রহ্ম, তিনিই বিবিধ শক্তিযোগে স্বার্থ-নিরপেক্ষ হইয়া নানা বিভাব ধারণ করেন।

যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥ —১৩ অনুবাক

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। —বৃহদারণ্যক, ৪।৪।১৯

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। —গীতা, ৭।৭

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদ্ অব্যক্তমূর্ত্তিনা॥ —গীতা

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতোবৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলং॥
পুরুষ এবেদং সর্ব্বদং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যং।
উতামৃতস্যেশানো যদন্নেনাধিরোহতি॥ —ঋগ্‌বেদ, পুরুষসূক্ত

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

মুখরতার বাঁশীর-নাচন-আওয়াজে দিক-বিদিক সৃষ্টি করতে-করতে, দিগন্ত-দিগ্বলয়-মণ্ডিত হ'য়ে, হামেশা ছুটছেন হওয়া-থাকা-খামার ভেতর-দিয়ে, কেবলই গজাতে-গজাতে—তাহ'লে, সে তিনি মূর্ত্ত প্রতি-প্রত্যেক অর্থাৎ বোধায়িত প্রতি-প্রত্যেক নির্ব্বিশেষে কি অমনি ক'রেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অধীশ নন? কারণ, কোন ভাঙ্গাই তো আর কোন-কিছু না-হওয়াতে নিমজ্জিত হ'য়ে যাচ্ছে না? এক যায় আর হয়, আবার হয়, আবার থাকে, আবার যায়—রকমফের, কেবলই রকমফের! কোথায়ও থেমে গেছে? কোন প্রতি-প্রত্যেকই তো এ জানায় কোথায়ও কখনও থেমে যায়নি। তাহ'লে কি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অধীন চলনে চ'লেও সবসময় তিনি সেই প্রতি-প্রত্যেক হিসেবেই ওগুলির অধীশ হ'য়ে নেই?

তারপর হচ্ছে এই যে, শরীরী প্রতি-প্রত্যেক যা'-থেকে প্রতি-প্রত্যেক যেমন ক'রে হচ্ছে, থাকছে, আবার ভেঙ্গে আবার হওয়ার তালে জমাট বাঁধছে—এই যে প্রতি-প্রত্যেকের রকমটি—যেমন পিতার পিতৃত্ব, তা'কি প্রত্যেকের ভেতর যেমন আকারেই থাক্ না কেন, ঠিক তাই-ই নেই?

তাই যদি থাকে, তাহ'লে, ঐ শরীরী প্রতি-প্রত্যেকের যা'-কিছু সবের পিতৃত্ব-ধাঁজের রকমারি থাকলেও কোন প্রতি-প্রত্যেকের সাথে সে হিসেবে তো কোন দ্বন্দ্বই নেই।

আবার, এই পিতৃত্বের প্রকাশক তো এই জীব-শরীরই। তাহ'লে, যেখানেই যখনই এই পিতৃত্ব প্রকাশ পেয়েছে, যার কাছে তা' প্রকাশ পেয়েছে, তাকে যদি সে পিতা ব'লে আখ্যা দিয়ে থাকে, তাহ'লে কি তার কোন-

---

বিরাট পুরুষের সহস্র শির, সহস্র নয়ন, সহস্র চরণ; তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন—জগতের বাহিরেও আছেন। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—যাহা-কিছু সমস্তই সেই পুরুষ। মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্য—তিনি সমস্তেরই অধীশ্বর।

কিছু বেঠিক আখ্যা দেওয়া হয়? * সে-প্রেরণা যেখানেই উপচে ওঠে, একটা বাস্তব প্রকাশ অবলম্বন ক'রে, সেই মূর্ত্তিই, সে যাই হোক, ঐ উপচান প্রেরণার

---

* Among the multitude of weak and defective there are, however, some completely developed men. These men, when closely, observed, appear to be superior to the classical schemata. In fact, the individual, whose potentialities are all actualized, does not resemble the human being pictured by the specialists. He is not the fragments of consciousness which psychologists attempt to measure. He is not to be found in chemical reactions, the functional processes, and the organs which physicians have divided between themselves. Neither he is the abstraction whose concrete manifestations the educators try to guide. He is almost completely wanting in the rudimentary being manufaactured by social workers, prison wardens, economists, sociologists and politicians. In fact, he never appears to a specialist unless this specialist is willing to look at him as a whole. He is much more than the sum of all the facts accumulated by the particular sciences. We never apprehend him in his entirety. He contains vast unknown regions. His potentialities are almost inexhaustible. Like the great natural phenomena, he is still unintelligible, when one contemplates him in harmony of all his organic and spiritual activities, one experiences a profound aesthetic emotion. Such an individual is truly the creator and the centre of the universe.

'Man the Unknown'—Alexis Carrel

যদা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাৎ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।।

—মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।১।১

সোহকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি, স তপোহতপ্যত, স তপস্তপ্তা। ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত যদিদং কিঞ্চ, তৎ সৃষ্টবাতদেবানুপ্রাবিশৎ। —তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।৬

If thou conceivest a small minute circle as small as a grain of mustard seed, yet the heart of God is wholly and perfectly there in, and if thou art born in God, then there is in thyself (in the circle of the life) the whole heart of God undivided.

—Boehme

শরীরী বাচক, যেমন প্রত্যেক পিতারই পিতৃত্ব আছে, কিন্তু শরীরী বাদে পিতৃত্বকে কখনই ধরাছোঁয়ার ভেতর আনা যায় না। তবেই বুঝুন, ভগবানের প্রেরণা যেখানেই উপচে ওঠে একটা বাস্তব প্রকাশ অবলম্বন ক'রে, সেই মূর্ত্তিই—সে যাই হোক, ঐ উপচান-প্রেরণার শরীরী বাচক না ব'লে কি কোনও উপায় আছে? কারণ, তার কোন একটা কিছু বাদ দিয়ে আলাহিদা ক'রে বলি, তবেই আর এই তা'তে কিছুতেই সার্থকতা লাভ করবে না, আর সার্থকতাই যদি লাভ না করে, তা' নিয়ে যদি আমরা লাখ ঘসা-মাজা করি, তাহ'লে যা' চেয়ে তা' সার্থক হয়নি, এমনতর যা'-কিছু নিয়ে ঘসা-মাজা করছি। সে ঘসা-মাজায় আর তা'তে অধিগমন করা কিছুতেই হ'য়ে উঠবে না। আমরা লাখ বছর যদি বিধি-মাফিক ভাত চাপিয়ে দিয়ে যা'তে ডাল মিলতে পারে, এমনতর কোন রকমেই কিছু না করি, ডাল আর কিছুতেই পাওয়া হবে না, এ-কথা বিধির বেদ।

তাহ'লেই, যাঁরা ভগবানকে লাভ করেছিলেন বা করেছেন, যদিও তাঁদের ভগবৎ-বোধ পৃথক-পৃথক মূর্ত্তিতে সার্থক হ'য়ে উঠেছিল, তাহ'লেও তাঁরা প্রজ্ঞা লাভ করেছিলেন। যে-প্রজ্ঞা দিয়ে প্রত্যেকের প্রত্যেক রকম জগৎ একটা সার্থক-সামঞ্জস্যে উপচে উঠে, ঐ বিশিষ্ট শরীরী-সত্তাকে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা পরমকারুণিক পরমেশ্বর ধৃতি ও ধারণায় জেনে ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছিল, তা' পৃথক হ'লেও কি সর্ব্বতোভাবেই এই নয়কো? তাহ'লেই দেখা যাচ্ছে, দর্শন বা প্রজ্ঞা প্রত্যেকের জগতের যা'-কিছু প্রতি-প্রত্যেক নিয়ে, নিজের সত্তার যা'-কিছু সব-সহিত যে-সত্তার সার্থকতা লাভ করে, সেই সত্তার সবের ভেতর-দিয়ে নিজের যা'-কিছু সবের নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধানের সার্থকতার ভেতর-দিয়ে অনন্ত চলনার অমর আলোকফাগে রং-বেরং-এর একই সার্থকতায় চলতে থাকে—সেই হচ্ছে ভগবৎ-প্রাপ্তি, তা' যে-কোন সত্তাকেই অবলম্বন ক'রে উদ্দীপ্ত হোন না কেন—নিয়ন্ত্রণ সামঞ্জস্য ও সমাধান তাকে

খুঁটিনাটি ক'রে বিশেষ একত্বে এলেই নির্বিবশেষের আবহাওয়ায় উপচেই ওঠে। তাই, বাস্তব-বহুত্ব বাস্তব-একত্ব-বোধেই সমাহিত হ'য়ে থাকে—এই রকমে সমাহিত হয় ব'লেই তার সব দ্বন্দ্ব, সব বাধা নির্দ্বন্দ্ব ও নির্ব্বাধ হ'য়ে, অবাধ চলনার অনন্ত উপভোগউদ্দীপ্ত করতে-করতে চলতে থাকে—সীমাহারা বিশেষ নির্বিবশেষের দিগ্‌বলয়কে আলিঙ্গন ক'রে সব-ভরা সসীমের সার্থক তালে বাঁধন-হারা অসীমের চেতন-স্মৃতির অমর-চলনায় চলতে থাকে।

তাহ'লেই কি, যা'-কিছু সব বললেন, তা'-সব আর-আর সব দিকের সব রকমের সামঞ্জস্য হ'য়েই নেই?

প্রশ্ন। আচ্ছা, যদি কেউ বোধই করেন, এমনতরভাবে যে তিনি যা'-কিছু সবের স্রষ্টা, তাহ'লেই কি তিনি বাইরের জগতের যা'-কিছু, তার সত্যি-সত্যিই স্রষ্টা হবেন? জগতের কারণ আর স্রষ্টা কি একই কথা?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ধারণা-হারা বেমালুম দিগ্-বিদিকের সম্ভারে উৎপত্তির অরেখ-অনাদির হওয়া, করা ও আধারের মণ্ডলের বিসৃষ্ট প্রতি-অস্তিত্বেই প্রতি-রকমারির অভ্যুদয়ের স্বীয় পরিণতির প্রত্যেক যা'-কিছুতেই সে সেই আদিমই স্বপ্রকাশ রয়েছেন—তাই তিনি হ'তে-হ'তেই চলেছেন একটা লীলায়িত ভাব-বিভঙ্গে, নানা রকমারিতে, প্রত্যেক যা'-কিছু দিয়ে, প্রত্যেক নিজেকে উপভোগ করতে-করতে, আলিঙ্গন ও গ্রহণের আকূতিমাখা আবেগ নিয়ে, উপভোগের আবেশে তদনুযায়ী সত্তা-পরিমাপণে—তাই এই উপভোগ-সরঞ্জামের ভেতরেই আছে আহরণ, করণ ও নির্ম্মাণ। আর এইগুলি হচ্ছে অস্তির চেতনতার একটা চেতন-প্রকাশ। তাই, তিনি নিজেই অমনি ক'রেই, রকমারির ভেতর-দিয়ে, নানা রকমারিতে উৎপন্ন হয়েছেন। আর, এই হওয়াটাকেই আমরা সাধারণ কথায় 'করা'ই ব'লে থাকি। তা' হ'লেই আমরা, আমি পূর্ব্বে যেমন ক'রে বলেছি, তেমনি ক'রে তাঁর এই হওয়াটাকে অমনতরভাবে জানতে পারি; আর, এই জানার ফলে আমাদের যা'-কিছু

তাঁ'তে সার্থক করার অদম্য আকৃতিসিক্ত প্রেরণা নিয়ে, উপভোগের ডাকে, তৃপ্তির নেশায় করতে যাই। তারই ফলে আসে আমাদের জগতের ভেতর-দিয়ে করার উৎসবে জীবন ও বৃদ্ধির উদ্দীপ্তিময়ী চলনার আরো উন্নতির প্রগতি। আর, এই দিক দিয়েই—যদিও এই দিকই হচ্ছে কেবল দিক—তিনি আমাদের যা'-কিছু সবেরই সৃষ্টিকর্ত্তা, তা'বাস্তবতার দিক দিয়েও যেমন, বোধের দিক দিয়েও তেমনি।

বোধ উদ্দীপ্ত হ'য়েই থাকে বাস্তবের সাড়ায়ই। তাই, বোধ হ'লে আমরা বাস্তবের ভেতরেও তাকে অর্থাৎ যা'কে বোধ করছি তাকে, বোধের দিগ্‌দর্শন দিয়ে দেখে, পেতে পারি। তবেই এই প্রত্যেক রকমারির, কারও সাড়ায় যখনই আমাদের ভেতরকার ঐ চেতন-উদ্দীপনা ক্রম-উল্লম্ফনের ভেতর-দিয়ে যা'-কিছু প্রত্যেকের প্রতি-প্রত্যেকের স্রষ্টা ব'লে সত্ত্ব-সাকুল্যে আলিঙ্গন-সাফল্যে তাঁ'তেই সার্থক হ'য়ে ওঠে—তখনই আমরা বোধ করতে পারি স্রষ্টা ও কারণে বৈশিষ্ট্য ও মরকোচ।

তাহ'লেই বোধ হয় বুঝতে পারলেন—কারণই বা কা'কে বলে, আর স্রষ্টাই বা কেন বলে।

২

সোমবার, ১১ই ফাল্গুন। আজ হইতে পর-পর কয়েকদিন যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ-জীবনে আধ্যাত্মিক রাজ্যের অনুভূত অপূর্ব্ব-অপূর্ব্ব দর্শনসমূহ ও তাহার বিভিন্ন স্তরের বিশদ বিবরণ ক্রমাগত বলিয়া যাইতে লাগিলেন। বলিবার সময় তাঁহার মুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব ভাবব্যঞ্জনা উপনিষণ্ণ ভক্তগণের মনে এক অনির্ব্বচনীয় রসাবেশের সঞ্চার করিতেছিল; বোধ হইতেছিল যেন তিনি বর্ণিত ভাব-ভূমিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই তাহার প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিতেছেন।

প্রশ্ন। বোধ কথাটা তো বুঝতে পারি, কিন্তু অনেক, বিশেষতঃ যাঁরা সাধক, তাঁরা অনুভূতির কথা ব'লে থাকেন। অনুভূতি আবার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। দেখে, ক'রে, শুনে, ভেবে, তার জমায়েত বোধগুলির পর্য্যালোচনার ভেতর-দিয়ে জানার যে স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, তাকেই অনুভূতি বলা যেতে পারে। *

আমাদের মস্তিষ্কে পারিপার্শ্বিক-দুনিয়ার প্রতি-প্রত্যেকের যা'-কিছু ছাপ ধরা হ'য়ে আছে, †—বৃত্তির প্রকোষ্ঠে যেমন-যেমন ক'রে যা'-যা', তেমন

---

* অনু + ভূ (হওয়া) + ক্তিন্ ইতি অনুভূতি, অর্থাৎ পশ্চাতে যাহা হয় তাহাই অনুভূতি। কাহারও প্রতি একান্ত অনুরাগবশতঃ তাহার পূরণ-বুভুক্ষায় যখন কোন-কিছুকে বিশেষরূপে দেখিয়া, শুনিয়া, ভাবিয়া ও তদ্বিষয়ক করার ভেতর-দিয়া—সেই বস্তু সম্বন্ধে পশ্চাৎ অর্থাৎ সম্যক্ পর্য্যালোচনার ফলে আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহাই অনুভূতি।

† All nervous centres from the lowest to the very highest, are made up of nothing else than nervous arrangements, representing impressions and movements. ... ... I do not see of what other materials the brain can be made. —Dr. Hughlhigs Jackson

রকমে যথাস্থানে সংহত হ'য়ে আছে। আবার, জন্মানুগ সংস্কার-মাফিক পারিপার্শ্বিকের সাড়ায় বোধ-বৃত্তিগুলি সংহত-বিন্যাসে সেই রকমের ঝোঁক নিয়ে ওতপ্রোতভাবে সাজান থাকে। * সেইগুলি হচ্ছে তাই, যা' আমাদের চিৎ-শক্তিকে আলোড়ন-সংঘাতের ভেতর-দিয়ে বোধের উদ্দীপনায় স্মৃতি-ছাঁচে ঠিক তেমন-তেমন রকমে মস্তিষ্কে র'য়ে গিয়েছে।

The retention, it will be observed, is no mysterious storing up of an idea in an unconscious state. It is not a face of mental order at all. It is a purely physical phenomenon, a morphological feature the presence of these paths, namely, in the finest recesses of the brain's tissue.

'Psychology'—Prof. W. James

Prior to all impressions on sense-organs the brain is plunged in deep sleep and consciousness is practically non-existent. * * * It takes a strong message from the sense-organs to break this slumber. In a new-born brain this gives rise to an absolutely pure sensation. But the experience leaves its unimaginable touch on the matter of the convolutions and the next impression which a sense-organ transmits, produces a cerebral reaction in which the awakened vestige of the last impression-plays its part.

—William James

* The inborn reflexes are characteristic of the central nervous system of any whole class of animals. They are transmitted by heredity and their formation is therefore independent of conditions under which any individual animal may live. * * * To express the permanent stable character of these reflexes and their slight dependence upon surrouading conditions, Pavlov gave to the inborn reflexes the name of unconditioned reflexes. * * * Some of these reflexes may be extremely complex and involve a series of successive reflexes, or be of an elaborate integrative nature, forming chains of reflexes following one another and presenting different grouping.

What is generally known under the rather ill-defined name of 'instincts' is probably

আবার, আমাদের এই বোধশক্তিও, শরীর ও মস্তিষ্কের কোষগুলি যত সাড়াপ্রবণ ও গ্রহণক্ষম হ'য়ে যখন যেমনতর থাকে, তখন আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের প্রত্যেককে তেমনতর তীব্র নিবিড়তার সহিত নিয়ে বোধে পর্য্যবসিত ক'রে অশেষ ও ক্রম-সূক্ষ্মতর ভাবে নেওয়ার উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে থাকি। আমরা আমাদের জগতে যাই-কিছু করি না কেন, যা' করতে যাই, তার সাড়া মস্তিষ্কে গিয়ে পূর্ব্বাপর বোধগুলির সাথে একটা সামঞ্জস্য নিয়ে, বিবেচনা-বুদ্ধির ভেতর-দিয়ে, যেমনতর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব, স্নায়ু ও মাংসপেশীকে তেমনতর ভঙ্গীতে ন্যস্ত করার উদ্যমকে জাগিয়ে তু'লে, তা'সম্পাদন ক'রে থাকি। তাহ'লেই, আমাদের ভেতরকার এই কোষগুলির স্থিতি-স্থাপকতা ও গ্রহণ-ক্ষমতা যতই বেশী হ'তে থাকে, বাহ্যিক জগৎ বা আমাদের ভেতরকার বৃত্তি ও ছাপ-পড়া বস্তুগুলিকে তত সূক্ষ্ম ও তীব্রতার সহিত গ্রহণ করতে পারি ও বোধ করতে পারি—আর সেই হিসাবেই সামঞ্জস্য

---

nothing but a very complex integration of these inborn or unconditioned reflexes.

Conditioned reflexes never originate spontaneously. They only develop in association with another previously established reflex. ...... We must look upon all conditioned reflexes as being an associative development of the un-conditioned inborn reflexes which ultimately lie at their root.

—'Starling's Physiology'.

Instincts are the prime movers of all human activity; by the conative or impulsive force of some instinct every train of thought, however cold and passionless it may seem, is born along towards an end—all the complex intellectual approaches of the most highly developed mind is but the instrument by which these impulses seek their satisfaction. .....Take away these instinctive dispositions with their mechanisms and the organism would become incapable of activity of any kind, it would be inert and motionless, like a wonderful piece of clock-work whose main spring had been removed.

'Macdugall's Out-lines of Psychology'

ও সমাধানের জ্ঞানকেও লাভ করতে পারি। আর এই রকমেই মায় বাহ্যিক জগৎ নিয়ে ভেতরকার ঐ ছাপ-পড়া বোধের সহিত তার অমনতর নিয়ন্ত্রণের ভেতর-দিয়ে উপলব্ধি ও আয়ত্ত ক'রে, প্রজ্ঞা-সম্পদে সম্পদশালী হ'য়ে উঠি।

মানুষ সাধনার ভেতর-দিয়ে, ঐ কোষগুলির বিধিমাফিক গ্রহণ-ক্ষমতা ও স্থিতি-স্থাপকতা বাড়িয়ে ঐ রকমে সম্পদশালী হ'তে পারে। বিধিমাফিক সাধনার ভেতর-দিয়ে, ঐ কোষগুলি যতই ঐ রকম হ'তে থাকে, কোষগুলির ভেতর ক্রমশঃ দহন-তাপের উদ্ভব হ'তে-হ'তে ভেতরকার ঐ ছাপগুলি, নানা রকমে উত্তেজিত হ'য়ে, আমাদের চিন্তায় প্রকট দর্শন হ'য়ে নানারূপে প্রতিভাত হয়।

কোষগুলির এমনতর ক্রমচেতনাকেই মনীষীরা এক-একটা স্তর, স্তরের বর্ণ, শব্দ, তত্ত্ব ও দেবতা ব'লে অভিহিত করেন। * আর, বিধিমাফিক ঐ

---

* যোগিনাম্ অবস্থা-বিশেষঃ যথা—

নিরুদ্ধে চেতসি পুরা সবিকল্প-সমাধিনা।
নির্ব্বিকল্পসমাধিস্তু ভবেদত্র ত্রিভূমিকঃ॥
ব্যুত্তিষ্ঠতে স্বতস্ত্বাদ্যে দ্বিতীয়ে পরবোধিতঃ।
অন্তে ব্যুত্তিষ্ঠতে নৈব সদা ভবতি তন্ময়ঃ॥
এবং প্রাগ্‌ভূমি সিদ্ধাবপ্যুত্তরোত্তরভূময়ে।
বিধেয়া ভগবদ্ভক্তিস্তাং বিনা সা ন সিধ্যতি॥ ইতি

—গীতাগূঢ়াৰ্থদীপিকায়াং মধুসূদন সরস্বতী

আরও মনে কর যে, এই এক-এক প্রকারের স্পন্দন এক-একটি স্তর। এই সমুদয় স্পন্দন-ক্ষেত্রকে একটি বৃত্তরূপে কল্পনা কর; সিদ্ধি উহার কেন্দ্রস্বরূপ; ঐ কেন্দ্র হইতে যত দূরে যাওয়া যাইবে, স্পন্দন ততই মৃদু হইয়া আসিবে। * * * যেমন আমরা অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রসহকারে আমাদের দৃষ্টির ক্ষেত্র বাড়াইতে পারি, তদ্রূপ আমরা মনকে বিভিন্নপ্রকার স্পন্দন-বিশিষ্ট করিয়া অপর স্তরের সংবাদ অর্থাৎ তথায় কি হইতেছে জানতে পারি। * * * মনকে এই উচ্চ হইতে উচ্চতর স্পন্দন-বিশিষ্ট করাকেই যোগশাস্ত্রে 'সমাধি' এই একমাত্র শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর এই সমাধির নিম্নস্তরের অবস্থাগুলিতেই এই অতীন্দ্রিয় প্রাণি-সমূহকে প্রত্যক্ষ করা যায়। সমাধির সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় আমাদের সত্যস্বরূপ ব্রহ্মদর্শন হয়।

সাধনার ভেতর-দিয়ে তাপের সৃষ্টি হয় ব'লেই মনীষীরা ওকে তপস্যা ব'লে অভিহিত করেছেন। আবার, ঐ বাহ্যিক জগতের বা আভ্যন্তরিক কিছুর সাড়ার চাপ যেমনতর হ'য়ে থাকে, কোষগুলির ভেতরে ঐ চাপের চাড়া গিয়ে তাকে যেমনতর রকমে উসকে দেয়, ঐ উসকানি-ব্যাপারেতেই তাপের সৃষ্টি হয়। যেমন একটা মিশ্রির দানা মুখের ভেতরে চাপ দিয়ে ভাঙ্গলেই প্রায়ই একটা আলোর ঝলক দেখা যায় অনেকটা তেমনতরই।

আবার, এই ঝলকেরও রকমারি অভিব্যক্তি—যেমন কোথাও লাল, কোথাও হলুদ, কোথাও সবুজ-প্রধান বিকিরণ দেখা যায়; ঐ তপস্যা করতে গেলে কায়দামাফিক ভেতরে সাড়ার চাপ যত বাড়ানো যায়, কোষগুলির সাধারণ স্থৈর্য্য ভেঙ্গে স্থিতিস্থাপকতায় যতই উন্নীত হ'তে থাকে, ভেতরকার স্নায়ুজালেও তেমনতর বিকিরণী-স্পন্দন প্রতিফলিত হয়। তাকে আমরা রূপ, রং ও জ্যোতি ব'লে অনুভব ক'রে থাকি। *

---

* 'সদাভ্যাসাদ্‌যোগী পবনসুহৃদাং পশ্যতি কণাং স্ততস্তন্মধ্যান্তঃ প্রবিলসিতরূপানপি পদান্।'

—ষট্‌চক্র নিরূপণম্

অর্থাৎ—সর্ব্বদা ইহার অভ্যাস দ্বারা নিরালম্ব পুরীমধ্যে বিলসিতরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গরাশি দর্শন করিয়া থাকেন।

জ্বলদ্দীপকারং তদনু চ নবীনার্কবহুল—প্রকাশং জ্যোতির্ব্বাগগনধরণীমধ্যলসিতম্।

—ষট্‌চক্র নিরূপণম্

অর্থাৎ—যোগীব্যক্তি তখন জ্বলদ্দীপাকার দর্শন করেন, তৎপর প্রভাতকালীন অনেক ভাস্করবৎ জ্যোতিবিশিষ্ট গগন ও অবনীমণ্ডল পরিব্যাপ্ত জ্যোতির ন্যায় পদার্থ দর্শন করেন।

বিন জল বুঁদ পড়ত জঁহ ভারী,
নাহি মীঠা নহিঁ খারা
সুন্ন মহল মে নৌবত বাজে,
মৃদঙ্গ বীন সেতারা॥
বিন বাদর জঁহ বিজলী চমকৈ,
বিন সূরজ উঁজিয়ারা॥
বিনা নৈন জঁহ মোতি পোঁহৈ,
যিন শব্দ সুর উচারা॥ —কবীর

আবার, তেমনতরই ঐ বিকিরণী উত্তেজনা স্নায়ুর ভেতর-দিয়ে সঞ্চরণ ক'রে কানের কোষগুলিকে উত্তেজিত ক'রে তদনুপাতিক শব্দের সৃষ্টি ক'রে থাকে। ভেতরকার কান দিয়ে অর্থাৎ কানের ভেতরকার স্নায়ু-স্পন্দন দিয়ে তা' আমরা অনুভব করতে পারি। *

আবার, মানুষের আদিম আসক্তি যখন কোন শ্রেষ্ঠে নিয়োজিত হ'য়ে মুগ্ধ উদ্দীপনার সহিত তাকে তৃপ্ত ক'রে, সন্দীপ্ত ক'রে, সেই সন্দীপ্তিময়ী তৃপ্তিকে উপভোগ করার আকৃতি নিয়ে, তার জগতে প্রতি-প্রত্যেকে আঁতি-পাঁতি ক'রে, তাঁরই অর্থাৎ সেই শ্রেষ্ঠের পূজার উপকরণ আহরণ করতে থাকে—সেই আহরণ, সেই করণ ও সেই নির্ম্মাণের ভেতর-দিয়ে, তার উচ্ছল

---

* শৃণুয়াদ্দক্ষিণে কর্ণে নাদমন্তর্গতং শুভম্।
প্রথমং ঝিল্লীনাদঞ্চ বংশীনাদং ততঃ পরম।
মেঘঝর্ঝরভ্রমরী-ঘণ্টা-কাংস্যন্ততঃ পরম।
তুরী-ভেরী-মৃদঙ্গাদিনিনাদনক-দুন্দুভিঃ।
এবং নানাবিধং নাদং জায়তে নিত্যমভ্যাসাৎ॥
অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ।
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতি-র্জ্যোতিরন্তর্গতং মনঃ॥—গোরক্ষ সংহিতা, ২২০-২২২
গোপনীয় ঃ প্রযত্নেন সদ্যঃ প্রত্যয়কারকঃ।
নির্ব্বাণদায়কো লোকে যোগোহয়ং মম বল্লভঃ।
নাদঃ সংজায়তে তস্য ক্রমেণাভ্যাসতশ্চ বৈ॥
মত্ত ভৃঙ্গ-বেণুবীণাসদৃশঃ প্রথমো ধ্বনিঃ।
এবমভ্যাসতঃ পশ্চাৎ সংসারধ্বান্তনাশনং।
ঘণ্টারবসমঃ পশ্চাৎ ধ্বনির্ম্মেঘরবোপমঃ॥
ধ্বনৌ তস্মিন্ মনো দত্ত্বা যদি তিষ্ঠতি নির্ভরম্।
তদা সংজায়তে তস্য লয়স্য মম বল্লভে॥
তত্র নাদে যদা চিত্তং রমতে যোগিনো ভৃশম্।
বিস্মৃত্য সকলং বাহ্যং নাদেন সহ সাম্যতি॥

—শিব সংহিতা, ৪৫-৪৮

বেদাদ্‌ঘোষং পূরকং ভৃঙ্গনাদং ভৃঙ্গীনাদং রেচকং মন্দমন্দম্
যোগীন্দ্রাণামেবমভ্যাসযোগাচ্চিত্তে জাতা কাচিদানন্দবল্লী॥

—ঘেরণ্ড সংহিতা

টানের সংঘাতে, বস্তুর সাড়াগুলি স্বতঃনিয়ন্ত্রণে, সামঞ্জস্য, বিন্যাস ও সমাধানে এসে জ্ঞানে সমৃদ্ধ হ'য়ে, সেই শ্রেষ্ঠের সার্থকতায় পর্য্যবসিত হয়। * আর, ঐ রকমের ভেতর-দিয়েই উপভোগ-সন্দীপ্ত চলন, জীবন ও বৃদ্ধিকে পরিপোষণ করতে-করতে চলতে থাকে।

মানুষের ঐ আদিম আসক্তিটা যেন একটা চুম্বক-শক্তি, আর সাড়া-

---

* Carrying out the commands of the Guru (spiritual father) without the least hesitation or doubt is the only way to spiritual success—there is no other path to follow. —Swami Vivekananda

Serve the Great. Stick at no humiliation. Grudge no offence thou canst render. Be the limb of their body, the breath of their mouth. Compromise thy egotism, never mind the taunt of Boswellism. Be another; not thou, but a Platonist.

'Use of Great Men'–R. W. Emerson.

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ গীতা, ১৮।৫৬

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ গীতা, ১০।১০

Thus loving and being loved by him their lives become unified and centred about him. Their energies are no longer dissipated in fruitless yearnings and conflicting tendencies. Sources of energy until then dormant or inhibited are aroused to great activity. Thus their vital aspirations are fulfilled and their claims granted.

—'Source Book in Ancient Philosophy'.

In Christian mysticism absorption in the adorable personality of God or Chirst or of one of the saints is a recognised method of ascending the ladder that leads to ecstasy. A corresponding practice is found in Yoga-system, it is the devotion to Isware. * * * He is a special kind of self, never in the bondage of time, space and matter, at all times whatsoever liberated; in him the germ of omniscient is at its utmost excellence, he is the teacher of the Primal Sages.

—James H. Leuba.

প্রক্ষেপী বস্তুগুলি যেন চুম্বক-ক্রিয়াশীল বস্তু (Magnetic substance), আর জন্মানুগ অন্তর্নিহিত সংস্কারগুলি যেন মানুষের সত্তার ভেতরকার চুম্বক-শলাকা।* এই আসক্তি-সঞ্চরণী সংস্কার-চুম্বক-শলাকাগুলি তার চুম্বক-ক্রিয়াশীল বস্তুর সাড়া-বোধ-উদ্দীপ্ত সংগ্রহগুলির সহিত, তদনুপাতিক বস্তুগুলি নিয়ে, যখন শ্রেষ্ঠ বা ইষ্টের ভেতর-দিয়ে উপভোগ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে, তখনই এই অন্তর্নিহিত আদিম আসক্তির চুম্বক ব্যতিক্রম চলতে থাকে। যে-যে বৃত্তি, যে-যে বোধ, যে-যে টানের বস্তু, যেমন-যেমন ক'রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে নানা-রকমে রকমারি নিয়ে, তার জগতে বোধ ও বৃত্তিতে ছিটিয়ে ছিল, সেগুলি ঐ আপ্রাণ টানের হেল্লায় অনুকূল-প্রতিকূল সংঘাতে নিয়ন্ত্রিত হ'তে-হ'তে সামঞ্জস্যে এনে, পারম্পর্য্যবিন্যাসে, সমাধান-প্রত্যয়ে উপনীত হ'তে লাগলো। আর, এমনি ক'রেই তার যা'-কিছু, অর্থে এসে, সার্থকতায় উপচে উঠে, জীবন ও বৃদ্ধির নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতি-চেতনার অমর চলনে চলতে লাগলো।

আবার, এই টানের ভেতর-দিয়ে, অনুকূল ও প্রতিকূল সাড়ার সংঘাতে যখন মস্তিষ্কের কোষগুলিকেও তারা যেমন ছিল, তার ব্যতিক্রম ঘটাতে থাকে, তখন ঐ কোষগুলির যেমন ছিল—তেমনি থাকাকে অস্থির ক'রে একটা সাড়াশীল স্থিতিস্থাপকতায় উন্নীত করতে থাকে। আর, এ যতটা অমনতর হ'তে থাকে, ঐ থাকার ব্যতিক্রম ঘটার দরুন ওদের চারিয়ে গিয়ে পারিপার্শ্বিক কোষবিধানগুলিকেও উত্তেজিত করতে থাকে।

এই উত্তেজনার রকমের অভিব্যক্তিই সাধকদের অর্থাৎ তপস্যাকারীদের অন্তরে মূর্ত্তি, ভাব, দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি রূপে অভিব্যক্ত হয়।

---

* It lies around us like a magnetic field, inside of which our centre of energy turns like a compass-needle as the present phase of consciousness alters into its successor.
—Ibid.

ঐ অভিব্যক্তিগুলি হচ্ছে কোষগুলির সাড়াশীল স্থিতিস্থাপকতার মাপকাঠি। এই সাড়াশীলতা যখন যেমনতর,—বোধ, চিন্তা, দর্শনও মানুষের তেমনতর হ'য়ে থাকে।

এই সাড়াশীলতার ক্রমানুযায়ী মানুষের বুদ্ধি, মেধা, ধৃতি, দর্শন ইত্যাদিরও তারতম্য হ'য়ে থাকে। তাই, প্রায়ই দেখা যায়, যারা যতই শ্রেষ্ঠে অনুরক্ত, শ্রেষ্ঠ-পূজা যাদের অন্তরে একটা ঝোঁকের মতন হ'য়ে আছে আর তারই সত্তার আহরণে জীবনটা তার মুগ্ধ-উদ্ব্যস্ততার ভেতর-দিয়ে আহরণ, করণ ও নির্ম্মাণে উপচে উঠে চলছে—এক-কথায়, তদনুপাতিক কর্ম্মে পরিব্যাপ্ত না হ'য়েই যারা থাকতে পারে না—তারাই প্রায় দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ হ'য়ে থাকে। *

আর, এই সাড়াশীল স্থিতিস্থাপকতা যখন যে-ক্রমে থাকে, মানুষ তদনুপাতিক জগৎ ও তার আভ্যন্তরিক ভাব, বোধ ও দর্শন-শ্রবণ ইত্যাদির অধিকারী হ'য়ে, তার নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধান করতে সক্ষম হয়। মনীষীরা এইগুলিকেই চক্র, লোক, ভূমি, স্তর বা পদ্ম ইত্যাদিতে অভিহিত করেছেন।

মানুষের ইষ্টের প্রতি তার আদিম আসক্তি বা সুরত উপচে উঠে মুগ্ধপ্রাণে যখনই তার সমস্ত বৃত্তিগুলি সেই ইষ্টের জীবন ও বৃদ্ধির পোষণ-

---

*We are shaped and fashioned by what we love. —Goethe.

It is possible that a man can be so changed by love as hardly to be recognized as the same person. —Torence.

Base men, being in love, have then a nobility in their natures, more than is native to them. —Shakespeare.

Nothing quickens perceptions like genuine love. —Tuckerman

Show me the man you honour, and I will know what kind of a man you are, for it shows me that your ideal of manhood is, and what kind of a man you long to be. —Carlyle

রক্ষণের সহিত সন্দীপনী তৃপ্তিতে তৃপ্ত ক'রে আত্ম-তৃপ্তির সার্থকতায় অঢেল হওয়ার ঝোঁক নিয়ে চলতে থাকে, আর সেই সাথে বিধিমাফিক প্রক্রিয়ার সহিত স্মরণ, মনন, জপ ইত্যাদি করতে থাকে, তার ফলে প্রথমেই তার অন্তঃকরণের ঔপাদানিক কোষগুলির সাড়াশীল স্থিতিস্থাপকতা খানিক পরিমাণে ক্রমবর্দ্ধনের ঝোঁকে যেই বাড়তে থাকে, ঐ করাগুলির দরুন তার থেকে ঐ ঔপাদানিক বিধানের ভেতরে তাপের সৃষ্টি হ'য়ে আশেপাশের পারিপার্শ্বিক কোষগুলিকে উত্তেজিত ক'রে, ও তার সঞ্চরণে সিন্দুরে-লাল রং-এর ভেতরটা কেমনতর একটা জিলি-মিল ভরা অথচ ফুটে বেরিয়েও যেন বেরুচ্ছে না—এমনতর বর্ণ কালচে পাতলা অন্ধকারকে ফুঁড়ে বেরুতে থাকে। এই হওয়ার পারিপার্শ্বিক প্রাক্‌কালে নানারকম পার্থিব দৃশ্য কাটা-কাটা হিসাবে প্রতিভাত হ'তে থাকে। যে-সমস্ত কঠিন পৃথ্বীছাপ আমাদের ভেতর লুক্কায়িত থাকে, সবগুলিই ক্রমান্বয়ে রকম-বেরকমের ভেতর-দিয়ে ফুটতে থাকে। আর, এর যে কত জোড়াতাড়া ব্যাপার ঘটতে থাকে, তার ইয়ত্তা নেই। হিসাব করলে অবাক হ'তে হয়, এত রকমারি পৃথ্বী-ছাপ বা কঠিনের তাল-গোল ব্যাপার যে আমার ভেতর-লুক্কায়িত ছিল, তা' ভেবেও ইয়ত্তা করা যায় না।

আর, ওরই ভেতর-দিয়েই আবার নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধানের সংবেগ দখিনা-হাওয়ার মতন ঝির-ঝির করতে-করতে ঐ সবগুলির ভেতর-দিয়েই বইতে থাকে—আর মাঝে-মাঝে তার এক-একটা এৎফাকি এবং নির্ম্মাণক নৈষ্ঠিক বোধ এসে হাজির হয়।

আর, এই রকম যত হ'তে থাকে, অবাকমাখা সন্দীপ্তিযুক্ত তৃপ্তিও অন্তরে পরপর দমকা ঝিরঝিরে হাওয়ার মতন বইতে থাকে। শরীরের ভেতর যেন একটা স্ফূর্ত্তিমাখা গোলাপী নেশার মতন ঝিরঝিরে রক্তের স্রোত পেশী-প্রপেশীকে প্রক্ষালনের সহিত পোষণ দিতে-দিতে চলতে থাকে। আর, ঐ রকমটা সমস্ত স্নায়ুর ভেতর চারিয়ে গিয়ে মাথার ভেতর এই দমকা ঝিরঝিরেণির সাথে-সাথে ঐ শব্দ-ঝুনের মতন শব্দের বোধ হ'তে থাকে—

আর তার সাথে-সাথে যেন বোধ করা যায় ওই "ঐং" ঝুনে সমস্ত স্নায়ু-তন্ত্রীগুলি সুর মিলিয়ে ঐ ঝুনকে বহন করছে।

আবার, এই রকমগুলি অর্থাৎ তপস্যার ক্রিয়াগুলি যথানিয়মে প্রয়োজন মতন যদি না চালান যায়, তবে অনেক সময় মাথা এত উত্তেজিত হয়, মনে হয় যেন মাথায় রক্তের চাপ বেড়ে গিয়েছে।

আর, যে-রকম দর্শনগুলি চলতে থাকে সেগুলি কেমন ঘাবড়ে গিয়ে একটা ছন্নছাড়া পরিস্ফোটন আরম্ভ হয়। কখনও-কখনও অপছন্দসই ব্যাপার—যা' অন্তরকে অবসন্ন ক'রে তোলে, হয়তো তেমনতরই আরম্ভ হ'য়ে ওঠে; দেখলে মনে হয়, যেন নানারকম নারকীয় দৃশ্য। * আবার, ও-রকমটা আরও বেশী হ'লে হয়তো কিছুই প্রতিভাতই হ'ল না; শুধু মাথাটাই গরম হ'য়ে রইল—দু'চার দিন হয়তো কি রকম একটা বিশ্রী রকমেই কাটতে লাগলো। আবার, এই রকম হ'তে-হ'তে ক্রমে ঐ দৃশ্যগুলির রকম আরো অনেকটা চলৎশীল হ'য়ে ওঠে—আরো জীবনীয় হ'য়ে ওঠে।

আবার, ঐ রংটাও বদলে যেতে থাকে, ঐ রকম ঝিলমিলে বের হ'য়েও যেন হচ্ছে না, এমনতর কাঁচা হলুদের রং-এর মতন রং ফুটতে থাকে, আর ঐ প্রাক্কালে পারিপার্শ্বিকী দর্শনগুলিও ঐ-রকম অমনতরই নানারকমের আরম্ভ হয়; লাল অভিব্যক্তির সাথে যেমন দৃশ্যগুলি একটি বেশী নিনড় হয়, এটার পরিবর্ত্তন যতই আরম্ভ হয়, এই নিনড়তার ততই কমতি হ'য়ে থাকে, দর্শনগুলিও জীবনীয় হ'তে থাকে; আর ওই ঐং-প্রতীতিও তেমনি তরল ঝিরঝিরে রকমের চলতে থাকে।

কোষগুলির স্থিতিস্থাপকতা এমনতর হ'য়ে ঐ বর্ণ ও ঝুনের প্রতীতি-

---

* The soul then feels as if placed in a vast and profound solitude, to which no created things has access, in an immense and boundless desert.

—Saint John of the Cross.

এমনতর হওয়ায়, বৃত্তি ও বোধায়িত বৃত্তির ছাপগুলির নিনড় প্রকাশের ভেতর-দিয়ে, নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধানের রকমে চ'লে, তার একটা নিনড় তাহা-ত্ব বোধ এনে দেয় ব'লেই মনীষীরা ওকে মূলাধার-পৃথ্বীতত্ত্বের স্থান ব'লেই নির্দ্দেশ করছেন হয়তো। *

আবার, এরই প্রথম থেকেই এইগুলি একটা হলদোলে-রকমের সাড়া-সংঘাতের ভেতর-দিয়ে কোষগুলির সাড়াশীল স্থিতিস্থাপকতার রকমে চলতে থাকে। তখন দোলায়িত 'লং'-এর মতন ঢেউ-মাফিক একটা চলন সুরু হয়—সেটা ঠিক স্নায়ুর ভেতর লং-ঢেউ-এর দোলদোলানি বোধ হ'তে থাকে। †
এটা ঠিক ঐ রকমগুলির প্রারম্ভ থেকেই আরম্ভ হয়—পরে, ক্রমে ভাঙ্গতে

---

* অথাধারপদ্মং সুষুম্নাস্যলগ্নং ধ্বজাধো গুদোর্দ্ধং চতুঃশোণপত্রম্।
অধোবক্ত মুদ্যৎ—সুবর্ণাভবানৈর্বকারাদিমান্তৈর্যুক্তং বেদবর্ণৈঃ॥

—ষট্‌চক্র-নিরূপণম্

অর্থাৎ—মূলাধার পদ্মের স্থান—গুহ্যের ঊর্দ্ধে এবং লিঙ্গের অধোভাগে—গুহ্য ও লিঙ্গ এই উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা সুষুম্না নাড়ীর সহিত সংলগ্ন অর্থাৎ সুষুম্না নাড়ীর মুখস্থানেই উহা অবস্থিত। এই পদ্ম শোণিতবর্ণ চতুর্দ্দল-বিশিষ্ট এবং অধোমুখে বিকশিত এবং দলচতুষ্টয়ে বকারাদি বর্ণ বিন্যস্ত আছে, উহা তপ্ত সুবর্ণবৎ সমুদ্ভাসিত।

আরও আছে—

"অমুষ্মিন্ ধরায়াশ্চতুষ্কোণচক্রং।"

উপরি-উক্ত পৃথ্বীচক্রান্তর্গত ধরা-বীজ চতুর্ভুজ অর্থাৎ ইহাই পৃথ্বীতত্ত্বের আধার।

† অমুষ্মিন্ ধরায়াশ্চতুষ্কোণচক্রং সমুদ্ভাসি শূলাষ্টকৈরাবৃতন্তৎ।
লসৎ-পীতবর্ণং তড়িৎকোমলাঙ্গং তদন্তং সমাস্তে ধরায়াঃ স্ববীজং॥

—ষট্‌চক্র-নিরূপণম্

অর্থাৎ—এই মূলাধার পদ্মের মধ্যস্থলে পরম দীপ্তিমান্ চতুষ্কোণ ধরাচক্র বিরাজিত রহিয়াছে। উহা শূলাষ্টক দ্বারা পরিবৃত, পীতবর্ণ এবং বিদ্যুতের ন্যায় কোমলাঙ্গ। এই চক্রের মধ্যস্থলে পৃথ্বীবীজ 'লং' শোভা পাইতেছে।

ঘেরণ্ড-সংহিতাদিতে এইজন্য 'লং' বীজ জপের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। যথা—

"লকারেণ দ্বাত্রিংশেন দঢ়ং ভাব্যং বিবেচয়েৎ।" —ঘেরণ্ড-সংহিতা, ৪৩

ভাঙ্গতে অর্থাৎ এই ঢেউগুলির ঘনত্ব এবং তীব্রতার সাথে-সাথে পরিমিত হ'তে-হ'তে ওই ঐং ঝুনে পর্যবসিত হ'তে থাকে। তাই, এইরকম হওয়ার থেকেই ঐ-সমস্ত ব্যাপারের অভ্যুদয় হয় ব'লে নিনড় ও স্থূল জানাগুলির নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধান হ'য়ে সেই বৈশিষ্ট্যের বোধে উপনীত হওয়া যায় ব'লে বোধহয় অনেক মনীষীরা ঐ 'লং'কে পৃথ্বীবীজ ব'লে ঘোষণা করেছেন।

আর, এগুলি হ'তে থাকে—তা' বিধিমাফিক যেমন ক'রেই হোক, মেরুদণ্ডের নিম্নতম স্নায়ুজাল ও তার গ্রন্থির উত্তেজনা থেকেই। এই উত্তেজনার ভেতর-দিয়ে মেরুমজ্জার ঊর্দ্ধাধঃ ছিদ্রের তরল পদার্থ ক্রমান্দোলিত হ'য়ে তা'তে ঢেউ তুলতে-তুলতে, মস্তিষ্ক-কোষগুলির উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রেই এমনতর ঘটায়।

তারপর এই উত্তেজনা আরো হ'য়ে তা' সঞ্চরণ করতে-করতে যখন ঐ তরল পদার্থের উপর আরো ঘন তরঙ্গ তুলতে থাকে, আর এই তরঙ্গ তোলায় তারই সংঘাত ও চাপে মস্তিষ্ককোষগুলি আরও অমনতর হ'তে থাকে—তার ফলে ক্রমে-ক্রমে ভেতরকার দর্শন, চিন্তা ও ভাবেরও পরিবর্ত্তন হ'তে থাকে। তার ফলে ক্রমে যে দৃশ্যগুলি অত ঘন-সন্নিবিষ্ট রকমের হ'য়ে নানারকমারি সৃষ্টি ক'রে, কতরকম দৃশ্য, চিন্তা ও ভাব সৃষ্টি করছিল, সেগুলি ক্রমে তরল হ'তে-হ'তে একটা ঘন-তরলতার ভেতর-দিয়ে—রোদের জিলের মতন বিকিরণী নিয়ে ক্রমস্রোতে চলতে-চলতে একটা বিরাট ঐক্য রকমারি নিয়ে আসতে থাকে—আর আগের চেয়ে পাতলা লাল্‌চে-রকম মণ্ডলের আবির্ভাব হ'তে থাকে।

এই লাল মণ্ডলেরও ঐ রকম জিম-জিমানি জ্যোতি কেমনতর একটা আরও পাতলা আবরণের ভেতর যেন লুকিয়ে আছে ব'লে মনে হয়। কিন্তু এই অভিব্যক্তিগুলির চলৎশীলতা আগের চেয়ে ঢের বেশী; মনে হয়, বস্তুকণাগুলি কেমনতর ফাঁক হ'তে-হ'তে সেই ফাঁকের ভেতর-দিয়ে কতকগুলি খুব স্থিতি-স্থাপক কণা উপচে ওঠে, ঐ স্থূলকণাগুলি তা'তে সংযুক্ত ও শোষিত

হ'য়ে, একটা তরল জলীয় স্রোত-অভিব্যক্তি রকম বেরকম হ'তে-হ'তে ছুটতে-ছুটতে চলছে। আর, এই ছোটার অভিব্যক্তির ভেতর-দিয়ে ঘন ঘন দমকা 'বং' ঝুনের মতন ঝুন যেন ঐ কণাগুলিকে আমাদের স্নায়ুর ভেতর-দিয়ে নিয়তই উদ্ভিন্ন করতে-করতে ছুটছে—এই বং যেন বোবা ওঁ। *

এই সময় আমাদের বিধানগুলির ভেতর মনে হ'তে থাকে—একটা দমকা ঘোরালো শব্দ ঝোঁকে আন্দোলিত হওয়ার মতন। মনীষীরা বোধহয় এইজন্যেই ইহাকে 'স্বাধিষ্ঠান' ব'লে অভিহিত করেছেন। এখানে থেকে একটা চলৎশীলতার অভিব্যক্তি হ'তে থাকে ব'লে অনেকে একে আত্মার স্থান ব'লে থাকেন। † আর, ঐ রকম ঝুন স্নায়ু-কোষগুলি আলোড়িত ক'রে অভিব্যক্ত পদার্থগুলিকে দমকা চলনে চলাতে থাকে ব'লে এই ঝুনকো 'বং' বীজ ব'লে অভিহিত করছেন। তরল বা জলীয় অভিব্যক্তির রকমারি অমনতরভাবে হ'তে থাকে ব'লে এই 'বং'-কে বরুণ-বীজ ব'লে অভিহিত করেছেন। এও হচ্ছে মেরু-মজ্জাস্থিত নিম্নতমের কিছু উচ্চ স্নায়ুগ্রন্থি ও স্নায়ুজালের উত্তেজনা হ'তেই।

তারপর আবার এমনতর চলতে-চলতে বা তপস্যার তাপের সৃষ্টির ভেতর-দিয়ে, কোষগুলিতে তার সঞ্চারণ-উত্তেজনায় দৃশ্যগুলি থেকে একটা আলোক বিচ্ছুরণ হ'তে লাগলো, আর ভেতরকার মণ্ডলটা গলানো তরল

---

* অস্যান্তরে প্রবিলসৎ বিষদপ্রকাশমম্ভোজমণ্ডলমথো বরুণস্য তস্য।
অর্দ্ধেন্দুরূপলসিতং শরদিন্দুশুভং বংকারবীজমমলং মকারাধিরূঢ়ং॥ ১৬

—ষট্‌চক্র-নিরূপণম্

অর্থাৎ, এই স্বাধিষ্ঠান-কমলের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শুভ্রবর্ণ বরুণচক্র বা বরুণের জলজ-মণ্ডল আছে। তাহার মধ্যে নির্ম্মল, শারদীয় চন্দ্রমাবৎ শুভ্র, মকরবাহন বরুণবীজে 'বং' সংস্থিত আছে। তাই আছে—

"চতুঃষষ্ট্যা মাত্রয়া চ বং বীজেনৈব ধারয়েৎ।" —ঘেরণ্ডসংহিতা

† 'অততি' গচ্ছতি ইতি আত্মা—যিনি বা যাহা চলৎশীল। এই স্বাধিষ্ঠানভূমি হইতেই চলন্তভাবের প্রকাশ হয় বলিয়াই ইহা আত্মার স্থান নামে অভিহিত।

সোনা জমতে যাচ্ছে, তখন যেমন একটা সোনালী লালের বিচ্ছুরণ দিতে থাকে, তেমনতর বিকিরণ দিতে লাগলো, আর চারিদিক দিয়ে অগ্নিকণা যেন তাল-গোল পাকিয়ে তালে-তালে আগুন বিচ্ছুরণ করতে-করতে নানা রকমারির ধরণ ধরতে লাগলো! এই সমস্ত দৃশ্যের রং যদিও আগুনেরই মতন, তথাপি অল্প-বিস্তর কোথায়ও-কোথায়ও জ্যোতির ভেতর অন্যান্য রংও দেখতে পাওয়া যায়। আর, আমাদের বিধানের কোষগুলির ভেতরে একটা শক্ত চাপা ভাবের ভেতর-দিয়ে খুব ঘন আলোড়ন করলে যেমনতর ঘন-ঘন ক্রমাগত একরকম ঝুনের সৃষ্টি হয়, তা' যেন ঠিক, খুব তরতরে তীব্র বেদম কাঁপুনির মত ঝুনওয়ালা "রং"-ঝুনই; এই এমনতর "রং" ঝুন যেন আমাদের কোষগুলি আলোড়িত করতে-করতে, উত্তেজিত করতে-করতে চলতে থাকে। দৃশ্যগুলি এবং তার প্রতি কণাগুলিকেও যেন ঐ 'রং'-সন্দীপনে সন্দীপ্ত করতে-করতে দাউ-দাউ ক'রে জ্বলন-জ্বলুনির সৃষ্টি করতে থাকে; আর, ঐ রকম মণির মতন খণ্ড-খণ্ড নানা বিচ্ছুরণ প্রতিভাত হয় ব'লে এই স্থান অর্থাৎ কোষগুলির সাড়াশীল স্থিতি-স্থাপকতার ও মেরুমজ্জার নাভিমূল-নিকটবর্ত্তী স্নায়ুতন্ত্রী ও স্নায়ুগ্রন্থির উত্তেজনার ভেতর-দিয়ে, ওর অন্তর্নিহিত তরল পদার্থের ঐ তরঙ্গায়িত অবস্থাকে মনীষীরা মণিপুর ব'লে আখ্যা দিয়েছেন। আর বোধ হয়, ঐ-রকম আগুনে-অভিব্যক্তি হয় ব'লেই ওটাকে অগ্নিতত্ত্ব ব'লে অভিহিত করেছেন—আর ঐ 'রং'কে অগ্নিবীজ ব'লে আখ্যা দিয়েছেন। *

---

* তস্যোর্দ্ধে নাভিমূলে দশদললসিতে পূর্ণমেঘ-প্রকাশে
নীলাম্ভোজপ্রকাশৈরূপকৃতজঠরৈঃ ডাদিফান্তৈঃ সচন্দ্রৈঃ।
ধ্যায়েদ্বৈশ্বানরস্যারুণমিহিরসমং মণ্ডলং তন্ত্রিকোণং
তদ্বাহ্যে স্বস্তিকাখ্যৈস্ত্রিভিরভিলসিতং তত্র বহ্নেঃ স্ববীজং।।

অর্থাৎ—স্বাধিষ্ঠান-পদ্মের ঊর্দ্ধভাগে নাভিমূলে দশদলসমন্বিত গাঢ় মেঘবৎ নীলবর্ণযুক্ত পদ্ম আছে। ঐ পদ্মের দশদলে ক্রমান্বয়ে অনুসারযুক্ত "ড" হইতে "ফ" পর্যন্ত নীলকমলবৎ দীপ্তিশালী বর্ণ বিদ্যমান আছে। এই পদ্মের অগ্নির ত্রিকোণমণ্ডল বিদ্যমান, উহা অরুণবর্ণ এবং প্রাতঃকালীন

তারপর ঐ তাপ ও উত্তেজনার আরও বিকাশ হ'তে-হ'তে ঐ সোনালী লাল বিচ্ছুরণ, গভীর ঘন লালে পর্য্যবসিত হ'য়ে একটা লালচে আঁধার মতন ভাব আসতে থাকে। এই ভাবের সাথে-সাথে সমস্ত বিধানের ভেতর, এমন কি মায় পারিপার্শ্বিকের ভেতর-দিয়ে একটা ঝাঁকুনি দোলের মতন যেন ভেতরে আপনা-আপনি "যং" দোলে দুলছে, এই রকম মনে হয়। বিচ্ছুরণী কণাগুলি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ক্রমে মিলিয়ে যেতে থাকে—মনে হয়, আমি যেন একটা হাওয়ার আসনে ব'সে শূন্যেই দোল খাচ্ছি; আর ঐ-রকম একটা মোটা উত্তেজনা যা' ছিল, যে এতক্ষণ কোষগুলিকে বেতিয়ে-বেতিয়ে কতরকম কি করছে, সেগুলি যেন অনেকটা অবসন্ন হ'তে থাকে, আর দুনিয়াভর কেমনতর একটা নীরবতা ফুটে ওঠে।

এই নীরবতা ভেদ ক'রে, মাঝে-মাঝে লোল হাতের ছোট ঘণ্টা-ধ্বনির মতন "ক্লী ক্লীং" শব্দ মাঝে-মাঝে ঐ নীরবতা ভেদ ক'রে ফুটে উঠতে থাকে। আবার, এই উত্তেজনা যতই একটু সূক্ষ্ম রকমের হওয়া আরম্ভ হয়, ঐ 'যং' ঝুনের ভেতর-দিয়ে "ক্লীং" শব্দ আরও পরিস্ফুট হ'তে থাকে, *—মনে হয়, ঐ ক্লীং শব্দটা যেন 'যং' ঝুনের ভেতর-দিয়ে ফুটে-ফুটে বেরুচ্ছে। এই শব্দ স্পষ্টতর শব্দ—ঝোঁকের ঝুন নয়কো। যখন এই 'ক্লীং'-আলোড়ন বাড়তে

ভাস্করবৎ, ইহার বাহ্যে তিনটি দ্বার বিদ্যমান। এই ত্রিকোণমণ্ডলে বহ্নিবীজ "রং" আছে, এইরূপ ধ্যান করিতে হইবে।

* তন্মধ্যে পবনাক্ষরঞ্চ মধুরং এবং ষট্কোণবিশিষ্ট
ধ্যায়েৎ পাণিচতুষ্টয়েন লসিতং কৃষ্ণাধিরূঢ়ং পরম্। —ষট্চক্র-নিরূপণম্

অর্থাৎ—তাহার মধ্যে "যং" বীজরূপ মাধুর্য্য-বিশিষ্ট ধূম্রের ন্যায় ধূসর বর্ণ, চতুর্ভুজ কৃষ্ণসার বাহনকে ধ্যান করিবে।

এবমভ্যাসতঃ পশ্চাৎ সংসারধ্বান্তনাশনং।
ঘণ্টায়বসমঃ পশ্চাৎ ধ্বনির্মেরবোপমঃ॥ —শিব-সংহিতা
"মেঘঝর্ঝরভ্রমরীঘণ্টাকাংস্যস্ততঃ পরম্।" —ঘেরণ্ডসংহিতা

থাকে, ধরা-দেখার বা'র তবুও আছে বোধ করা যায়, এমনতর অণুগুলি যেন ঐ 'ক্লীং' শব্দে আবিষ্ট হ'য়ে, কেমনতর হ'য়ে চারিদিক্ ঘিরে ধরছে— বিধানের কোষগুলিরও অবস্থা যেন অমনতরই হ'য়ে ওঠে।

এই এমনতর অবস্থায় এইরকম ঘটে ব'লেই মনীষীরা হয়তো ইহাকে বায়ুতত্ত্ব নাম দিয়েছেন, আর ঐ স্থানের রূপকে, ঐরকম আঁধারে লাল্‌চে ব'লেই ঘোর রক্তবর্ণ ব'লে গিয়েছেন; আর 'যং' বা 'ক্লীং'কে বায়ুবীজ ব'লে অভিহিত করেছেন। আর, কোনরকম সংঘাত নেই অথচ শব্দ শোনা যায় ব'লেই এই স্থানকে অনাহত ব'লে ব'লে গিয়েছেন। *

তারপর ক্রমে-ক্রমে ঐ নীরবতা ভাঙ্গতে-ভাঙ্গতে ঐ শব্দায়িত কণাগুলিকে যেমনতর বোধ হচ্ছিল, সেগুলি চারিদিক দিয়ে ফেটে-ফেটে, ফুটে-ফুটে যা'-কিছু-সব ভ'রে কুয়াশার মতন উদ্ভেদ আরম্ভ হ'তে থাকে। আর, সেই উদ্ভেদের ভেতর-দিয়ে আকাশ ফুটতে থাকে। আকাশটা যেন কুয়াশাভরা; প্রথমে মনে হয়, জ্যোতি নেই, যেন জিল আছে; কুয়াশার কণাগুলি থেকে সন্তর্পণে জিলগুলি যেন বেরিয়ে খুবই পাতলা জিলমাখা মেঘলা-মতন বোধ

---

* তস্যোর্দ্ধে হৃদিপঙ্কজং সুললিতং বন্ধুককান্ত্যুজ্জ্বলং।
কাদ্যৈর্দ্বাদশবর্ণকৈরূপকৃতং সিন্দুরাগাঙ্কিতৈঃ॥
নাম্নানাহতসংজ্ঞকং সুরতরুং বাঞ্ছাতিরিক্তপ্রদং।
বায়োর্ম্মণ্ডলমত্রধুমসদৃশং ষট্‌কোণশোভান্বিতং॥

অর্থাৎ—মণিপুরসংজ্ঞক নাভিপদ্মের উর্দ্ধভাগে হৃৎস্থলে বন্ধূক পুষ্পবৎ সমুজ্জ্বল একটি দ্বাদশদল পদ্ম আছে। তাহাকে অনাহত পদ্ম বলে। এই পদ্মের দ্বাদশ দলে "ক" হইতে "ঠ" পর্য্যন্ত দ্বাদশটি বর্ণ আছে, ঐসকল বর্ণ সিন্দূরের ন্যায় অরুণ-বর্ণ। কল্পবৃক্ষ-সদৃশ এই অনাহত পদ্ম বাঞ্ছাতিরিক্ত ফল প্রদান করে। এই পদ্মের মধ্যে ধুম্রবর্ণ ষট্‌কোণবিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল বিরাজিত।

ন+আহত ইতি অনাহত অর্থাৎ যে শব্দ আঘাতের দ্বারা উৎপন্ন হয় না।—মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায় যে, It is due to the auto-stimulation of the auditory nerve centre in the cereburm. তাই মহাত্মা কবীর বলিয়াছেন—

"বিনা নৈনকা দেখন পেখন
বিন সরবনকা সুননা॥"

হ'তে থাকে। প্রতি পেশীকোষের ভেতর যেন একটা চলন ধাক্কার মতন বোধ হ'তে থাকে; এটা যেন একটা ঝোঁকের মতন। এই ঝোঁকটাকে 'হং' ঝোঁক বলা যেতে পারে। *

ক্রমে-ক্রমে এই ঝোঁকের ভিতর-দিয়ে ঘণ্টাধ্বনি আরও জোরালো হ'তে থাকে। মনে হয়, এই ঘণ্টাধ্বনির রেশগুলি, ঐ কুয়াশাচ্ছন্ন খুবই পাতলা মেঘলা সাদায় আবিষ্ট হ'য়ে ক্রমে যেন একটা আলোড়ন সৃষ্টি করছে। এই আলোড়নগুলি ক্রমেই ঘনতর হ'তে থাকে, আর 'হং'-এর ঝোঁক বা ঝাঁকুনিও বাড়তে থাকে।

এই ফেটে হঠাৎ দূরে একটা শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। এই শঙ্খধ্বনি এসে ঐ অবস্থায় নিঝুম ভাবটা যেন ভেঙ্গে দিতে লাগলো। আবার, এরই আগে ক্রমাগত ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় যে ঘণ্টা শোনা যাচ্ছিল, তা' ভেঙ্গে অদূরেই যেন একটা বিরাট ঘণ্টা বেজে উঠলো। এই ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গেই চিন্তা-পরম্পরার একটা যোগ হয়তো ছিঁড়েই ভেঙ্গে চুরমার হ'তে চাইল—একেই বোধ হয়, অনেকে মৃত্যুর ঘণ্টা ব'লে থাকে।

এই নিঝুম ভাবটার ভেতর-দিয়েই ঐ পাতলা মেঘলা দানাগুলি সাদা আলোক-বিচ্ছুরণ সুরু করতে লাগলো—আবার ঐ 'হং'-এর ঝোঁক উত্তেজিত এই ঢেউগুলি যে 'হ্রীং'-এর অভিব্যক্তির মতন—ঐ হং-এর চাইতে এ যেন আরও তেজালো, ঘোরালো ও ফুটন্ত। সাথে-সাথে, দমে-দমে, জ্যোতির ঝলক আসতে লাগলো।

---

* দ্বাদশ কঁবল হৃদয় কে মাঁহী,
সংগ গৌরী শিব ধ্যান লগাই।
সোহহং শব্দ তহাঁ ধুন ছাই,
গন কর জৈজৈকারা হৈ।। —কবীর

এই ঝলক এসে, ঐ আবহাওয়ার ভেতর যে একটা আবেশের ভাব জন্মে, তাকে হঠাৎ ভেঙ্গে দেয়; মনে হয়, একজন মানুষ নিঝুম হ'য়ে কি যেন ভাবছিল, তার চোখের সামনে কিংবা ডানে, বাঁয়ে, কাছে হঠাৎ কে একটা তীব্র আলোক ধরলে। এখানকার আবেশ-ভাবটা এত বেশী, ঐ আলো যদি হঠাৎ না আসতো, শঙ্খধ্বনি যদি হঠাৎ অমনি ক'রে গভীর হ'য়ে বেজে না উঠতো তবে যেন ওতে ঐ হ'য়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না।

যারা ইষ্টেতে অমনতর নিবিড়ভাবে আসক্ত, তাদের ঐ আবেশ-ভাবটা ভাঙ্গে, মাঝে-মাঝে ইষ্টমূর্ত্তির আবির্ভাবে। অমনতর জ্যোতিষ্মান স্নিগ্ধ চমকপ্রদ আবির্ভাব পেয়ে, তখন ভেতরকার চিন্তা-রকমারির অভিব্যক্তির ভেতর-দিয়ে মনে হ'তে থাকে—ঐ তিনি যেন নানা রকমে উপে-উপে অমনতরই হ'য়ে আবার ইষ্ট-আবির্ভাবে অবির্ভূত হচ্ছেন, তাঁর সন্তানকে একটা স্নেহ-উদ্দীপ্তচ্ছটাশীল তীব্র স্নিগ্ধ আলিঙ্গন দিয়ে।

আমার মনে হয়, মনীষীরা 'হং'-কে যে গগনবীজ বলেছেন, তার মানেই হচ্ছে—'হং' ঝুনের অভিব্যক্তির ভেতর-দিয়েই মানুষের মস্তিষ্কে ক্রমে-ক্রমে আকাশ ফুটতে থাকে ব'লে; আর ঐ জন্যে যে-অবস্থায় ঐ 'হং' ঝুন পাওয়া যায়, তাকে বিশুদ্ধ ব'লে আখ্যা দিয়েছেন। এই স্থানের আবহাওয়া ঐরকম কুয়াশার মতন ব'লেই এ-স্থানের রকম ধূম্র ব'লে বলেছেন। *

---

* বিশুদ্ধ্যাখ্য কণ্ঠে সরসিজমমলং ধূমধূম্রাভভাসং স্বরৈঃ সর্ব্বৈঃ শোনৈর্দ্দল-পরিলসিতৈর্দীপিতং দীপ্ত বুদ্ধেঃ।

সমাস্তে পূর্ণেন্দুপ্রথিততমনভোমণ্ডলং বৃত্তরূপং হিমচ্ছায়ানাগোপরিলসিততনোঃ শুক্লবর্ণাম্বরস্য॥

—ষট্‌চক্রনিরূপণম্

অর্থাৎ—কণ্ঠপ্রদেশে বিশুদ্ধ-সংজ্ঞক ষোড়শদল সংযুক্তপদ্ম সুশোভিত আছে। উহা ধূম্রবর্ণ এবং উহার ষোড়শদলে ক্রমান্বয়ে রক্তবর্ণ অকারাদি ষোড়শ স্বর বিদ্যমান। এই পদ্মে পূর্ণশশধরবৎ বৃত্তাকার গগনমণ্ডল বিদ্যমান আছে।

আর, এই অবস্থাগুলির ক্রম-অভিব্যক্তির ভেতর-দিয়ে পরম্পরা-হিসাবে ওতপ্রোতভাবে অবস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধানের ভেতর-দিয়ে, প্রতীতিতে এসে বোধ করা হয় ব'লে ঐ স্থানকে আজ্ঞাচক্র নাম দিয়েছেন। ঐরকম শুভ্রচ্ছটার অভিব্যক্তি হয় ব'লে ওকে শুক্লবর্ণ ব'লে অভিহিত করেছেন—আর ঐ ঝোঁককে 'হ্রীং' অভিহিত ক'রে, ওর বীজ আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। *

এই হ'তে-হ'তেই যেন দিগ্‌বলয়ের রেখাহীন একটা বিরাট প্রান্তরের অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো; আর এই প্রান্তর উপচে নানারকম তীব্র ও স্নিগ্ধ জ্যোতির ঝলক ছুটতে লাগলো—ঝলকের ফাঁক দিয়ে মাঝে-মাঝে আকাশ ফুটে উঠতে লাগলো। ক্রমেই এই আকাশ-প্রান্তর এক হ'য়ে উঠে একটা অতি সঙ্কীর্ণতার ভেতরে, আবেশ-উন্মাদনায় যেন একটা অন্ধকারময় ছিদ্রের ভেতর-দিয়ে খানিকদূরে উঠে আবার তারই চাপে যেন নীচে প'ড়ে যাচ্ছি। আবার, ঐ চাপেই একটা চিপার মতন রকম ক'রে যেন তু'লে দিতে লাগলো—আবার আকাশ ফুটে উঠলো, দমফাটা একটা সূক্ষ্ম চোঙ্গার ভেতর-দিয়ে উঠাপড়ায় চলতে-চলতে হাপসে যাওয়ার পর যেমন একটা বিস্তার পেলে সোয়াস্তি আগলে ধরে, আকাশ ফুটে সত্তার যেন তেমনতর অবস্থাই হ'য়ে উঠলো।

---

* আজ্ঞানামাম্বুজং তদ্ধিমকরসদৃশং ধ্যান ধান প্রকাশং,
হক্ষাভ্যাং কৈবলাভ্যাং পরিলসিতবপুর্নেত্রপদ্মং সুশুভ্রম্।

অর্থাৎ—ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে আজ্ঞা নামে একটি দ্বিদল-সমন্বিত পদ্ম শোভমান আছে। উহা চন্দ্রের তুল্য শ্বেতবর্ণ, যোগিগণের ধ্যানগম্য এবং অত্যন্ত শুভ্র; উহার দুইটি দলে হ, ক্ষ এই দুইটি বর্ণ বিরাজ করিতেছে।

দো দল কঁবল কণ্ঠ কে মাঁহী,
তেহি মধ বসে অবিদ্যা বাই।
হরি হর ব্রহ্মা চঁবর দুলাই,
শৃঙ্গ নাম উচ্চারা হৈ।। —কবীর

এইটাকেই বোধ হয় সন্তরা বঙ্কনাল ব'লে থাকেন। *

কিন্তু অন্তঃকরণে একটা আকূল ইষ্টটানের গুমরানি থাকার দরুণ সত্তাটা বেহুঁশ হ'তে পাচ্ছে না। আর, এর ভেতর-দিয়েই মাঝে-মাঝে তন্দ্রার আবেশ ভাঙ্গার মতন খোলের চাঁটী আসা সুরু ক'রে দিলে; এই আসতে না আসতেই মন্দ-মন্দ জিলিক-ঝলকানি সুরু ক'রে দিলে। জিলিক-ঝলকানি ক্রমেই ভীষণতর হ'য়ে উঠতে লাগলো; আর নানারকম এৎফাকি বোল দিয়ে খোলের বাজনা সুরু ক'রে দিলে। আর, এই বাজনার ভেতর-দিয়েই যেন এই খোলেরই একরকম অভিব্যক্তি "গুড়্-গুড়্-গুড়ুম"—যেন খুব বেশী দূরে নয়—খোলের ভেতর-দিয়ে কোন বাজিয়ে-হাতের কায়দায় ছোটখাট মেঘগর্জ্জনের অভিব্যক্তি করছে।

ঐ বাজনা আস্তে-আস্তে দামামার শব্দের অনুরূপ হ'তে থাকে। ঐ বাজনার ধাক্কা যেন সত্তায় লেগে কেমনতর একটা রঙিন স্ফূর্ত্তির সৃষ্টি করছে। আর, এর ভেতর-দিয়েই দুধের কণার মতন জ্যোতিষ্মান্ কণাগুলি ফাগুনে-হামালের মতন চারিদিকে বইতে শুরু ক'রে দেয়।

তারপর এইগুলির জোর যতই আরম্ভ হয়, আর এই কণাচলনার জমায়েত জ্যোতির ধূলিমাখা ঘূর্ণাবাতাসের মতন ঘূর্ণা সৃষ্টি করতে থাকে। মৃদঙ্গের রকমটা আস্তে-আস্তে স'রে গিয়ে ঝমকে-ঝমকে ঐ মেঘের গড়্‌গড়ানির ভাব পরিস্ফুট হ'তে থাকে—যেন মনে হয়, কত বজ্র যা'-কিছু-সব ঝলসে দিয়ে সত্তাকে এখনই নিপাত করতে কড়্-কড়্, কড়্-কড়্-কড়াৎ

---

* তা মধ করতা নিরখো সোই,
বংকনাল ধঁস পারা হৈ।
ডাকিনী শাকিনী বহু কিলকারে,
জম কিঙ্কর ধম দুত হঁকারে।
সত্ত নাম সুন ভাগে সারে,
সৎগুরু নাম উচারা হৈ।

শব্দের সব বিদীর্ণ ক'রে ধূলি-কণায় পর্য্যবসিত ক'রে দিল। * ঐ শব্দ যেন আকাশ-পাতাল ফাটিয়ে একটা বিরাট সদ্যোবিধ্বংসী ভূমিকম্পের সৃষ্টি ক'রে ফেললো! কণাগুলির জমায়েত জেল্লা, জ্যোতিষ্ক সৃষ্টি করতে-করতে বিরাট ঘূর্ণায় নৃত্য করতে-করতে ছুটছে! ঘূর্ণায় তোড়ে বম্-বম্ ক'রে কত যেন অজচ্ছল ভল্কা উঠছে; সাথে-সাথে গলিত ধাতুর বৃষ্টির মতন আগ্নেয়-পর্ব্বত-ফাটা গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দে সব যেন ছারখার ক'রে দিল। †

এই হ'তে-হ'তেই—এইগুলির জোর এত আরম্ভ হ'য়ে ওঠে, বিশ্ব-দুনিয়াময় ঝাঁকে-ঝাঁকে পাকে-পাকে সেগুলির আবর্ত্তন আরম্ভ হ'তে থাকে; তখন একটা বিরাট, সবগুলি কাঁপিয়ে কেমন বম্-বম্ ববম্-ববম্ শব্দ আরম্ভ হ'তে থাকে। এই শব্দ যেন প্রতিকণাগুলিকে আবিষ্ট ক'রে ঘূর্ণার চলনকে চটিয়ে দিক্‌বিদিক-হারা দিগন্তকে অনুসিক্ত ক'রে তোলে। তারপর এর একটা বিরাট তীব্রতা এসে, এমনতর সব যেন নিঝুম হ'য়ে যায়—মনে হয়, সেখানে যেন আলোও নেই, অন্ধকারও নেই।

তারপর বিরাট সত্তা-বিলয়ী আকাশের প্রতীতি আসতে থাকে; আর, ভেতর-দিয়ে দূরে যেন একটা মৌমাছির ঝাঁক চলছে, এইরকম ধারণা হ'তে থাকে।

এই হ'তে-হ'তেই কেমনতর চেতনাকে উচ্ছল ক'রে, দিকহারা পূর্ব আকাশে ডগমগ-করা লাল সূর্য্যের অভ্যুত্থান হ'তে থাকে। লালিমা-গোলাপী রশ্মিজাল প্রাণ-মাতানো "ওঁ" শব্দ বিকিরণ করতে-করতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত

---

* ব্রহ্মাণ্ড-বিদারণকারী কঠিন বজ্রনিনাদে নভোমণ্ডলকে তুমুল করিয়া ফেলিয়াছে * * মেঘসমূহের গভীর গড়্ গড়্ শব্দে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

—যোগবাশিষ্ঠ, নির্ব্বাণ-প্রকরণ, উত্তরভাগ, ৭৬ সর্গ

বহ্নিশিখারূপ উজ্জ্বলকেশধারিণী দিক্‌সকল ভম্ ভম্ ইত্যাকার ভীষণ শব্দে ইতস্ততঃ ভস্মনিচয় নিক্ষেপ করতঃ ধূলিক্রীড়ারতা কুরাক্ষসীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। * * * জগদ্ব্যাপী বহ্নিশিখাসমূহ ধক্-ধক্ শব্দে রক্তবস্ত্রের চতুর্দ্দিক আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল।

'যোগবাশিষ্ঠ নির্ব্বাণ-প্রকরণ, উত্তরভাগ, মহাকল্পান্তাগ্নি বর্ণন'—পণ্ডিত শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন কৃত বঙ্গানুবাদ

হ'তে থাকে। * তখনকার যা'-কিছু সারা বিশ্ব সব যেন ঐ "ওঁ"-এ অনুপ্রাণিত হ'য়ে, ছন্দ-দোলায় দুলতে দুলতে চলতে থাকে—সত্তার প্রত্যেকটি কোষ যেন ওই "ওঁ"-এ আবিষ্ট হ'য়ে, ঐ ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে ঐক্যগানের একটা পরম রাগিণী আরম্ভ ক'রে দেয়। গোলাপী আভাগুলি যেন প্রত্যেকটি কোষ-প্রকোষে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে, ঐ রঞ্জনে অনুপ্রাণিত ক'রে তোলে—মনে হয়, একটা সন্দীপনশীল চেতন-উদ্দীপ্ত ছন্দোময়ী "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

সূর্য্য ফেটে ঐ উপাদানে গড়া ইষ্টদেবতা জ্যোতিষ্মান-সন্দীপ্তির। সাথে যেন তাঁর প্রাণময়ী পদ্মহস্তে তাঁর ভক্তকে স্পর্শ ক'রে আগলে ধরলেন। তাঁর এবং ভক্তের একটা আকুল চাউনি-মিলনে, কেমনতর বোধ-ঘন মূককরা অন্তর-উদ্দীপ্তির সাথে যেন সব নিঝুম হ'য়ে এল। একেই বোধ হয় সন্তরা 'ত্রিকূটী' ব'লে আখ্যা দিয়েছেন। আর এর পূর্ব্ববর্ণিত যে প্রান্তরীভূত অবস্থার

---

* ত্রিকুটি মহল মে বিদ্যা সারা,
ঘনহর গরজে বজে নগারা।
লাল বরণ সূরজ উঁজিয়ারা,
চতুর কঁবল মঁঝার শব্দ ওঁকারা হৈ।। —কবীর

আমি হই বিকাশ আবার।
মম শক্তি প্রথম বিকার
আদি বাণী প্রণব ওঙ্কার
বাজে মহাশূন্য পথে
অনন্ত আকাশ শোনে মহানাদধ্বনি,
ত্যজে নিদ্রা কারণমণ্ডলী,
পায় নব প্রাণ অনন্ত অনন্ত পরমাণু। —স্বামী বিবেকানন্দ

কথা বলা হয়েছে, তাকে বোধ হয় সন্তরা সহস্রদল কমল ব'লে আখ্যা দিয়েছেন। *

তারপর নিঝুম আবেশ ভাঙ্গতে সুরু করলে। ঐ আবেশ ভাঙ্গার সাথে সাথেই একটা জ্যোতিমাথা জলীয় তরল পারা যদি খুব পাতলা হ'তো, তেমনি ঝলকওয়ালা সীমা-সাড়াহীন বিরাট সরোবরের মতন ফুটে উঠতে লাগলো †—তার উপর দিয়ে, উবে যাওয়ার মতন কণাগুলি আরও চিক্কণ হ'য়ে—ঝলক্ বিকিরণ করতে করতে একটার পাশে আর একটা, ঘুরে ঘুরে উঠতে-নামতে লাগলো। আর এই বিচ্ছিন্ন জ্যোতিষ্মান কণার নাচনের এক এক ঝাঁক, মাঝে-মাঝে ঝপ ক'রে বিচ্ছিন্নতার ভেতরও একই তালে, ঢেউ খেলার দোলের মতন দোল দিয়ে, ঝাঁকি মেরে উঠতে লাগলো। কণার ঝাঁকে প্রত্যেক ঝাঁকের দোলের ভেতর দিয়ে এক অভিনব বিচ্ছুরণ-নাচুনি হ'তে লাগলো। আবার ঐগুলি, নানারকমে নানান ধাঁজে সংহত হ'য়ে, রকমারি রং-বেরঙের জ্যোতি-বিচ্ছুরণের ভেতর-দিয়ে কোথায়-কোথায়ও নানারকম দানা বাঁধতে সুরু ক'রে দিলে। দানা বাঁধতে বাঁধতে, একটা নিবিড় বড় জমাট বেঁধে উঠতে উঠতেই কোথায়ও ভাঙতে সুরু করলে, আবার কোথায়ও জমতে

---

* ঘণ্টা শঙ্খ সুনো ধুন দোই,
সহস কঁবল দল জগ-মগ হোই। —কবীর

তদূর্দ্ধে শাঙ্খন্যা নিবসতি শিখরে শূন্য দেশে প্রকাশম্
বিসর্গাধঃ পদ্মং দশশতদলকম্ পূর্ণপূর্ণেন্দুশুভ্রম্॥
অধোবক্ত্রংকান্তং তরুণরবিকলাকান্তকিঞ্জকম্কপুঞ্জম্
ললাটদ্যৈব্বর্ণৈঃ প্রবিলসিতবপুঃ কেবলানিন্দরূপম্॥

† সাধ সোই জিন যহ গড় লীহ্না,
নৌ দরবাজে পরগট চীহ্না,
দশবাঁ জার খোল জিন-দীহ্না,
জহাঁ কুলুপ রড়া মারা হৈ॥
আগে শ্বেত শূন্য হৈ ভাই,
মান সরোবর পৈঠি অহ্নাই॥ —কবীর

সুরু করলে। এখানে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—জমে, ভাঙ্গে, কিন্তু ধাক্কা-ধাক্কি নেইকো।

এমনি হ'তে-হ'তে সমস্ত আকাশটা যেন বিচ্ছিন্ন অথচ ঠাসা জ্যোতিষ্কে ভ'রে উঠতে লাগলো। এইগুলির ভেতর-দিয়েই, থিয়েটার-যাত্রায় যেমন করতাল বাজায়—"চক চক চকাচক" ইত্যাদি ঘন ধীর মনোমুগ্ধকর শব্দ হ'তে লাগলো। ঐ শব্দের তালেই যেন ওরা ঐরকম নাচছে, দুলছে, জমাট বাঁধছে, বিচ্ছিন্ন হচ্ছে; মনে হয়, একটা বিরাট জ্যোতির্ম্ময়—যেন একখানা চাদর পাতা আছে, আর, ঐ চাদরের উপর ঐগুলি কতরকমে কত ভঙ্গীতে কেমন নাচুনি নাচছে। এর ভেতর-দিয়ে কত রকমারির যে সৃষ্টি হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

সেই সাথে-সাথে ওদেরই কণা হ'য়ে, একটা যেন প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার ভেতরে সমাহিত আবেশ-নৃত্যে নেচে-নেচে কত রকমারির বিচ্ছুরণ করছে, প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেককে বোধ করছে—সে যেন বাহিরে থেকেও তার ভেতরই, এমনতর টান-প্রখর অভিব্যক্তি। এই জন্যেই বোধ হয় এখানকার চেতায়িত জমায়েত সত্তাকে মনীষীরা 'হংস' ব'লে থাকেন। *

আমার এই সত্তাটাও একটা কামমত্ত মদির নেশায় অমনতরই নাচছে—এই নাচনের দোল ও ঝমক যতই বাড়তে সুরু করলে, ঐ খরতালের মতন বাজনাটাও অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়ে, বেহালা বা সারঙ্গির মতন অর্থাৎ খুব ভাল তোঁয়াল তারের যন্ত্রের মতন বাজনা হ'তে আরম্ভ হ'লো।

---

* হংসন মিলি হংসা হোই জাই।
মিলৈ জো অসী অহারা হৈ॥
কিংগরী সারংগ বজৈ সিতারা।
অক্ষর ব্রহ্ম শূন্য দরবারা॥
দ্বাদশ ভানু হংস উঁজিয়ারা।
ষট্‌দল কঁবল মঁঝার শব্দ ররংকারা হৈ॥ —কবীর

এই বাজনায় ওইগুলির যেন উঠা-পড়া-নাচুনি ক'মে গিয়ে, দোলায়মান নাচুনি চলতে লাগলো। এই বাজনার কি যে আজগুবি রকম, তার আর ইয়ত্তা নেইকো। কোথায়ও যেন বেতাল নাই, কোথায়ও যেন ছন্দ-ভাঙ্গা নাই। এই হ'তে-হ'তে এই সমস্তগুলি যেন কেমনতর একটা মোড় দিয়ে বিরাট গভীর নীল আকাশের আবির্ভাব ক'রে, জ্যোতির কণা জ'মে, সেই আকাশে লাখো-লাখো চাঁদের উদ্ভব হ'তে লাগলো; আর, প্রত্যেকের ভেতর ঐ আবেগ-আসক্তির লালিমা-লীলার আকূল-আকর্ষণে যেন কেঁপে কেঁপে, দুলে-দুলে, নাচন-ভঙ্গিমায় একটা চলন সুরু হ'তে লাগলো। এই চলনে বোধ হ'তে লাগলো, এক একটার পাশে রাশি-রাশি চাঁদ জ'মে দোল খেতে-খেতে আবার স'রে গিয়ে অন্য রকমে রঙ্গিল-বাহারে অন্য রকম স্তূপের অভিব্যক্তি হ'তে লাগলো। তারপরে হঠাৎ, যেমন ধ্রুব-নক্ষত্রকে কেন্দ্র ক'রে গ্রহ-নক্ষত্ররাজি ঘুরছে—এমনতর রকম দিয়ে মাধ্য-টানের উল্লম্ফনে সবগুলি উপে গিয়ে, একটা বড় চাঁদ সৃষ্টি ক'রে ফেললে! কণাগুলি সাথে-সাথে এমনতরভাবে সেজে দাঁড়ালো, যেন আকাশ-বেয়ে গুচ্ছে-গুচ্ছে তার রশ্মিধার সমস্ত দ্যুলোককে ছেয়ে ফেলে, আমার সত্তাকে একটা চুমো দিয়ে, বেভুল-আবেশে আকর্ষণ করছে—মনে হচ্ছে, আমি যেন ওরই ওই, অথচ আলাহিদা। এই সময় ঐ সারঙ্গ বা বেহালার বাজনার সাথে মাঝে-মাঝে ঘুম-ভাঙ্গানো চমক-দেওয়া শব্দের মতন পাগল-করা খরতালের আওয়াজ—এমনতর যেন অত্যন্ত কড়া কম্পন-তরতরে 'র-রং'-মুখর শব্দ—সমস্ত সত্তার সহিত সবগুলিকে উদ্দাম-আবেশে বিহ্বল ক'রে তুলছে। অন্তরের একটা আকুল আবেগ, যেন তা' ধরা-ছোঁওয়া যায়, এমনতর সুখ-বেঘোরে যেন ঐ দিকে নুয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে, ঐ চাঁদিমার অভ্যন্তরটা ঝুঁকে আমারই ইষ্ট-দেবতা রং-কার-মুখর হ'য়ে, আবেগ-উদ্দীপনা-অবশতায় আমাকে আগলে ধরলেন।

এই রকমটার ভেতর দিয়েই সব যেন অবশ হ'য়ে উঠলো—সব যেন নুনে জল পড়ার মতন গ'লে একটা অন্ধকারে পরিণত হ'তে লাগলো। চেতনা

কেমনতর যেন একটা অন্তর-ঝোঁকা হ'য়ে, ঐ যেন ছোঁয়া যায়, এমনতর অন্ধকারের ভেতরে সত্তার মধ্যে ডুবে যেতে লাগলো।

এই, এ ডুবে যাওয়া যেন একটা বিরাট গভীর ও বধির অন্ধকার ভেদ ক'রে ছোটার মতন—তার থলকুল নেই, পার নেই—ভেতরের সংবেগটাই যেন চলছে; সত্তার চল-অচল ব'লে কিছু আছে কি না কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আরও একটু বললে বলতে হয়, গভীর ইষ্ট-আনতি ঐ উপাদান-মজ্জিত র-রং-কারের ইষ্ট-আলিঙ্গনে নিবিড় হ'য়ে নিঝুম হ'তে লাগলো। যতই এই নিঝুমভাব বাড়তে লাগলো, আভ্যন্তরীণ ঐ আবেগ-আনতিও ক্রমে-ক্রমে জমাট বাঁধতে লাগলো। রংকার-মজ্জিত ঐ ইষ্ট-আবেগ-আনতি আন্তরিণ সহসম্বেগে যতই আঁকড়ে ধরতে লাগলো, বাহ্যিক বিকাশ ততই নিভে গিয়ে, গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠতে লাগলো—যেন আঁধার-ঘেরা সত্তা-অনুপ্রবিষ্ট অন্ধকারের পাক হ'তে সুরু ক'রে দিলে আর চমকা ভয় হ'লে যেমনতর শিহরণ হয়, ভেতরটা যেন তেমনতর শিহরণের ভেতর দিয়ে আরও ক্রম-নিবিড়তার দিকে ঝুঁকতে লাগলো—পূর্ব্বের যা'-কিছু এমনি ক'রেই আঁধার-মণ্ডলের ভেতর গায়েব হ'তে লাগলো।

তারপর ক্রমে ক্রমে যতই এই নিবিড়তা বাড়তে লাগলো, ততই ভীতিবিহ্বল কুঁচকে-যাওয়া পাংশু-কালিমা সত্তাকে যেন নিরেট ক'রে দিতে থাকলো; ভীতি-চমক—তারি ফলে আরও নিবিড়-সংকোচ, ওতপ্রোতভাবে এমনতর ঘটতে থাকলো। লাখ সাপ, লাখ কুমীর, লাখ বাঘ, লাখ সিংহ যদি পরপর ঝাঁকে-ঝাঁকে কোন সত্তাকে আক্রমণ করতে থাকে, তার ফলে সত্তার যেমনতর অবস্থা হয়, ওগুলির অভিব্যক্তি না-হ'য়েও সত্তার আভ্যন্তরিক অবস্থা তেমনতর হওয়ার ভেতর-দিয়ে নিরেট হতে সুরু ক'রে দিলে।

এখানে যেন একটা নিরেট ভীতি নিবিড় সত্তাকে নিয়ে কুণ্ডলী জ'মে উঠলো। ঐ নিরেট অবস্থা আর আন্তরিক চাপ এত হ'তে লাগলো যাতে নাকি সত্তা ঐ চাপে আবার ঐ বেঘোর অবস্থা থেকে একটু একটু ক'রে

শিথিলতর হ'তে সুরু করলে। অতি কঠোর, অতি কঠিন আড়ষ্ট চাপই যেন নিজেকেই নিজে অপসারণ করতে লাগলো। *

যখন এই এমনতর গভীর নিরেট অবস্থা এসে হাজির হ'লো, আঁধার-বোধও যেন তখন অন্ধকার-ভরা হ'য়ে উঠছিল। ঐ অপসারণতার প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার যেন বোধায়িত হ'য়ে গভীর আকারে প্রতীয়মান হ'তে লাগলো; সাথে সাথে সত্তাসম্বেগেও মাথা তোলা দিতে সুরু করলে। এই রকমে ঐ নিবিড়—যেন ধরা-ছোঁয়া যায়, এমনতর অন্ধকার নিয়ে সত্তার সঙ্গমে যেন একটা চেতায়িত অন্ধকার-কুণ্ডলীর অভ্যুত্থান হ'য়ে উঠতে লাগলো।

এই সময়ে ঐ ভীতি-কঠোর নিবিড় সংকোচতার পূর্ব্ব হ'তে, যেমনতর সত্তায় রকমের সৃষ্টি হয়েছিল অনেকটা অমনতর-রই ভেতর-দিয়ে, আশার আলোকের মতন স্ফূর্ত্তির বিচ্ছুরণ হ'তে লাগলো। আর, এর সাথে সাথে সত্তার সম্বেগও অনেকখানি তরল চেতনায় ফুল্ল হ'য়ে উঠতে লাগলো।

এইরকম যতই বাড়তে লাগলো, দূরে তরতরে বাঁশীর আওয়াজ আস্তে আস্তে মাঝে মাঝে ভেসে আসতে লাগলো; আওয়াজের রকমে বোধ হ'তে লাগলো—আওয়াজটাই যেন সত্তা। আর এমনি করতে করতে অন্ধকারের নিবিড়তাও কমতে সুরু করলে; বোধ হ'তে লাগলো, বাঁশীর মাঝে মাঝে দমকা দোদুল-আওয়াজের সাথে সত্তা যেন এক হ'য়ে দোল খাচ্ছে।

---

* মহাশূন্য সিংধ বিষমো ঘাটী॥
বিন সতগুরু পাবৈ নহি বাটী॥
ব্যাঘর সিংধ সরপ বহু কাটী।
সহজ অচিংত পসারা হৈ॥ —কবীর

তখন থেকেই ঐ অন্ধকার ফুটে মাঝে-মাঝে এক-এক গুচ্ছ দীপ-দীপ্তি ফুটে উঠতে লাগলো। তা'তে বোধ হ'তে লাগলো—সত্তাই যেন অমনতর হ'য়ে ফুটে উঠছে। এই ফুটে-ওঠা ক্রমে আরো-আরো হ'তে লাগলো, আর তার বিকাশও নানা রং-বেরঙের, নানা দীপ্তির হ'তে সুরু ক'রে দিলে। এমনি রকম হ'তে-হ'তে সমস্ত অন্ধকারকে পেছনে অবশ ক'রে রেখে, একটা বিরাট গাঢ় শ্যাম আকাশের অভ্যুদয় হ'য়ে উঠলো—আর অবশ অন্ধকারের দিকহারা বলয়টুকু যেন দিগন্তের পীতচ্ছায়ার মতন ফুটে উঠলো।

মাঝে-মাঝে আঁধার ফুড়ে অজচ্ছলভাবে সমসত্তার আবহাওয়ায় জ্যোতি-তরঙ্গের অভ্যুদয় হচ্ছিল। সেগুলি এক-একটা বিরাট দীপ্তিমাখা পিণ্ডের মতন ক্রমে প্রতিভাত হ'তে লাগলো; সবগুলি নিয়ে যেন একটা তরঙ্গায়িত মহাদীপ্তিময়ী বিচ্ছিন্ন অথচ ঐক্যনিবদ্ধ দোলদোলানি দোলের ঝুলনের অভিব্যক্তি হ'য়ে ফুটে উঠতে লাগলো। * বাঁশীর আওয়াজ ক্রমেই মন্থর-ঘন প্লাবনের মতন প্রতি সত্তা-বিজড়িত ঐক্য-অনুপ্রাণনে ছন্দ-বিলোল, দীপ্তি-নাচনের মতন বোধ হ'তে লাগলো। ক্রমেই ঘন হ'তে লাগলো ঐ সুর; সুরের তরতরে গভীর আকর্ষণ যা'-কিছু প্রত্যেককে স্ব-সত্তায় একত্ববোধ-উদ্দীপনায় কেন্দ্রানুগ ক'রে তুলতে লাগলো। প্রত্যেক অভিব্যক্তির ভেতর-দিয়ে একটা বোধ-উদ্দীপনার মতন "সোহহং-সোহহং" লীলায়িত উন্মাদনা চলতে সুরু ক'রে দিলে। বিচ্ছিন্ন অস্তি-সত্তা বিচ্ছিন্ন থেকেও যেন স্ব-আত্মিক এক সত্তায় অনুপ্রাণনে অনুপ্রাণিত হ'য়ে রইল। সুর আরো ঘন, আরো চিক্কণ, আরো তীব্র, আরো-আরো ছন্দায়িত বোধ হ'তে লাগলো—যেন সব যা'-

---

* সহস অঠাসী দীপ রচায়ে।
হীরে পন্নে মহল জড়ায়ে॥
মুরলী বজত অখণ্ড সদায়ে।
তহঁ সোহহং ঝন্‌কারা হৈ॥ —কবীর

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কিছুর ভেতরে একটা দক্ষ-ঘন পিকলু বাঁশীর সুর প্রাণনসত্তার-চ্ছটা-নাচুনিতে নাচছে।

আগে যেমন বলেছি—প্রতি-প্রত্যেকের ভেতর একটা আকুল সম্বেগে, প্রতি-প্রত্যেক প্রতি-প্রত্যেককে স্ব-সত্তায় অনুভব করছে, যার ফলে তাদিগকে হংস বলা যায়, এখানে যেন ঠিক তার উল্টো; প্রতি-প্রত্যেকের ভেতর-দিয়ে প্রতি-প্রত্যেক সেই একই সত্তাকে নিজের সত্তায় অনুভব করছে—আর, এদের প্রাণন-নাচুনি যেন ঐ তরঙ্গায়িত বাঁশীর সুর।

বাঁশীর সুর ক্রমেই গভীর হ'য়ে উঠলো! গভীরতার সহিত কেন্দ্রানুগ টানও আরো হ'তে আরোতর হ'য়ে উঠতে লাগলো; হঠাৎ এমন তালে এসে উপস্থিত হ'লো—যা'-কিছু সবকে বিলোল ক'রে, গাঢ়-শ্যাম কিনারাহারা আকাশের ভেতরে লাখো রশ্মির লাখো তরঙ্গের পর্য্যাপ্ত ভঙ্গিমায় অশেষ ও অগাধ বিস্তারণে, ঠিক মাঝখান থেকে একটু হেলানো রকমে একটা দহন-স্নিগ্ধ সূর্য্যের আবির্ভাব হয়ে উঠলো।

বাঁশীর কিন্তু বিরাম নেই—চলছেই নানা অবস্থার ভেতর-দিয়ে নানা রাগ-ভঙ্গিমায়—তার অসীম আকর্ষণী সুর-উৎসারণে। অজস্র অজচ্ছল রশ্মিজাল ঐ সোহহং-তরঙ্গায়িত সূর্য্য হ'তে সোহহং-বিকিরণীর আকূল আকৃতি-আকর্ষণে উধাও ছুটতে লাগলো। সত্তা দাঁড়ালো বিলোল-বিহ্বল সোহহং-আকৃতি নিয়ে; তারই মাঝখানে স্ব-সত্তার সোহহং ইষ্ট-আলিঙ্গন গ্রহণের তরঙ্গায়িত স্থির রশ্মিজালের ভেতর-দিয়ে, পরস্পরের আলিঙ্গনে একটা বিলোল-বিহ্বল উন্মাদনায় নিথর-স্তব্ধ চলন আরম্ভ হ'লো। বাঁশীর সুর তখন ক্রমশঃ নিথর-সংবেদনে অবসন্ন হ'তে-হ'তে ক্রমে ধীর মন্থরতার সহিত একটা স্ব-অস্তি-বিলোলী তরঙ্গের মতন চলতে লাগলো।

এই চলনের ভেতর-দিয়েই ক্রমে ক্রমে নিথর অথচ আড়ষ্টহীন উন্মাদনার অজচ্ছল গতি আরম্ভ হ'য়ে চলতে লাগলো; জ্যোতির ঝলক অজচ্ছলভাবে প্রত্যেক রশ্মিতে যেন অবশ-পর্য্যাপ্ততায় উদ্ভাসিত হ'তে লাগলো; নানারকম স্তবকে-স্তবকে গন্ধ এসে যেন সত্তাকে উৎফুল্ল গন্ধায়িত

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

করতে লাগলো—সে এক ঝিরঝিরে এমন স্নিগ্ধ, এমন সুন্দর, এমন আনন্দ-আন্দোলায়িত, তা' বোধ ছাড়া বলাই যেন বহুত খাঁকতি এনে দেয়। * এই গতিশীল মন্থরতার ভেতর-দিয়েই সত্তার ভেতরে 'সৎ সৎ' ঝোঁকের উদ্দীপ্তি হ'তে-হ'তে চলতে লাগলো—আর, এই সঙ্গে-সঙ্গে ওই বাঁশীর আওয়াজ মন্দ হ'তে-হ'তে বীণার আওয়াজে পর্য্যবসিত হ'তে লাগলো। এই বীণার আওয়াজের প্রত্যেক সৎ-মূর্চ্ছনার ভেতর-দিয়ে একটা আন্দোলায়িত ঝঙ্কার ছুটতে লাগলো—প্রত্যেক সত্তাই যেন এখানে সৎ-এ স্বস্থ, তথাপি একটা অন্তর্নিহিত কেন্দ্রানুগ টানে উত্তেজনাহীন অথচ উদ্দীপ্ত গতিতে প্রতি-প্রত্যেকে আকৃষ্ট,—বোধে আসে যেন উত্তালহারা চেতনাই এখানকার সত্তা।

বীণার ঝঙ্কারেও এখানে যেন উত্তালতা নেই অথচ উন্মাদনা আছে, আর এই উন্মাদনাই সত্তাকে স্বস্থ ক'রে কেন্দ্রানুগ ক'রে তুলেছে। এই কেন্দ্রানুগতার ভেতর-দিয়ে বাস্তবতা অন্তর-অনুরাগ-মুখর হ'য়ে, ধারণার উচ্ছলতায় আবেশ-উদ্দীপ্ত হ'তে লাগলো—যেন স্বপ্নে স্বপ্ন দেখার মত।

এমনি হ'তে-হ'তে এমনতর আবেগ ও উন্মাদনার ভেতর-দিয়ে ইষ্ট-পুরুষ সব সত্তা সার্থক ক'রে, যেমনভাবে যেমন ক'রে তাঁর সেই সত্তা, তার প্রতি-প্রত্যেকটি যেন লাখ-কোটি সূর্য্যের রশ্মিজালে অদ্ভুত উন্মাদনা বিকিরণ করতে-করতে সব-যা'-কিছু উদ্ভাসিত ক'রে, বিলোল ও আকূল টানে প্রতি-

---

* উঠত সুগন্ধ মহা অধিকাই।
জাকো বার ন পারা হৈ॥
ষোড়শ ভানু হংস কো রূপা।
বীণা সৎ ধুন বজৈ অনুপা॥
হংসা করে চঁচর সির ভূপা।
সত্ত পুরুষ দরবারা হৈ॥ —কবীর

প্রত্যেক যা’-কিছু ধারণাকে অজচ্ছল ক’রে তুলে, নিথর অবশ অজচ্ছল বেগে, একটা অজচ্ছল চলনায় নিয়োজিত ক’রে দিল। * গতি যেন বাধা-শূন্য-সম্বেগে গতির পথেই ছুটতে লাগলো—একটা স্পন্দিত সম্বেগ-উদ্দীপনার ভেতর-দিয়ে।

এর আগ পর্য্যন্ত বোধকে যতটুকু সম্ভব অতি অকিঞ্চিৎকর ভাষা দিয়েও বলেছি, কিন্তু এখন যা’ বলছি, এগুলি যেন বলবার ঝোঁকেই বলা হচ্ছে; বোধকে উসকে নিয়ে ভাষায় ব্যক্ত ক’রে বলতে ভাষা তার নাগালই পেয়ে ওঠে না। কিন্তু তথাপি বোধ, তার ঝোঁক-ঝঙ্কারের সম্পদ নিয়ে সেই প্রাণন-সম্বেগে বোধ-প্রবল মূকতা নিয়ে চলছে।

এই চলনের সাথে-সাথে যা’-কিছু ধারণা ধাঁধিয়ে অজচ্ছল জ্যোতির ঝলক এমনতরভাবে ফুটে উঠতে লাগলো, যা’তে নাকি দৃষ্টি-বোধকেও যেন বিহ্বল ক’রে তুললে; অনুস্যূত অঢেল অবশ শব্দবোধ যেন স্পন্দন-শরীরী হ’য়ে একটা অমৃত-উপভোগ-প্রতীতি মাত্র নিয়ে চলতে লাগলো—সবগুলির যা’-কিছু ধারণা স্পন্দন-উদ্বেগের ভেতর-দিয়েই যেন হ’তে লাগলো। এমনি ক’রে একটা নির্ব্বাধ অথচ ঘোরালো রকমে ঘনতরঙ্গের মতন চারিদিকে ঢেউ উঠে ঢেউগুলি যদি পরস্পর এক দিকেই যায়, ঢেউগুলির অবস্থা ঐ কেন্দ্রীভূত হ’তে যেমনতর হ’য়ে থাকে, অনেকটা যেন তেমনতরই হ’তে লাগলো। ঐ স্পন্দনের অসীম-চলনের অলখ-রকমের চলা বোধের পথে দৃশ্য-বিহ্বল ব্যস্ততার মতন; তখনই ঐ কেন্দ্র হ’তেই যেন একটা স্পন্দিত ব্যস্ত ইষ্টপুরুষের অভ্যুদয় হ’য়ে তা’তে স্পন্দন-প্রবল তরঙ্গগুলি যেমন চারিদিক হ’তে এসে উল্লম্ফনের সহিত কেন্দ্রে নিমজ্জিত হয়, তেমনতর রকমেই একটা

---

* কোটিন ভানু উদয় জো হোই।
এতে হো পুন চঁদ লখাই॥
পুরুষ রোম সম এক ন হোই।
এসা পুরুষ দীদারা হৈ॥ —কবীর

নিমজ্জন সুরু হ'ল। এই নিমজ্জনটা ঘন স্পন্দন-মুখর আন্দোলিত ঢেউ-এর চলায়মান বাধার মতন। এই বাধার থেকে গতিটা যেন অগমে * পর্য্যবসিত হ'লো; কারণ, চারিদিকের ঐ স্পন্দিত তরঙ্গ-বৃত্ত ক্রম-পরম্পরায় এক কেন্দ্রে এসে পৌঁছুলে যেমন স্পন্দন-তরঙ্গের গতি রুদ্ধ হ'য়ে আভ্যন্তরীণ সেই কেন্দ্রস্থান ওঠা-নামা করে, যেন এমনতরই, আর তাই।

কিন্তু কেন্দ্রানুগ আন্তরিক আন্দোলন-চলন তখনও চলছিল। এখানেও জ্যোতির বোধ আরো অজচ্ছল হ'য়ে নিঝুম-অস্পষ্টতায় ক্রমে-ক্রমে একটা নিরেট নীরবতায় পরিণতি হ'তে লাগলো। স্পন্দায়িত বোধ, তরঙ্গায়িত চলন একটা চেতন-সুপ্তিতে যেন নিথরতায় নিরেট হ'য়ে উঠতে থাকলো; নাম, রূপ, রেখার কোন বোধই তখন আর সাড়াই দিলে না। সব দিক দিয়েই যেন অনামিত্বের সার্থকতায় সার্থক নিমজ্জনে ধঃ-ধঃ-কারে পর্য্যবসিত হ'লো। † ওঠা-পড়ার নিরবচ্ছিন্নতার ঝোঁক নিয়েই অমনতর হ'য়ে উঠলো—তাই

---

* আগে অলখ লোক হৈ ভাই।
অলখ পুরুষ কো তহঁ ঠাকুরাই॥
অববন সুর রোম নাঁহী।
এসা অলখ নিহারা হৈ॥
তাপর অগম মহল এক সাজা।
অগম পুরুষ তাহে কো রাজা॥
খরবন সূর রোম এক লাজা।
এসা অগম অপারা হৈ॥ —কবীর

† তাপর অকহ লোক হৈ ভাই।
পুরুষ অনামী তহাঁ রচাই॥
জো পহুঁচা জানেগা বাহী।
কহন সুনন তো ন্যারা হৈ॥
কায়া ভেদ কিয়া নিরবারা।
যহ সব রচনা পিণ্ড মঁঝারা॥

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ওকে ধঃ-ধঃ-কার বলছি। ওঠা-পড়া না থাকলেও যেন তার ঝোঁক রয়েই গিয়েছে।

তারপর ঐ অন্তর্নিহিত ঝোঁকের চেতন-ব্যঞ্জনা চেতন-সুপ্তির বুকে ক্ষীণ তীব্র আলোড়নে উদ্দীপ্ত অনুস্যূততায় স্মিতস্পন্দনে স্পন্দিত হ'তে লাগলো। প্রত্যয়ীভূত বোধ-বীচিও ক্রম-অঙ্কুরতায় মাথাতোলা দিতে লাগলো; বাধার আবেগে স্পন্দন চলতে লাগলো—একটা নামা-ওঠা, আসা-যাওয়ার সম্বেগের মতন। সাথে-সাথে আদিম সুরত, আদিম আকুতি-আকর্ষণ-স্পন্দিত হ'য়ে ধিকি-ধিকি ঝঙ্কারের মুহ্যমান রেশের মতন—"রাধাস্বামী, রাধাস্বামী" তরঙ্গ-ভঙ্গে, *প্রতীতি-উন্মেষে, আপূর্ণ বোধ-সার্থকতায়, উন্মীলন-মুখরতায়, ব্যঞ্জনার বাক্-অভিব্যক্তি নিয়ে উঠতে লাগলো। তারপর তার ঐ তরঙ্গায়িত বোধবীচির সংস্কার-সমাহারী উদ্দীপনার মুখরতায় প্রতিভাত হ'য়ে উঠতে লাগলো। তার ভেতর-দিয়ে ঐ সংস্কার ফেটে ফেটে যেন পরম্পরা সম্মিলিত ইচ্ছা-বিজৃম্ভণ হ'তে সুরু ক'রে দিলে—চেতনা এলো মুখর হ'য়ে, আবেগ-উদ্দীপনার আলোক-রশ্মিজালে উদ্দীপনা-মুখরতায়—সব যা'-কিছু বোধ, চিন্তা, কল্পনায় মূর্ত্তিমান হ'তে সুরু ক'রে দিলে একটা কেন্দ্রানুগ সংহতি ঝোঁকে। তারপর তা'-থেকে সব নিয়ন্ত্রণ, সব বিন্যাস, সব সামঞ্জস্য, সব সমাধান সমাহার-সার্থকতার ভেতর-দিয়ে, একটা ইষ্টমুখর জাগরণ চ'লে আসলো; দেখতে পেলাম, যা'-কিছু সব সার্থকতার ভেতর-দিয়ে, সব রকমে, সবে পর্য্যবসিত হ'য়েও ঐ রক্ত-মাংস-সঙ্কুল আমারই ইষ্ট আমারই সম্মুখে।

আমি ইষ্টানুরাগী তপস্যার আভ্যন্তরিক আবহাওয়ার অতি চুম্বক

মায়া অবগতি জাল পসারা।
সো কারীগর ভারা হৈ॥ —কবীর

* ধারা উলটি ধায়।
স্বামী সঙ্গ মিলায়॥ —কবীর

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

সম্ভবমত যা'-কিছু বিবৃতি দিলাম; এবং সাথে-সাথে মানুষের যা'-কিছু সংস্কার, যা'-কিছু বৃত্তি, যা'-কিছু ছাপ রকমারি হিসাবে এই আবহাওয়ার ভেতরে সবই বিকাশ হ'তে থাকে, যে যেমন তার মাফিক; যেমন-যেমন অবস্থার আসক্তির চাপ, আনুপাতিক যেমন-যেমন থাকা উচিত, তেমনি-তেমনি থেকে সেখানে-সেখানে তার তেমনি-তেমনি অভিব্যক্তি হ'য়ে থাকে। মূর্ত্তি, ভাব, ভাষা, সম্বন্ধ, আবেগ, কর্ম্ম যেমন-যেমন ভাবে, যেখানে যেমনতর সম্বন্ধায়িত বৃত্তি ও সংস্কার নিয়ে—তেমনি-তেমনি রকমে, তেমন-তেমন অবস্থায়, কত জন্ম-জন্মান্তরীণ কত-কিছু, কত রকমের ভেতর-দিয়ে, অশেষ চলনার ঝোঁকে, উঠা-ফোটা-ডোবার মতন—মায় তার পারিপার্শ্বিক সমেত বোধ হ'তে থাকে, তার ইয়ত্তা নেই। *

---

* When the sense of estrangement fencing, fencing man about in a narrowly limited ego, breaks down, the individual finds himself at one with all creation. He lives in the universal life; he and man, he and nature, he and God are one. That state of confidence, trust, union with all things following upon the achievement of moral unity is the faith state.

—Prof. Leubu, in American Journal of Psychology, VII.

Saint John of the cross writing of the intuitions and mystical experiences says :—

They enrich it marvellously. A single one of them may be sufficient to abolish at a stroke certain imperfections of which the soul during its whole-life had vainly tried to rid itself, and to leave it adorned with virtues and loaded with supernatural gifts. A single one of these intoxicating consolations may reward it for all the labours undergone in life—even were the numberless."

Saint Teresa says :—

'Often, infirm and wrought upon with dreadful pains before the ecstasy, the soul emerges from it full of health and admirably disposed for action .... as if God had willed that the body itself, already obedient to the soul's desires, should share in the

soul's happiness. The soul after such a favour is animated with a degree of courage so great that if at that moment its body should be torn to pieces for the cause of God, it would fear nothing but the liveliest Comforts.'

Saint Paul says about the mystical expression of happiness in God's indwelling presence—

Jesus has come to take up his abode in my heart. It is not so much a habitation, an association, as a sort of fusion. Oh, new and blessed life ! Life which becomes each day more luminous........The smallest speck of glass-sparkles, each grain of sand emits fire; even so there is a royal song of triumph in my heart because Lord is there....... He is not other than myself: He is one with me. It is not a juxtaposition, it is a penetration, a profound modification of my nature, a new manner of my being.

Madam H. P. Blavatsky in "The Voice of the Silence" says—

He who would hear the voice of Nada, 'the soundless sould', and comprehend it, he has to learn the nature of Dharana........ When to himself his form appears unreal, as do on waking all, the forms he sees in dreams; when he has ceased to hear the many, he may discern the one—the inner sound which kills the outer........ And then to the inner ear will speak the voice of the silence. And now thyself is lost in self, thyself unto Thyself, merged in that self from which thou didst radiate.

Sufi Gulshan Raz says—

In the Divine Majesty the me, the thou, are not found, for in the one there can be no distinction. Every being who is annulled and entirely seperated from himself, hears resound outside of him this voice and this echo : I am God : he has an eternal way of existing and is no longer subject to death.

Says Swinburne in the verge, in 'A Midsummer Vacation'—

Here beings the sea that ends not till the world's end

where we stand,

সে-সব কথা বিশেষ ক'রে না ব'লে, যেমন-যেমন যা'-সব মানুষেরই হ'তে পারে, তাই অতি সংক্ষেপভাবে বলতে চেষ্টা করেছি। তাহ'লেই বুঝুন, অনুভূতি কি?

আবার অনুভূতিগুলির ঘন-সন্নিবেশ-সার্থকতায় যে কত অনুভূতি সৃষ্টি করে, তার ইয়ত্তা নেই। আর, এই অনুভূতির সম্পদ যার যত বেশী জীবন-প্রগতির চলনাও তার তেমনতর উচ্ছল। * দেখে, শুনে, ক'রে ও ভেবে—নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধানের বাছাইয়ের ভেতর-দিয়ে যে প্রত্যয় ও প্রতীতি

Could we know the next high sea-mark set beyond these
waves that gleam,
We should know what never man bath known, nor eye of
man hath scanned
Ah, but here man's heart leaps, yearning towards the gloom
with venturous glee,
From the shore that hath no shore beyond it, set in all the sea.

* কাহারও প্রতি একান্ত টানে দেখা, শুনা, ভাবা ও করার ভিতর দিয়া আমাদের যে জ্ঞান হয় তাহাই অনুভূতি। এইরূপ নিয়ন্ত্রিত জ্ঞানই সামঞ্জস্য ও সমাধান আনিয়া দিতে পারে। কাজেই এইরূপ জ্ঞানের, অর্থাৎ অভিজ্ঞতার বা অনুভূতির সম্পদ যার যত বেশী হইবে, তার ঊর্দ্ধাভিমুখী গতিও তত বেগশালী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আর এই জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা দূরদৃষ্টির অভাবই আমাদিগকে নিম্নদিকে বা নরকের দিকে লইয়া যায়—পাশ্চাত্য মনীষিগণও এই কথাই বলে। যথা—

The whole science of ethics, after all, based only upon intelligence; and what we call heart, sentiments, character is in fact nothing but accumulated and crystallised intelligence inherited or acquired, which has become more or less unconscious and is transformed into habits and instincts...Lack of intelligence is the only real evil upon earth...When all is said, the apparent injustice which grants more intelligence to some than to others is but a question of date, a law of growth, of evolution which is the fundamental law of the lives that we know, from the infusoria to the stars.

'Karma'—Maeterlink

মানুষের চলনাকে স্বতঃ ক'রে তোলে—তাকেই কি অনুভূতি বলে না?

প্রশ্ন। বুঝলাম, না হয় এগুলি হ'লো! এই অনুভূতি না হয় লাভই করা গেল, এতে মানুষের জীবন-চলনার দিক দিয়ে কি সুবিধে হ'তে পারে—আর তা' কেমন ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঐরকম ইষ্টানুরাগ-মাখা তপস্যার ভেতর-দিয়ে মানুষের মস্তিষ্ক-বিধানের কোষগুলি এমন স্থিতিস্থাপক সাড়াশীল হ'য়ে ওঠে, যার ফলে তার প্রত্যেক পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেক যা'-কিছু যেমন ক'রে সাড়া বিকিরণ করে, তা'তে এই মস্তিষ্কের কোষগুলি যথাযথরূপে তা' ধ'রে, তেমনতর দোলনে আন্দোলিত হ'য়ে চেতন-সাড়ায় সেই বোধকে তেমন, তত সম্যকভাবে জাগিয়ে তোলে। তার ফলে আমরা আমাদের জগতের ভেতর-দিয়ে আমাদের জীবন-চলনাকে ততই নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি—আর, এই হচ্ছে মানুষের সব-চাওয়ার অন্তরালে যা' লুকিয়ে থাকে, তাই।

Men's actions are harmful from ignorance...It is not necessary to dwell upon the harmfulness that springs from ignorance; here more knowledge is all that is wanted, so that the road to improvement lies in more research and more education.

'What I Believe'—Bertrand Russel

The world gets its balance and its gaits from experienced men.

—Henry Ford

৩

শুক্রবার, ১৫ই ফাল্গুন। শ্রীশ্রীঠাকুর আহারান্তে বিশ্রামের পর তাঁবুতে আসিয়া বসিলেন। কথাপ্রসঙ্গের প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হইল।

প্রশ্ন। আচ্ছা, এইরকম ক'রে তপস্যা না ক'রেও বা অনুভূতি না পেয়েও তো দেখা যায় যে, জগতে অনেক মহাপুরুষ হ'য়ে গেছেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর। আদত ব্যাপারই হচ্ছে অটুট ও আপ্রাণ চাহিদা-প্রাণতা; আর, এই চাহিদাকে পাবার জন্যে তাই করতে থাকা, যাতে নাকি তাকে পাওয়া যেতে পারে। এমনতর নিরবচ্ছিন্ন পাওয়ার চলনা যেন, যতক্ষণ তা' না পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ কিছুতেই সোয়াস্তি নেই; টানের তোড়ে, করা-বলা যেন পাওয়ার আকুলতাকে উচ্ছল ক'রে, পাওয়ার কাজে এই করা-বলার ধাঁজ মিলিয়ে, অমনতর চলন না হ'য়েই পারে না—এই হচ্ছে ব্যাপার।

এই চাওয়াটা যার যেমনতর, বলতে গেলে তার জগৎটাও যেন ততখানি। আর, সেই জগতেই তার চাহিদা-সম্পাদনই করা-বলার লীলায়িত জীবন। তাই, এই চাহিদা যার যত শ্রেষ্ঠ-অভিষিক্ত অর্থাৎ যেখানে শ্রেষ্ঠ-আকুতি সব অনুভূতি নিয়ে ঠাসা হ'য়ে, পারিপার্শ্বিককে তারই আমন্ত্রণে উদ্বোধন করার চাহিদায় করা, বলা উচ্ছল হ'য়ে আপ্রাণ আকুতি-সম্বেগে চলেছে—এমন শ্রেষ্ঠ যার চাহিদার লক্ষ্য, সেখানে তার সেই আদিম আসক্তি যত নিগূঢ় বাঁধনে বাঁধা প'ড়ে গেছে, তার চলনের ভেতর-দিয়ে ঐ টান-মাফিক তেমনতর করা-বলাও উচ্ছল হ'য়ে চলতে থাকে। আর, সেই শ্রেষ্ঠের সন্দীপ্তিময়ী তৃপ্তি দিয়ে, পোষণ-রক্ষণের ভেতর-দিয়ে, জীবন ও বর্দ্ধনকে ক্রমতর আরোতে উদ্দীপ্ত করার সম্বেগে, জগৎ থেকে সে যে তার পূজার

সম্ভার সংগ্রহ করার নিছক ঝোঁক নিয়ে, তার পাওয়ার বাধাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে, জয় ক'রে উপচে অনুকূলে এনে স্তুতির চলনে যে চলে, তার জগৎ সব নিয়ে তেমনতর তত উপভোগে-লালায়িত; আর এই আবেগ-আসক্তি তার সহজ। এই সাধনার মধ্য-দিয়ে অর্থাৎ এমন সহজ জীবন-চলনার ভেতর-দিয়ে, সাড়া-সংঘাতের আলোড়ন-উন্মাদনা চারিয়ে-চারিয়ে, মস্তিষ্কের কোষগুলি সাড়াশীল স্থিতিস্থাপক ক'রে তুলতে থাকে। সব অবস্থা তার ভেতর অমনতর ক'রে না এলেও, নানারকমে ওই অমনতর ক'রেই আসে—যার ফলে ঐ মস্তিষ্ক-কোষগুলি অমনতর সাড়াশীল স্থিতিস্থাপক হ'য়ে ওঠে। আর, এই উঠতে গেলেই যা' হ'তে হয়, তা' হয়ই।

তাহ'লেই, যাই করা যাক না কেন, ব্যাপার হচ্ছে—অটুট আপ্রাণ ইষ্টপ্রাণতা—যা' নাকি এমনতর যে, তার জগৎ দিয়ে করা-বলায় মুখর হ'য়ে উপচে, অনুভূতি সংগ্রহ করতে-করতে, স্থির-নিবিড় ইষ্ট-চলনার জীবন-প্রগতির চলনে হরদম চলতেই থাকে। না-চলন যেন তার কাছে বাস্তব-ভাবে না-ই হ'য়ে গেছে। আর, এই হ'লেই যা' হবার তা' হয়ই। যাকে চিনতো না কেউ, হয়তো ভাবতেও পারেনি এমন একজন মুখখু হতচ্ছাড়া হয়তো দেখতে না দেখতেই গ্রীসের রাজা সেকেন্দর বাদশা হ'য়ে গেল। মাহরাট্টা বালক শিবাজী হয়তো হ'য়ে উঠলো ছত্রপতি সম্রাট শিবাজী, নিরক্ষর আকবর হ'য়ে উঠলো দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।

প্রশ্ন। আপনি যে বললেন যে, অনুভূতিদ্বারা সাড়াশীল স্থিতিস্থাপকতা বেড়ে যায়, এবং তারই ফলে এক সময় চাঁদ উঠছে, সূর্য্য এক সময় উঠছে ইত্যাদি দর্শনে আসে। এই রকম দর্শনের সঙ্গে মস্তিষ্ক-কোষের সাড়াশীল স্থিতি-স্থাপকতার সম্বন্ধ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এত যে কইলাম সব ফটাস! আমাদের মাথায় পারিপার্শ্বিক জগতের ছাপ প'ড়ে, দাগ দিয়ে যে-সব ছাঁচের ছবি হ'য়ে আছে, যা'-কিছু ইয়াদে এসেছে সবরকম নিয়ে—তা' জ্ঞানতঃই হোক, আর অজ্ঞানতঃই হোক—তা'তে লেহাজ রেখেই থাকি আর নাই রেখে থাকি, ফলকথা যা' আছে তা' আছেই। ঠিক তেমন ক'রেই আমাদের কোষগুলি যতই সাড়াশীল স্থিতিস্থাপক হ'তে সুরু করলে, ঐ যা' আমাদের মস্তিষ্ক যেমন ছাঁচে তা' ধ'রে রেখেছে সেগুলি যেমন ক'রে প্রতিক্রিয়া ক'রে চিন্তনের সৃষ্টি করে, তেমনি ক'রে সেগুলি তো হামেশাই তা' করছেই। সাড়াশীল স্থিতি-স্থাপকতা যতই বাড়তে সুরু করলে, ওগুলির প্রতিক্রিয়া যেমন হচ্ছিল, তা' কিন্তু থেমে গেল না। তাই, কোষগুলি অমনতর সাড়াপ্রবণ হওয়ার সাথে-সাথে ওগুলির অন্তরালে যে-সমস্ত বোধ উপ্ত ছিল, অর্থাৎ মস্তিষ্কে যে-সমস্ত ছাপ পড়েছিল, কোষগুলি তত সাড়া-প্রবণ না থাকার দরুন তাকে সর্ব্বেতোভাবে তখন বোধ করা যায়নি। সাড়া-প্রবণ হ'লে সেগুলির প্রতিক্রিয়া হওয়ার সাথে-সাথে, যে বোধ আগে করা যায়নি, সেগুলিও জাগতে সুরু করে দিলে—চিন্তার মূর্ত্ত হ'য়ে আমাদের কাছে সেগুলি তখন ধরা দিতে সুরু ক'রে দিল।

মনে করুন, ঐ সাড়াশীল স্থিতি-স্থাপকতার ক্রমগুলি যেন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নানা শক্তির আতসী কাঁচ বা পরকলা; আর ঐ ছাপগুলি হচ্ছে দৃশ্যবস্তু, আর দৃশ্যবস্তুর পেছনে যেমন সব সময়েই আকাশ লেগেই থাকে, সেই আকাশটাই যেন অনুবীক্ষণ ক্ষেত্র (microscopic field)। সেই আকাশ-প্রতিফলিত চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা ইত্যাদির আলোক-ছাপই হচ্ছে তার আলো। আর, এর ভেতর-দিয়েই ঐ সাড়াশীল স্থিতি-স্থাপক কোষগুলির বোধ, চিন্তন ও দর্শন। তাই চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ ইত্যাদির রকম লেগেই থাকে; আর, এই দর্শনের রকমারি ঐ সাড়াশীল স্থিতিস্থাপকতার উপরই নির্ভর করে, অর্থাৎ

ঐগুলির উত্তেজনা-মাফিকই বোধ, চিন্তন, দর্শন ইত্যাদিরও রকমারি হ'য়ে থাকে।

এই হচ্ছে বোধ, দর্শনাদির মরকোচ, যা' আমি বুঝি।

প্রশ্ন। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধময় যে বাস্তব জগৎ, সেইটাকে ছেঁটে-কেটে যে মাত্র রূপ-শব্দময় জগৎ যা' আমরা বোধ করি, তা' এ জগতের তুলনায় অনেকখানি বিশীর্ণ। এরূপ বোধ ক'রে আমাদের আনন্দই বা হ'তে পারে কতটা আর লাভই বা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমরা আমাদের সম্মুখস্থ জগৎটার প্রতি-প্রত্যেককে অনুভব করছি, তার অনেকখানি ছাঁট-কাট দিয়ে জিনিসটা দেখি; কিন্তু তা' কেমন ক'রে, তা' কিছুই বুঝতে পারি না। আর বুঝতে পারি না ব'লে, প্রত্যেক বস্তুর পিছনেই আমাদের একটা অজানার প্রান্তর প'ড়ে থাকে, আর, সেই জন্যেই আমাদের সেগুলি দিয়ে যতটুকু জীবন ও বৃদ্ধির পোষণীয় খোরাক আহরণ ক'রে তা' উপভোগ করতে পারতাম, তা' আর পেরেই উঠি না।

তাহ'লেই এই অসম্পূর্ণ দেখা, বোধ ও জানা যতই আমাদিগকে আগলে রাখবে, আমাদের জীবন-প্রগতি ততই যে বন্ধুর হ'য়ে থাকবে, সে-সম্বন্ধে আর কি কোন কথা আছে? যদি কোন এৎফাক ক'রে, ঐ দেখা, বোধ, জানাকে যতখানি এস্তামাল করতে পারি, তাদের নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধানের প্রত্যয় দিয়ে আমাদের জীবন-চলনাকে যে সেই ফলনে ততখানি সমৃদ্ধ করতে পারবো—তার আর কথা কী?

আর, এ দেখার আর একটা সুবিধা হচ্ছে এই,—যা' দেখি, আমাদের দেখার হল্লায়, তাদের গায় হাত প'ড়ে তাদের বাঁচা-বাড়ার কোনই অসুবিধা ঘটায় না। তাকেই দেখি যথাযথভাবে যে যেমন ক'রে আমাদিগকে সাড়া দিয়ে দেখিয়ে রেখেছে বা দেখাচ্ছে। তবেই বিশীর্ণ ক'রেই দেখি, তাদের রূপ,

রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ যেমনটি সাড়া আমাদের ভেতরে ছাপ হ'য়ে আছে বা হচ্ছে—সবটা নিয়েই তার অত রকমে দেখে থাকি, বোধ ক'রে থাকি। আর, এমনি ক'রেই জেনে থাকি। আর, তাহ'লেই ঐ অসম্পূর্ণ দৃষ্ট-বস্তু যদি আমাদের আনন্দ-উদ্বোধন ক'রেই থাকে, তাহ'লে এমনতর ক'রে জানা যে আমাদের কতখানি আনন্দ দিতে পারে, তার তো ইয়ত্তাই নেই।

আর, এই যে আনন্দ পাই, তা' কেন? কারণ, যা' আমাদের জীবন ও বৃদ্ধির পক্ষে যত পোষণীয়, তা' আমাদের তেমনই আনন্দ দিয়ে থাকে। যে আমাদিগকে কোন রকমেই বাড়ায়নি, সে আমাদিগকে কখনই আনন্দ দেয়নি। আর, যে যত এই বাঁচা-বাড়াকে ক্ষীণ করেছে, সে আমাদের পক্ষে তত ভীতিই উৎপাদন করেছে। তাহ'লে বুঝুন, এতে আনন্দই বা কেমন আর কোথায়; আর লাভই বা কেমন আর কোথায়।

প্রশ্ন। আপনি যে microscope (অনুবীক্ষণ যন্ত্র)-এর দেখার সঙ্গে তুলনা করলেন, microscope-এর দেখা আর এ-রকম অনুভূতির দেখা কি একই রকমের? আর, ultra-microscope ইত্যাদি দ্বারা বিজ্ঞান-জগতে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্যোতিকণা ইত্যাদি আবিষ্কার হয়েছে বা হচ্ছে, মানুষের এই বিজ্ঞানের জ্ঞানকে এই অনুভূতির জ্ঞান কি কিছু নূতন দিতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি আপনাদের কাছ থেকে শুনেছি, আর সেই শোনার মোতাবেকই উদাহরণ দিয়েছি। নতুবা আমার বাপের জন্মেও অত সব যন্ত্র-টন্ত্রের নামই জানে না—দেখা তো দূরস্থান। তবে এই বলতে পারি—আমার জানাগুলিকে আমি যেমন ক'রে বলি, ব্যাপারগুলি যদি ঐ যন্ত্র-জগতের ভেতর-দিয়েও তাই-ই হয়, তবে আমি যেমন ক'রে এগুলোকে যেমন জেনেছি, তেমন ক'রেও সেগুলিকে তেমনি জানা যেতে পারে। আর জেনে, তেমন ক'রেই তাকে কাজেও লাগানো যেতে পারে।

আপনাদের নিকট শুনে আমার মনে হয়, আমার দেখা ও বোধ হয়তো তাই—ঋষিরা যে দেখা ও বোধকে বিজ্ঞান ব'লে অভিহিত করেছেন; তা' না হ'লে থেকে-থেকে মনে হয়, আপনাদের সাথে মিল খায় কি ক'রে? কিন্তু এ ধারণা আপনাদের নিকট থেকে নিছকভাবে শুনেই মাত্র—আমার যন্ত্র-জগৎ-সাহায্যে লাভ করা জানা নয়কো। *

---

* Einstein talks about the development of our faculties of perception as science goes on. He says, scientists will arise who will have a much keener perception than the scientists of to-day. They will also have more delicate instruments. But the point is that what we need to develop are the perceptive faculties themselves.

It may be that a race of scientists trained in the laboratory will be able eventually to perceive the profound and manifold operation of causation in nature, just as the great musical genius perceives inner harmonies which the philistine cannot dream of. The development of the powers of perception therefore is one of the main tasks we have to meet. That seems to be Einstein's idea. —Marx Planck

"There is a science of sciences or a universal science which contains all others in itself, and parts of which can, as it were, he resolved into these and those particular sciences. Such a science is not acquired by learning, but it is concrete especially in souls, which are pure intelligences. Unless the souls were furnished with such a science it would be unable to adopt all its organic forms to the inmost and secret laws of mechanics, Physics, Chemistry and many other phenomena." —Swedenborg

Wherefore, just as the understanding is a stage of human life in which an eye opens to discern various intellectual objects uncomprehended by sensation; just so in the prophetic the sight is illumined by a light which uncovers hidden things and objects which the intellect fails to reach. The prophet is endowed with qualities which

প্রশ্ন। অনুভূতির পথে লয় আসে শুনতে পাই। তার কথা তো কিছু বললেন না। অনেকেই আবার অনুভূতির অবস্থা-বিশেষে "অবাঙ্‌মনসোগোচরম্"-এর কথা বলছেন। সেটাই বা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। লয় হচ্ছে সত্তার লীনভাব। এমনভাবে মুগ্ধ হ'য়ে, অবশ হ'য়ে গেল—তা'তে যেন তাই হ'য়ে গেল; যা' অনুভব করছে তাই হ'য়ে গেল—সেই সারূপ্যে নিমজ্জিত হ'য়ে গেল। আদিম আসক্তি যদি সর্ব্বতোভাবে অর্থাৎ সর্ব্ববিধ সংস্কার ও বৃত্তির ভেতর-দিয়ে অটুট ও আপ্রাণ ইষ্টানুরাগী না হয়, তাহ'লে যখনই সে এমনতর অবস্থায় যেয়ে পৌঁছে, যা'তে তার ঐ বৃত্তি মুগ্ধ-অনুরঞ্জনে রঞ্জিত হ'য়ে ওঠে, তখনই ঐ-রকম হ'তে থাকে। *

---

consequently you cannot possibly understand. How should you know their true nature, since one knows only what one can comprehend? But the transport which one attains by the method of the Sufis is like an immediate perception, as if one touched the objects with one's hand. —M. Schmolder's translation of Al-Ghazzali's Auto-biography

For the first time appears a man (Swedenborg) who claims to have beheld with two-fold vision the two-fold universe, and whose understanding, in its unshaken integrity and steady grasp, has taken in the laws and relations of both spheres, and, ignoring and despising neither, has combined the laws and phenomena of the two worlds in a perfect system"

'Frank Sewall'—Swedenborg

* পাতঞ্জল যোগসূত্রে আছে—"বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র" অর্থাৎ যোগ বা কোন কিছুতে যুক্ত হইলে বৃত্তির সারূপ্য বা তদনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

আরও আছে—

"ক্ষীণবৃত্তের ভিজাতস্যেব মণের্গ্রহিতৃগ্রহণ গ্রাহ্যেষু তৎস্থ তদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ।"

—অর্থাৎ, ক্ষয়িত চিত্তবৃত্তি ব্যক্তির চিত্ত, নির্ম্মল মণির ন্যায় বিষয়, ইন্দ্রিগ্ন বা পুরুষ,—এ সকলের মধ্যে যখন যাহার সন্নিহিত হইবে, তখন তাহারই স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ঐ সারূপ্যেই সত্তা নিমজ্জিত হ'য়ে নিঝুম হ'ছে পড়ে, বোধ ও চলনা থেমে যায়। এই হচ্ছে লয়ের মরকোচ—"অবাঙ্ মনসোগোচরম্", বাক্য আর মন দিয়ে ইয়ত্তা করা যায় না। এই ইয়ত্তা করা না গেলেও, ইষ্টানুগ ঝোঁক চেতনাকে হারিয়ে ফেলে না।

স্বামী বিবেকানন্দের একটা গানে আছে, তার শেষ লাইন হচ্ছে, 'অবাঙ্মনসোগোচরম্ বোঝে প্রাণ বোঝে যার।" আমার মনে হয়—ঐ ঠিক কথা। ইয়ত্তা করা না গেলেও বোধ কিন্তু জাগরূকই থাকে। ঐ বোধের ঝোঁক যতই উদ্দীপ্ততা-ব্যঞ্জক হয়, সে হয়তো তখনকার মতন এমন বাক সৃষ্টি করতে পারে, * যা'তে নাকি ঐ বোধটা অন্যতে কোন রকম একটু-না-একটু সাড়া দিয়ে বোধের রেশ জাগিয়ে তুলতেও পারে—তা' হয়তো অতি ক্ষীণও হ'তে পারে। কিন্তু ঐ ক্ষীণ রেশ ধ'রে, ঐ সঞ্চারিত বোধ আবার পুষ্টও হ'য়ে উঠতে পারে; আর এর পার নেই—অনন্ত চলনার চলন তার অমনতরই।

---

* ইহাই বীজ বা বীজমন্ত্র বলিয়া শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত। মনের লয়াবস্থা আসিলেও গভীর ইষ্টানুরাগবশতঃ একদম উহা বেমালুম চেতনাহারা হয় না। বোধের ঝোঁক থাকেই। আবার মনের এইরূপ লয়ের অবস্থারও স্থূল-সূক্ষ্ম হিসাবে বিভিন্ন স্তর বর্ত্তমান। মন যখন যে স্তরে বা যেমন অবস্থায় যাইয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিতে চায়, অথচ নিবিড় ইষ্টানুরাগ কিছুতেই ঝোঁককে নিঝুম হইতে দেয় না—তখন আমাদের সমস্ত স্নায়ুবিধানকে আলোড়ন করিয়া বাক্যের ভিতর দিয়া—তৎ তৎ অবস্থার বোধপ্রকাশক—যাহা শব্দে মূর্ত্ত হইয়া উঠে, তাহাই সেই সেই স্তরের বাক্ বা বীজ—যেমন হ্রীং ক্লীং ওং রং ইত্যাদি।

তাই শাস্ত্রে আছে—"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ" অর্থাৎ ওঁকার তাহার বাচক।

In the beginning there was word, word was with God and word was God.

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দও নিজের এই উপলব্ধির কথাই বলিয়াছেন—

"আমি হই বিকাশ আবার
মম শক্তি প্রথম বিকার
আদি বাণী প্রণব ওঁকার
বাজে মহা শূন্য পথে।"

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনি তো বলেন, আপনারা যা'-কিছু করা, বলা— এ-সবের মূলধন হচ্ছে "যা'-কিছু আমি অনুভব করেছি"। তা'তে আপনার এই সব শিক্ষা, শিল্প, সমাজ ও বাণিজ্য-ব্যবসায়, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ইত্যাদি সম্বন্ধে যা'-যা' বলা এবং করা আপনার এই অনুষ্ঠানে চলছে, তার সঙ্গে আপনার যে অনুভূতির কথা বললেন তার সম্বন্ধ কি, তা' তো বুঝতে পারিনে!

শ্রীশ্রীঠাকুর। সত্তাকে টের পেলাম, চাহিদাকে টের পেলাম, উপভোগকে টের পেলাম, চলনাকে টের পেলাম, বর্দ্ধনকে টের পেলাম, কেমন ক'রে, কি ক'রে, তার কা'কে—থাকা-বাড়াকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে, উপভোগের ভেতর-দিয়ে বর্দ্ধন-চলনায় চলতে পারে,—আমার আন্তরিক স্বতঃ-নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধানের ভেতর-দিয়ে সেগুলি পারম্পর্য্যের ভেতর-দিয়ে যথাক্রমে ইয়াদে উপচে উঠলো। তাই দিয়েই যতখানি পারি করি, যতখানি পারি বলি, চলাও তার ভেতর-দিয়ে আমার যতখানি সম্ভব তেমনি নিয়ন্ত্রিত হয়। এই হচ্ছে আমার সম্পত্তি, যা' খাটিয়ে, ভাঙ্গিয়ে এই আমার এই সত্তার "আমি"-র চলনা।

প্রশ্ন। তাহ'লে অজানতা বা অজ্ঞানতা কি ক'রে এল?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমাদের আদিম আসক্তি অহংকে কেন্দ্র ক'রে যতই তার সার্থকতা আহরণ করতে চললো, ততই আমাদের পারিপার্শ্বিকের ভেতর-দিয়ে অজানার অদেখা পাহাড় স্তূপের মত মজুত হ'তে-হ'তে চললো। * পেছনের দিকে যতই এমনতর জমা বাড়তে-বাড়তে চলতে লাগলো, আমার

---

* If we go to the very root of the matter, evil always arises from a lack of intelligence, from an erroneous and incomplete judgement, obscured or restricted by our egoism, which allows us to perceive only the proximate or immediate advantages of an action harmful to ourselves or others, while concealing the remote but inevitable consequence which such an action always ends by getting.

—Henry Ford

জগৎটা আমার কাছে ততখানি ছোট হ'তে লাগলো। শেষে একদিন এমনতর হ'ল—সত্তার 'স্ব', অজানার পাথর-চাপায় জ'মে গিয়ে, অজানায় সর্ব্বহারা হ'য়ে, সর্ব্বনাশের আন্তরিক টানে সাবাড়-শেষে পরিণত হ'ল। এই হ'ল অজানার আদিম মরকোচ।

প্রশ্ন। আপনি যে অনুভূতির কথা বললেন, তা' তো শুনেছি। কিন্তু কেমন ক'রে স্ত্রীপুরুষ হ'ল, তা' তো ব'লে দিলেন না। এই জিনিসটার উপর দাঁড়িয়েই তো আপনি সমাজ-নীতি সম্বন্ধে যা'-কিছু বলছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঐ যে আগে চারিদিককার তরঙ্গের বৃত্তের কেন্দ্রের ভেতরকার ওঠা-নাবার কথা বলেছি, সেই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার যে দুটি রকম—তারই একটি থেকে পুরুষ আর অন্যটির থেকে স্ত্রী-সত্তার আদিম উৎস সুরু হয়েছে ব'লে মনে হয়। তাই প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার অনুপূরক আর গতি ও বৃদ্ধির নিয়ন্তা ও নিয়ামক। * যেমন, একটি ঢেউয়ের উদ্বেলায়িত

তাই কবীর সাহেব বলিয়াছেন—

সাধো সো জন উতরে পারা,
জিন মন্‌তে আপা ডারা॥

অর্থাৎ—যে জন মন হইতে আপনাকে বা অহংকে দূর করিতে পারিয়াছে, সেই উত্তীর্ণ হইয়াছে।

Vice is self-satisfaction. The spirit of self-satisfaction is the infalliable mark of inferior mind. —Prof. Radha Krishnan

All expansion is life, all contraction is death.

—Swami Vivekananda

* Each has what the other has not; each completes the other and is completed by the other. —Ruskin

The loftiest and most sacred relation of human life, that upon which the social economy must rest or go asunder is the marriage-relation in which the complementary relations of the sexes is shown. —Swedenborg

We advise against marriage unless the two sexual constitutions complement each

দিক, আর তার অববেলায়িত দিক বা অবস্থা। ঐ অববেলায়িত অবস্থাই উদ্বেলনের প্রসূতি, নিয়ন্তা ও নিয়ামক। যেখানেই ঐ অববেলন নিরস্ত হ'য়ে যায়, উদ্বেলন সেখানেই নিঃশেষ। ঐ উদ্বেলনকে অববেলনই যেন স্বতঃ-সত্তায় স্বতঃ-উদ্ভিন্নে পর্য্যাপ্ত ক'রে পর্য্যাপ্ত চলনে নিয়ন্ত্রণ ক'রে চালাচ্ছে।

জগতের স্ত্রী-পুরুষও যেন তা'ই। আবার, এক কথায়, ঐ অববেলনের সত্তাই যেন হচ্ছে ঐ উদ্বেলন-অবস্থা। উদ্বেলন যেন নিজেকে উদ্বেলন-সমৃদ্ধ-সত্তার স্থিতি, চলনা-আকৃতির ঝোঁকেই যেন অববেলনে প্রয়োজিত হ'য়ে তাকে অববেলন ক'রে তুলেছে। আর তাই বোধ হয় মেয়েরা তার অনুপূরক

---

other, unless each, so far as can be ascertained with our imperfect human knowledge can give happiness to the other.

—Dr. Magnus Hirschfeld,
Chief of the Sex Institutes of Berlin

It is not human beings who harmonize individually who attract each other erotically, but rather those whose qualities suppliment each other for the procreation of posterity. —Ernst Kretschmer

One should marry only that person who, on becoming his soul's partner, can assist him in becoming superior to those difficulties which he could not cope with alone, or which he realized were making him one-sided and incomplete. * * * This is why most good marriages rest on a complementary basis. —Count Hermann Keyserling

যাবন্ন বিন্দেত জায়াং তাবদৰ্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।
নার্দ্ধং প্রজায়তে সর্ব্বং প্রজায়তেত্যপি শ্রুতিঃ॥

—ব্যাস-সংহিতা, ২য় অঃ

The man and the woman are each organs, parts of the other. And in the strictest scientific as well as in a mystical sense, they together are a single unit, an individual entity, there is a physiological as well as spiritual truth in the words "They twin shall be one flesh." —Marie Stopes

পুরুষকে, অর্থাৎ সে যাঁ'তে, "স্বতঃ" তাঁর বৃত্তিগুলিকে নিয়ে যথাযথ মুগ্ধতায় সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত—তাঁকে স্বামী ব'লে থাকে। আর স্বতঃই স্বেচ্ছা-অনুপ্রাণনে ঐ উদ্বেলনকে বহন ক'রে, স্তুতির নিয়ন্ত্রণে সংবর্দ্ধনে উদ্দীপিত ক'রে, নিয়ামক হ'য়ে, অমৃত-উৎসারণ ঘটানোর প্রকৃতিগত ঝোঁক আছে ব'লেই অববেলন-অবস্থার প্রতীক-সত্তা স্ত্রীকে বধূ ব'লে থাকে, স্ত্রী ব'লে থাকে, আর নারীও ব'লে থাকে—এই আমার যা' মনে হয়। *

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনার এই অনুভূতি থেকে নারী-পুরুষের মিলন, যা' নিয়ে সমাজের উদ্ভব—তার আদর্শ তবে কী দাঁড়ায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষের, তার এই উদ্বেলনতাকে বজায় রেখে, অজচ্ছল চলনে সত্তাতে বজায় থেকে চলতে হ'লেই, চাই—তার আদিম আসক্তিকে অটুট ও আপ্রাণভাবে কেন্দ্রানুরাগী ক'রে রাখা; আর নারীর, তাকে তার অববেলন-সত্তায় বজায় থেকে, তার সব বৈশিষ্ট্য দিয়ে, কেন্দ্রক্রিয়তার উন্মাদনায় ঐ উদ্বেল-মুখর পুরুষত্বকে স্বতঃ ও সর্ব্বতোভাবে বহন ক'রে, স্তুতির ভেতর-দিয়ে সুস্থ ও স্বস্থ রেখে বৃদ্ধিতে উদ্বোধিত ক'রে, বিস্তারে অঢেল ক'রে রাখা। তাই, পুরুষের বৈশিষ্ট্যকে আরোতর ক্রিয়াশীলতায় পর্য্যাপ্ত করার রকমে, তার শিক্ষা, সেবা, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি হওয়া উচিত। আর নারীর, তার বৈশিষ্ট্যকে অমনতর ক'রেই শিক্ষা, সেবা, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির পুরুষের অনুপূরক বাহক—স্তুতির ভেতর-দিয়ে, তাকে বৃদ্ধিতে অনুপ্রাণিত ক'রে, তদনুযায়ী বাস্তব দক্ষ চলনে উদ্দীপিত করতে

---

* নারী—নারয়তি (বৃদ্ধি পাওয়ায়) ইতি নারী।

নারি ধাতু—নৃ + ণিচ্। নৃ, মানে প্রাপণ, নয়ন।

বধূ—বহ্ (বহন করা) + উ ইতি বধূ, অর্থাৎ যে বহন করিয়া লইয়া যায় existence ও evolution-এর দিকে (জীবন ও বৃদ্ধির দিকে)।

স্ত্রী—স্ত্যৈ (বেষ্টন, দীপ্তি) + র ইতি স্ত্রী, অর্থাৎ যে বেষ্টন করিয়া দীপ্তি পায়, সেই স্ত্রী।

পারে, এমনতরভাবে পোষণ, রক্ষণ, পালন ইত্যাদির উৎসরণ করা উচিত।

প্রশ্ন। কিন্তু কেন্দ্র-ক্রিয়তার কথা যে বললেন, তা' তো ঠিক বুঝলাম না। সমাজে কেন্দ্র-ক্রিয়তাটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঐ যে আগে বলেছি, কেন্দ্রের ওঠা-নাবা, যা'তে ঢেউ, তার উদ্বেলন-অববেলন নিয়ে দুনিয়ার যাবতীয় যা'-কিছুতে বিসৃষ্ট হ'য়ে, অসীম চলনায় চলছে— সেই কেন্দ্র-অনুপ্রাণন পুরুষই হচ্ছে সমাজের কেন্দ্রানুপ্রেরিত পুরুষ—ইষ্ট, আদর্শ বা শ্রেষ্ঠ। সেই পুরুষকে আদিম আসক্তির টানে, সর্ব্বতোভাবে পোষণ-পুষ্ট সংরক্ষতায় সমৃদ্ধ ক'রে, নিজের সত্তাকে আরোতর সম্বেগে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলা—যার ফলে সত্তার 'স্ব'-ত্ব বজায় থেকে উদ্দীপ্ত আরোতর চলনায় চলে; আর ওঁতে, ঐ অমরতরভাবে আদিম আসক্তি দিয়ে তার ক্রিয়াশীলতার আরও সন্দীপ্ত করার উদ্বেগ নিয়ে, পুরুষকে নারীর যা'-কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়ে—নিজের বৈশিষ্ট্য-সত্তায় অটুট থেকে—আরো হ'য়ে তা'তে বাস্তব সক্রিয়তায় নিয়োজিত ক'রে তোলাই হচ্ছে কেন্দ্রক্রিয়তা; যার ফলে নারী ও পুরুষ স্ব-সত্তায় অটুট থেকেও, আরোতর সম্বেগ-উদ্দীপ্তির স্ফীত চলনে চ'লে ঐ পুরুষের ক্রিয়াকে অবাধ ও অজচ্ছল রাখে—আর ওই হ'তেই আদিম সেই সক্রিয়তারও পোষ্টাই হ'য়ে থাকে।

প্রশ্ন। আপনার ঐ অনুভূতি থেকে সমাজনীতিতে নর-নারীর মিলনের এক-গামিত্ব বা বহু-গামিত্ব—কোনটা দাঁড়ায়? আর স্ত্রী যদি পুরুষের অনুপূরকই হয়, তবে তো নারীত্বই তার আসল বৈশিষ্ট্য। তাহ'লে মাতৃত্ব আবার নারীত্বের চরম পরিণতি কি ক'রে হ'তে পারে? আর আপনার এ-কথার উপর দাঁড়ালে চির-কৌমার্য্য কি অস্বাভাবিক জীবন নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সম্বেগী, উদ্বেল-গৌরব-পূরণ-ঝোঁকশীল সত্তাকেই যদি পুরুষ বলা যায়, তাহ'লে সে যতক্ষণ কেন্দ্রানুগ আসক্তি-পরায়ণতায় অধিষ্ঠিত থাকে,—যা'-থেকে তার ওই সত্তার ঝোঁক অটুট হ'য়ে বজায় থাকে অর্থাৎ

যে সম্বেগ ও সাড়া নিয়ে সে স্ব-সত্তায় অটুট থাকে—ততক্ষণ সে তো বহু অববেলায়িত ক্রিয়াশীলতার সন্দীপনী পোষণ-পুষ্টিতে, সর্ব্বতোভাবে নিজের ঝোঁকে ঐ উদ্বেলনে স্বস্থ-উদ্দীপ্তিতে সংবর্দ্ধনী-সত্তাগুলিকে অর্থাৎ বহু অববেলায়িত ক্রিয়াশীল নারীকে স্বভাবতঃই পরিপূরণ করতে পারে—যদি ঐ তারা আপন ঝোঁকে ঐ উদ্বেলন-গৌরব-মুখর পুরুষে নিয়োজিত হয়। কারণ, পুরুষ যদি নিজের বৃত্তি-আকৃতির ঝোঁকে নারীকে অনুসরণ ক'রে আহরণ করতে যায়, পুরুষের সত্তা তখনই তার ওই ঝোঁকের দরুন অধোভিন্ন হ'য়ে নিজত্বের অপলাপ ঘটিয়েই থাকে।

তাহ'লেই নারী যদি কোন সর্ব্বতোমুখী শ্রেষ্ঠ পুরুষে, তার সংসর্গ-পরায়ণা না হ'য়েও, অর্থাৎ যা'তে সে কামাসক্তা হ'য়ে কোন পুরুষে অন্ধের মত আনতা না হ'য়ে ওঠে, এমনতর মুগ্ধ আকুল টানে তার বহন-সম্বেগেই স্বতঃ ও স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হ'য়ে ওঠে, তবে সেই নারী সে-পুরুষে তার নারীত্বকে অর্থাৎ সংবর্দ্ধন-কারিণীত্বকে সার্থক ক'রেই তোলে। কারণ, তার সত্তার কাছে সেই পুরুষের উদ্বেলন-গৌরবমুখর-পূরণ-প্রভাশীল সত্তাই তার স্বার্থ। আর এইরকম বহু নারীকেই তার স্বভাব-অনুপাতিক ঝোঁকের ভেতর-দিয়ে স্বতঃই পরিপূরণ করতে পারে।* কারণ, অমনতর মুগ্ধ-প্রাণা, স্বতঃ-প্রবৃত্তা নারীর স্বার্থই হচ্ছে, তার বা তাদের ঐ পুরুষের সত্তাকে অটুট ও

---

* Men are oversexed, they are by nature polygamous and promiscuous, while woman is monogamous. ......No matter what our moralists......may say, the fact remains that man is a strongly polygamous or varietist animal.

A man may love a woman deeply and sincerely and at the same time make love to another woman or have sexual relations with her. It is quite a common thing with men. It is quite a rare thing with women. the rule is that in her sex and love-life, woman is much more single-affectioned than is her lord and master—man.

অঢেল ক'রে তোলা। কিন্তু যদি কোন অববেলায়িত সত্তাযুক্ত নারী অমনতর বহু-পুরুষে মুগ্ধ ও স্বতঃ-প্রবৃত্তা হয়, তাহ'লে তার সত্তার বৈশিষ্ট্য যে তখন থেকেই সাবাড়ের দিকে নির্ব্বাধ চলনে চলতে থাকে, তার প্রতিরোধ করতে পারে, এ স্বভাবকে বজায় রেখে, এমনতর আর কি আছে? কারণ, সত্তার ঝোঁকই তার অববেলায়িত; আর এই সত্তা তার যেমন উদ্বেলন-মুখরতার পরিণতি—সেইজন্যে ঐ উদ্বেলনকে সংরক্ষণ করার ঝোঁক তার সহজ ও স্বাভাবিক। কিন্তু বহু উদ্বেলন-মুখরতা হ'লেই তার টানে তার সত্তার বৈশিষ্ট্য ভেঙ্গে বহু-বিক্ষেপণে হারায়ে যায়, তাই মুগ্ধা, স্বতঃ-প্রবৃত্তা, বহন-স্বার্থ-প্রবুদ্ধা কোন শ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক যদি প্রত্যাখ্যাতা হয়,—প্রায় প্রতি-প্রত্যেক ব্যাপারেই দেখা যায়—ঐ প্রত্যাখ্যাতার জীবন বিকট জীবনে পরিণত হ'য়ে, কতশত জীবন-বৃদ্ধির সম্বেগকে সাবাড়ে নিয়ে নিজে মিলিয়ে যায়। অমনতর প্রত্যাখ্যান তাই এমনতর ব্যষ্টিগত পাপ, যা'তে মুখ্যভাবেই ব্যষ্টিকে বিষাক্ত করে—এমন-কি একটা জাতিরও গৌণভাবে সর্ব্বনাশ ঘটাতে পারে।

কিন্তু এটা অর্থাৎ এই স্বতঃ-প্রবৃত্ত আনতি (যে আনতি কাহারও কোন প্রলোভন থেকে উদ্ভুত নয়কো) স্বাভাবিক ও যথাযথ হওয়া চাই। আর যেখানে অস্বাভাবিক হ'য়ে থাকে—রকমারি হিসাবে অন্তরালে তার এই পাপই লুকিয়ে থেকে অমনতর ক'রে তোলে। সমৃদ্ধ করার ঝোঁক নারীর একটা বৈশিষ্ট্য; * আবার এই সংবর্দ্ধন—যদি সে মুগ্ধতা ও বুদ্ধতার ভেতর-দিয়ে, স্বতঃ-

---

Is she on account of it better than, superior to men? It is futile to speak of better or worse, of superior or inferior. This is the way they are. It is the way man and woman have been made by nature. The difference lies in biological roots.

'Woman, her sex and Love-life'

—Dr. William J. Robinson

*The inner qualities of woman's heart result in an important by-product which

প্রবৃত্ত হ'য়ে, তার আদিম আসক্তিকে কোন পুরুষে নিয়োজিত করে—এমনতর স্থলে সে চায় তার প্রেষ্ঠকে স্তুতির ভেতর-দিয়ে সন্দীপ্ত ক'রে বৃদ্ধিতে নিয়োজিত করতে—তাই সে নারী, তাই সে স্ত্রী, তাই সে ভার্য্যা। আবার যে পুরুষে মুগ্ধা ও প্রবুদ্ধা হ'য়ে তার আদিম আসক্তিকে নিয়োজিত করে,—নিজের ভেতরে তার সত্তাকে নিয়োজিত ক'রে—উদ্ভিন্ন ক'রে, বহুকে প্রসব করে ব'লে সে জননী। * এই জননীত্বেই যেন তার নারীত্বের চরম উৎকৃষ্ট পরিণতি। † সে স্বামীকে নিয়ে নিজের সত্তার সংবর্দ্ধনী-শক্তিকে নিয়োজিত

---

may be called charm. This charm, like light is a force. Intangible, imponderable though it be, the strivings of our intellect may not attain fruition if deprived of its life-giving touch. the nourishment which the tree draws through its roots may be classified measured—not so the vitality which is the gift of the sun-light and without which its functioning becomes altogether impossible.

This ineffable emanation of woman's nature has, from the first, played its part in the creations of man, unobtrusively but inevitably. Had man's mind not been energized by the inner working of woman's vital charm, he would never have attained his successes. Of all the higher achievements of civilization—the devotion of the toiler, the valour of the brave, the creations of the artist—the secret spring is to be found in woman's influence. —Rabindra Nath Tagore

"What" I asked, "is a woman's creative function?" "To inspire, to enchant, to charm", the Count replied.

—Viereck's Conversation with Count Keyserling
'Glimpses of the Great'

* জননী—[জন্+ণিচ্=জনি (জন্ম দেওয়া)+অন (অধি-অনট্) যাহাতে পিতা কর্ত্তৃক জন্ম দেওয়া হয়=জনন-ঈপ্, স্ত্রী] জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত বাংলা অভিধান।

† Nature has so constituted women that her active power and yearning primarily centre on the forming of a child. And so long as woman is woman it must remain so.

—Havelock Ellis

ক'রে তাকে বহুধা-উদ্ভিন্নে পর্য্যবসিত ক'রে, যখন সেই প্রসূত সন্তান-সত্তাদের জননী হয়,—নারীত্ব তখন তার আকুল সম্বেগ নিয়ে জননীত্বে সমাহিত হ'য়ে, ঐ সন্তান-সত্তাদের সর্ব্বমূখী সংবর্দ্ধনে ব্যাপৃত হ'য়ে ওঠে। নারী তখন, স্ত্রী তখন, ভার্য্যা তখন আর সত্তার অনুপূরক অববেলায়িত সত্তা হ'য়েই থাকে না; সে আরও হ'য়ে তার যা'-কিছু সবটুকু নিয়ে, সম্যক নিয়ন্ত্রণের ভেতর-দিয়ে ঐ সন্তান-সত্তাদের ভরণ-পোষণ ও সংরক্ষণী-সত্তা হ'য়ে দাঁড়ায়—সেগুলি যেন তার সত্তারই পোয়া বা ফিঁকড়ে।

সহজভাবে পুরুষ যদি আপ্রাণ ইষ্টানুরাগী না হ'য়ে থাকে, এমনতর পুরুষের কৌমার্য্য যে পুরুষ-সত্তাকে অনেক অংশেই অবজ্ঞা ক'রে থাকে, তা' তো নিয়তই দেখা যায়। সর্ব্ব-উন্মুখতা তার কেমনতর ধীরে-ধীরে নিথর হ'য়ে যেতে থাকে; সত্তার চলৎশীলতা জীবনেই কেমনতর শুকিয়ে যেতে থাকে। *

কিন্তু ইষ্ট-স্বার্থপরায়ণ সর্ব্ববৃত্তি-সম্পন্ন এমনতর ইষ্টানুরক্ত আদিম

To be a true woman means to be yet more mother than wife. The Madonna conception expresses, man's highest comprehension of woman's real nature.

—Stanley Hall

But where the mother undergoes voluntary penance for the elevation of the human race, keeping her natural instincts in rigorous subordination to the dictates of mind and soul, there indeed is her own creative power of work.

'The Indian-Ideal of Marriage'—Rabindra Nath Tagore.

Women are the guardians of the race, their life-centres in mother-hood. All their instincts and desires are directed consciously or unconsciously to this end.

—Bertrand Russel

* Everybody who has taken the trouble to study Morbid-Psychology knows that

আসক্তিযুক্ত কোন পুরুষ, অববেলায়িত সত্তার মতন না হ'য়েও—একটা বড় ঢেউ-এর কাছে ছোট-ছোট ঢেউ-এর অস্তিত্ব যেমনতর, ঐ বড় ঢেউ থেকেই সংবৃদ্ধ হ'তে থাকে—তেমনতর রকমেই তার সত্তাকে বজায় রেখে জীবন-চলনায় চলতে পারে, যদিও পুরুষত্বের সব দিকটা তা'তে সার্থক হ'য়ে ওঠে না। তথাপি সে গৌরবেই নিজে অমনতরভাবে বৃহৎ-শায়িত হ'য়ে, সার্থক-সম্বাহী হ'য়ে চলতে পারে—এই হচ্ছে কৌমার্য্যের যা'-কিছু,—তা' নারীরও যেমন, পুরুষেরও তেমনতর—বৈশিষ্ট্য হিসাবে।

---

prolonged virginity is, as a rule, extraordinarily harmful, so harmful that in a sane society it would be severely discouraged.

'What I believe'—B. Russel

বলিনঃ ক্ষুব্ধমনসো নিরোধাৎ ব্রহ্মচর্য্যতঃ।

ষণ্ঠং ক্লৈবং মতং তত্তু স্থিরশুক্র-নিমিত্তজম্॥ —সুশ্রুত-সংহিতা

The medical man produces an imposing list of diseases more or less caused by abstence both in men and in women. —Mary Stopes

৪

শনিবার, ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৪২। প্রভাতের অরুণালোকে পদ্মা ও তাহার সুবিস্তীর্ণ চরভূমি উদ্ভাসিত। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ছোট তাঁবুটিতে আসিয়া বসিলেন। কিয়ৎকাল স্থিরভাবে বসিয়া থাকিবার পর বলিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রশ্ন। আপনি স্ত্রী-পুরুষের মিলনের যে-আদর্শের কথা বলছেন, পুরুষেরা তো বর্ত্তমান জগতে সে-আদর্শ মেনে চলছে না। ঐ আদর্শ মেনে চলতে গেলে তো জন-সংখ্যা হ্রাস পাবেই। তা'তে আমাদের জাতির কল্যাণ হবে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পুরুষ যতই মুগ্ধ-প্রাণ হ'য়ে কামাসক্তভাবে স্ত্রীপরায়ণ হ'তে থাকে, ততই তার পুরুষত্বের উল্লম্ফী গৌরব-মুখর তীব্রতা, দৈন্যের আলিঙ্গনে শিথিল হ'তে-হ'তে, একটা অবসন্ন, উবে যাওয়ার ঝোঁকে চলতে-চলতে কাপুরুষতায় পর্য্যবসিত হ'য়ে ওঠে। আর, তারই ফলে মস্তিষ্ক ও শরীর-বিধানে সাড়াপ্রবণতারও অবসাদ ঘটতে থাকে। * তা'তে দিন-দিন খিন্নতর হ'তে-হ'তে নির্ব্বোধ, বেকুব, ভীত, দুর্ব্বল, অস্বাভাবিক লজ্জাশীল ইত্যাদি হ'য়ে ওঠে; ভগ্ন-স্বাস্থ্য হ'য়ে একদম আশ্রয়-শূন্য সাবাড়ের দিকে চলতে থাকে; তাদিগকে আশ্রয় দিলেও তা' অবলম্বন করতে পারে না; সন্দেহ সবসময় তাকে বিক্ষিপ্ত চলনে চালাতে থাকে, হতাশ বেদনা-উদ্দীপ্ত কাতরানি যেন তাদের জীবনের সম্বল হ'য়ে দাঁড়ায়। তুমি তাদের লাখ করো—জীবন ও

---

* The more exhausted men become, the more they lose the power to lead woman or to arouse her nature which is essentially passive

—G. S. Hall

Man should run after glory, woman after man. —Nepoleon

বৃদ্ধির পরিপোষণ-সম্ভার নিয়ে তাদের সম্মুখে লাখ দাঁড়াও, আদর-নিমন্ত্রণে, লাখ ডাকে তাদের আদর কর না কেন, সে তোমাকে সন্দেহ করবেই। অমনতর যতই করবে, তাদের তোমার প্রতি সন্দেহ কত রূপ নিয়ে যে তোমার সম্মুখে হাজির হবে তার ইয়ত্তা নেই। তুমি অবাক হ'য়ে উঠবে দেখে-দেখে; মনে হবে, যম ছাড়া এদিগকে পরিত্রাণ দিতে দুনিয়া ও অন্তরীক্ষে বুঝি আর কেহ নেই।

কোন আশাই, কোন ভরসাই, কোন উন্নতির স্বপনই সাড়া দিয়ে তাদিগকে এমনতর চেতিয়ে তুলতে পারে না, যা'তে নাকি তাদের আন্তরিক আবহাওয়া একটা উন্নত স্বপ্ন-মুগ্ধ হ'য়ে, করা-বলা নিয়ে সেই চলনে চলতে সুরু করে। ব্যর্থতার দর্শনই তাদের জীবনের যেন একমাত্র কাম-মোহকে উদ্দীপ্ত ক'রে, জীবনে বেঁচে থাকার অবলম্বন হ'য়ে দাঁড়ায়। পারিপার্শ্বিককেও তাদের ঐ বিষাক্ত আন্তরিক আবহাওয়া, ছোঁয়াচে রোগের মতন আক্রমণ ক'রে তাদের বিষাক্ততাকে আরও বিষাক্ত, সবল, স্থায়ী সর্ব্বনাশা চলনার সম্বেগে আরো হ'তে আরোতর চলনে চালাতে থাকে।

নারীও তাদের তেমনতরই সাড়া দিয়ে আনত করা ছাড়া উন্নততর কোন স্বপ্ন-সংবেদনী দিয়ে আনত করতে পারে না। আর, তার ফলে তারা অমনতর সংস্কারশীল সন্তানেরই জনক-জননী হ'য়ে থাকে। এবং তার সংখ্যাও সহজ ও স্বস্থ অবস্থায় যেমনতর হ'য়ে থাকে, প্রায়ই তার চাইতে বেশীই হ'য়ে থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায়, এমনতর অবসন্ন পরিবারে বছরে-বছরে সন্তান-সন্ততি বাড়তে থাকে, আর সে সবগুলি ঐ ছাঁচেরই।

তাদের জগতের পরিধি এত ছোট, তা' হয়তো ভাবলেও প্রাণটা গলাচেপা হ'য়ে জলে-ডোবা মানুষের মতন আঁকু-পাঁকু করতে থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি, মেধা, স্মৃতি, ধারণা, অনুভব এমনতর বিকৃত যে, দেখলেই অবাক হ'তে হয়। এক বলতে আর বোঝে, বস্তু তাদিগকে সাধারণতঃ ভাবিয়ে তোলে

না, ভাবনাকে আরোপ ক'রেই তারা বস্তুকে বোধ করতে থাকে; শোনার ব্যাপার তাদের চক্ষুকে প্রতি-পদে ফাঁকি দিয়ে শোনার রং-এ চক্ষুকে রঙ্গিল করে, বস্তুর সাড়া তাদিগকে তেমনতর ক'রেই মস্তিষ্ককে অনুভব করায়। হয়তো তারা তাজমহল দেখতে গেল, সেখানে একটা ছুঁচো কিচির-মিচির ক'রে তাদের সামনে দিয়ে পালিয়ে গেল, তাদের অবাক-দৃষ্টিতে মুগ্ধ-অবসন্নতার ভেতর-দিয়ে, গোটা তাজমহলটাই ছুঁচোর ব্যাপারে পর্য্যবসিত হ'য়ে গেল। সে বাড়ী ফিরে এল একটা ছুঁচো-তাজমহল নিয়ে, আর অবাক হ'য়ে বিকট বাহাদুরীর সঙ্গে নানারকম হাত-পা নেড়ে তার পারিপার্শ্বিকেও ছুঁচোর কীর্ত্তনই ছিটুতে আরম্ভ করলো।

এইরকম চলনাই হ'লো ঐ অমনতর জীবনগুলির বিকট বৈশিষ্ট্য। ব্যাপার যদি এইরকমই হয়, যারা এমনতর, তারা কি ক'রে ও-আদর্শ মেনে চলতে পারে? ও-আদর্শ মেনে চলাই যে তাদের কাছে একটা গুরুতর ব্যাপার। এ-রকম আদর্শের অর্থই তাদের কাছে যে কিরকম, তা' ভাবতেও বিশেষ বিচক্ষণতার প্রয়োজন। আর, এমনতর লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি-হওয়াও যে সুস্থ জন-সমাজের কাছে একটা বীভৎস ব্যাপার। একটা মানুষ হয়তো বিশ হাজার শেয়ালকে অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কিন্তু বিশ হাজার শেয়াল কি একটা মানুষকে তা' পারে?

তাই, অমনতর অসুস্থ জন-সংখ্যার চাইতে বরং সুস্থ ও স্বস্থ, উল্লম্ফী, উন্নত-প্রগতিপন্ন কর্ম্ম-উপভোগী, বীর্য্যবান, বীর, কম জন-সংখ্যাই কি ভাল নয়কো? * তাহ'লেই ভেবে দেখুন, জন-সংখ্যা কমই হোক, বেশীই হোক— কেমনতর জন-সংখ্যা জগৎ, জাতি ও জীবনের পক্ষে বেশী মঙ্গলপ্রদ!

---

* Men of character are not only the conscience of society, but in every well-governed state they are its best motive power; for it is moral qualities which in the main, rule the world. —S. Smiles

প্রশ্ন। জন-সংখ্যার ভোটে যে-দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—তারা যেমনই হোক না কেন,—সেদিকে দৃষ্টি না রেখে তাদের উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অমনতর সংখ্যাধিক্য জন-জংলার ভোট নিয়ে জাতি বা সমাজের উন্নয়নকে নিয়ন্ত্রণ করা ব্যাপার আর কিছুই নয়, আমার মনে হয়, "আমি কর্ত্তা" কণ্ডুতিকে খানিকটা চুলকিয়ে, খানিকটা অবসন্ন ক'রে নিয়ে উন্নতির প্রচেষ্টায় যারা চলে, তাদের চলনাকে বাধাশূন্য ক'রে তোলা। ঐ ভোটের ব্যাপারে কিন্তু যারা ঐ অমনতর মানুষগুলিকে কাবেজে আনতে পারে, সাধারণতঃ তারাই ভোট পেয়ে থাকে। * যারা প্রবৃত্তি-স্বার্থ-পরায়ণ,

---

I would like to see a state of society in which every man and woman preferred the old Scottish Sunday to the modern French one. We should then find an eternal foundation of character and self-command.

—Ramsay Mac Donald

The true strength of rulers and empires lies not in armies or emotions but in the belief of men that they are inflexibly open and truthful and legal. As soon as a Government departs from the standard it ceases to by anything more than "the gang in possession" and its days are numbered.

—H. G. Wells

The worth of a state, in the long run, is the worth of the individuals composing it.

—J. S. Mill

* We settle things by a majority vote, and the psychological effect of doing that is to create the impression that the majority is probably right. Of course, on any fine issue the majority is sure to be wrong. Think of taking a majority vote on the best music. Jazz would win over chopin. Or on the best novel, many cheap scribblers would win over Tolstoy. And any day a prize fight will get a bigger crowd, larger rate-receipts and wider newspaper publicity than any new revealation of goodness, truth or beauty could hope to achieve in a century.

—Dr. H. Emerson Fosdick

তারা আপন-ভাল কিছুতেই বুঝতে পারে না; আর ভেতরকার সংস্কার, যা' নিয়ে মানুষ জন্মায়, তা' যদি জ্যান্ত ও জ্বলজ্বলে না হয়, পারিপার্শ্বিকের সাড়া তারা যথাযথ গ্রহণ ক'রে তা' বোধ করতে কিছুতেই পেরে ওঠে না। তারা হয়তো সাপ সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে, সাপের ব্যাপারের চিন্তা ও আলোচনা থেকে বেমালুম ফস্কে গিয়ে, একদম ব্যাঙের জগতে ঢুকে পড়লো; সাপের কথা ভুলে গিয়ে, ব্যাঙ নিয়ে আস্তিন গুটা-গুটি আরম্ভ হ'য়ে গেল। তাহ'লে হ'লো বেশ! ব্যাঙ যখন তাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ই হ'য়ে উঠলো, তখন ব্যাঙ-এ আর তারা নেইকো,—কেঁচোর হিসেব-নিকেশ নিয়ে ভীষণ বিব্রত—এই হচ্ছে ব্যাপার।

পারিপার্শ্বিক তাদিগকে সাড়ার ঢিল ছুঁড়ে, একাত-ওকাত ক'রে, যেদিকে-সেদিকে অবলীলাক্রমে নিয়ে চ'লে বেড়ায়। * এমনতর মানুষদের ইষ্ট-

---

Popular opinion is the greatest lie in the world —Carlyle

The vulgar and common esteem is seldom happy in hitting right.

—Montaigue

What is the people but a hard confused, a miscellaneous rabble, who extol things vulgar, and well weigh'd, scare worth the praise? They praise and they admire they know not what, and know not whom, but as one leads the other. —Milton

* I put no account on him who esteems himself just as the popular breath may chance tor raise him. —Goethe

A habitation giddy and unsure hath he that buildeth on the vulgar heart.

—Shakespeare

As inclination changes, thus ebbs and flows the unstable tide of public judgement.

—Schillar

Seek not the favour of the multitude; it is seldom got by honest and lawful means. But seek the testimony of the few; and number not voices but weigh them.

—Kant

স্বার্থপরায়ণ হওয়া বা ইষ্টপরায়ণ হ'য়ে ইষ্টকে বহন ক'রে, তাঁর প্রতিষ্ঠায়, পারিপার্শ্বিককে সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের ভেতর-দিয়ে, জীবন ও বৃদ্ধিতে চেতিয়ে তুলে ইষ্ট বা আদর্শ-প্রাণ ক'রে, উন্নত চলনার সম্বেগকে উদ্দীপ্ত-চলনায় নিয়োগ করা—এগুলি রূপ-কথার অবাক করা আবোল-তাবোল ছাড়া অন্যরকম কিছু বলা, সুদূর কল্পনা বা ধারণাতীত ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়কো।

বৃত্তি বা প্রবৃত্তি তাদিগকে যখন যেমনতরভাবে পেয়ে বসে, তাদের শুভ বা ভালোর আকাঙ্ক্ষা বা চাহিদা ঠিক সেই বৃত্তি বা প্রবৃত্তি-অনুরূপ; তারা হয়তো কাউন্সিলে প্রশ্ন তু'লে দিলে, মেয়েরা বহু-পুরুষগামী হ'য়েও সতী থাকবে না কেন? পুরুষেরা মেয়ে-মানুষকে বিয়ে ক'রে তা'তে আটকে থাকবে কেন? মেয়ে-মানুষগুলো তো পুরুষের প্রকৃতি দত্ত স্বাভাবিক সম্পত্তি। মা, বোন, মাসী, পিসী, জ্ঞাতি, সগোত্র—এগুলির সমাজে কি প্রয়োজন আছে? এই নামকরণগুলি জগতে একটা অবাধ প্রগতির সুখ-সম্ভোগের বিশৃঙ্খল বাধা ছাড়া আর কিছুই নয়কো। এগুলিকে ভাঙতেই হবে; অতএব আইন করা যাক—মেয়েরাই সন্তান প্রসব ক'রে থাকে, পুরুষেরা আর সন্তান প্রসব করে না—এদের পালন, পরিপোষণ, যা'-কিছু সব মেয়েদেরই করা উচিত, পুরুষেরা এতে কেন মাথা ঘামাতে যাবে? পুরুষেরা এগুলিতে বিব্রত হ'য়ে একটা সহজ প্রকৃতির শুভ-চলনার অপলাপই করছে—অতএব আইন করা যাক, সন্তান-সন্ততির জন্যে পুরুষের কোন দায়িত্ব নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

জীবন-বৃদ্ধির ভাল-মন্দ তারা অর্থাৎ ঐরকম ক্ষীণ বা হীন-মস্তিষ্কেরা বৃত্তি বা প্রবৃত্তি-মাফিকই ভেবে থাকে বা হিসাব-নিকেশ ক'রে থাকে; তাই কিসে ভাল হয় বা কিসে তাদের জীবন ও বৃদ্ধি খিন্ন হ'য়ে ওঠে, তা' তারা নিজেরাই ঠাহর করতে পারে না। * যে মানুষের যত্ব-ণত্ব জ্ঞান আছে, তারা তাদিগকে যেমন ক'রে তাদের বৃত্তি বা প্রবৃত্তির ইন্ধন জুগিয়ে, যতক্ষণ আপন

---

* The multitude is always in the wrong. —Roseommon

কাবেজে রাখতে পারে, ততক্ষণই সে-মানুষ তাদের নায়ক বা নিয়ামক হ'য়ে থাকে। তারা যদি কায়দা-ফায়দা ক'রে এদের জীবনকে উন্নত-চলনায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তবে জাতি বা সমাজের উন্নতি হওয়া সম্ভব। জাতি বা সমাজে লোক-সংখ্যা বেশী হ'লেই যে সব দিকে ভালই হয়, এমনতর ব'লে আমার মনে হয় না; বরং যদি উপযুক্ত জন-সংখ্যা উপযুক্ত জন্মের ভেতর-দিয়ে সৃষ্টি হয়, আর তা' যতই হোক আর সংখ্যায় যেমনই হোক, তাই ভাল।

আর যাঁরা সেবা, সহানুভূতি, সাহচর্য্য ও সাহায্যের ভেতর-দিয়ে প্রত্যেক পারিপার্শ্বিকে আদর্শ বা ইষ্টপ্রতিষ্ঠা ক'রে বহুর স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে উঠেছেন, তাঁরাই হচ্ছেন প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত প্রকৃত নেতা বা নায়ক; আর তাঁরাই সমাজ বা জাতির প্রত্যেকের কল্যাণ কি ক'রে হ'তে পারে, হাতে-কলমে ক'রে, দে'খে, বু'ঝে, নিশ্চয় হয়েছেন—তাই তাঁরা মানুষকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণও করতে পারেন। আর অমনতর মানুষই, আমার মনে হয়, বাস্তবিক ভোট দেওয়ার বা নেতা হওয়ার উপযুক্ত পাত্র; আর যতদিন এমনতর রকমের মানুষ আমাদের জীবন-চলনার মাঝি ক'রে না পাচ্ছি, ততদিন আমাদের কী হ'তে পারে? *

This gives force to the strong, that the multitude have no habit of self-reliance or original action. —Emerson

The common people are but ill judges of a man's merits : they are slaves to fame and their eyes are dazzled with the pomp of titles and large retinue. No wonder that they bestow their honours on those who least deserve them. —Horace

* It is a common law of nature, which no time will ever change, that superiors shall rule their inferiors. —Dyoniyoius

এমনতর মানুষ যাঁরা তাঁদের হিন্দু-গোঁড়ামিও নেইকো, মুসলমান-গোঁড়ামিও নেইকো, বৌদ্ধ বা খৃষ্টান-গোঁড়ামিও নেইকো। তাঁদের আছে, ভগবান বা ইষ্ট বা আদর্শে আপ্রাণ টানের ভেতর-দিয়ে, জীবন ও বৃদ্ধির জ্বলজ্বলে জ্যান্ত গোঁড়ামি। তাঁরা স্পষ্টই বুঝতে পারেন, কাউকে বাদ দিয়ে বা কাউকে খাটো ক'রে বাঁচা-বাড়া যায় না—আর তা' করা মানেই—প্রত্যেককে, মায় তাঁর নিজের শুদ্ধ, বাঁচা-বাড়ায় খাটো করা বা অপলাপ করা।

তাই তাঁরা মানুষকে, মানুষের প্রত্যেককে সাধারণ এবং প্রত্যেক হিসেবে

Not armies, not nations, have advanced the race; but here and there in the course of ages, an individual has stood up and cast his shadow over the world.

—E. H. Chapin

The history of the world is nothing but the history of its great men.

'Heroes & Hero-worship'—Carlyle

Every great movement must have its representative man. He must endure all the shocks of the movement and assume all the risks. He must be burned in its fire and he must be consumed with its passion.

—Benito Mussolini

Great men are the commissioned guides of mankind, who rule their fellows because they are wiser. —Carlyle

Now, I affirm that the relation of the visible environment to the great man is in the main exactly what is to the variation in the Darwinian philosophy. It chiefly adopts or rejects, preserves or destroys, in short selects him. And whenever it adopts and preserves the great man it becomes modified by his influence in an entirely original and peculiar way. He acts as a ferment, and changes its constitution, just as the advent of a new zoological species changes the faunal and floral equillibrium of there gion in which it appears. 'Great men and their environment'

—William James

জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম। তাহ'লেই এর থেকে আমরা কি স্পষ্টই বুঝতে পারি না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অমনতর অবস্থায় আমরা না পৌঁছাচ্ছি, আমাদের কী করতে হবে?

প্রশ্ন। কিন্তু আপনি যা' বললেন, তা'-থেকে তো ঠিক বুঝতে পারলাম না, এ অবস্থায় আমাদের কী করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রথমেই করতে হবে, আপ্রাণ জোর যাজনে, সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের ভেতর-দিয়ে, প্রত্যেকের ভেতর ইষ্ট-প্রতিষ্ঠা ক'রে, এই সনাতন জীবন ও বৃদ্ধিপ্রদ কৃষ্টিকে, সন্দীপন-সম্বেগে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে চেতিয়ে তোলা। *

---

* স্বামিজী। যুগ-পরম্পরায় বিকৃত ভাব ধারণ ক'রে সেই সকল মহান সত্য ক্রমে দেশাচারে পরিণত হয়েছে। * * * আর, বিচার-বিহীন সাধারণ জীব, ঐগুলো নিয়ে সেই অবধি বিচার ক'রে মরছে। খেই হারিয়ে ফেলেছে; তাই এত লাঠালাঠি চলেছে।

শিষ্য। মহাশয়, তবে এখন উপায় কি?

স্বামিজী। পূর্ব্বের মত ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা আনতে হ'বে। আগাছাগুলো উপ্‌ড়ে ফেলতে হবে। সকল মতে, সকল পথেই দেশ-কালাতীত সত্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলোর উপর অনেক আবর্জ্জনা পড়ে গেছে। সেগুলি সাফ্ ক'রে ঠিক-ঠিক তত্ত্বগুলি লোকের সামনে ধরতে হবে; তবেই তোদের ধর্ম্মের ও দেশের মঙ্গল হবে।

শিষ্য। কেমন করিয়া উহা করিতে হইবে?

স্বামিজী। কেন? প্রথমতঃ মহাপুরুষদের পূজা চালাতে হবে। যাঁরা সেই সব সনাতন তত্ত্ব প্রত্যক্ষ ক'রে গেছেন, তাঁদের লোকের কাছে ideal, আদর্শ বা ইষ্টরূপে খাড়া করতে হ'বে। যেমন ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। দেশে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি।

—স্বামী-শিষ্য-সংবাদ, তৃতীয় বল্লী, উত্তরকাণ্ড

Yes, there is a mother doctrine, a synthesis of religions and philosophies. It developes, and deepens as the ages roll along, but its foundation and centre remain the same. We have still to show the providential reasons for its different forms according to race and time. We must re-establish the chain of great initiates, who were the real initiators of humanity.

—Plato

আর, তার সাথে-সাথেই চালাতে হবে, সমাজ ও জাতির ভেতর সেই বিধিমাফিক চলন, যা' দিয়ে মানুষ জীবন ও বৃদ্ধিতে সমুন্নত হওয়ার চলনে চ'লে, আরো-আরোতর উন্নতির অধিকারী হ'তে পারে। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ এবং মিলন এমনতর কায়দায় বা রকমে আনতে হবে, যা'তে নাকি অধিকাংশ স্থলেই শ্রেষ্ঠ-প্রজনন অবশ্যম্ভাবীই হ'তে পারে। * জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারের দায়িত্বে তাদিগকেই আনতে হবে, বা তাদিগকেই নির্ব্বাচনের অধিকারী করতে হবে, যাঁরা নাকি সেবা, সহানুভূতি, সাহচর্য্যকে অবলম্বন ক'রে, প্রত্যেক পারিপার্শ্বিককে জীবন ও বৃদ্ধিতে উন্নত ক'রে, যত বেশীর কিংবা যত বেশী-প্রত্যেকের স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে উঠেছেন। এই এমনতর ক্রমোন্নত চলনায় যদি আমরা এখন থেকেই চলতে সুরু করি, তবে হয়তো অদূর-ভবিষ্যতেই আমরা এমনতর একটা স্তরে উপনীত হ'য়ে দাঁড়াতে পারবো, যা'-থেকে আমাদের উন্নত-প্রগতিপন্নতা অকম্পিত-সম্বেগে, অঢেল বিস্তার ও বিবর্দ্ধনে চ'লে, আমাদিগকে অমৃতভুক ক'রে তুলবে।

এগুলির সবেরই বোঁটার কথা হচ্ছে—আদর্শপ্রাণতা বা ইষ্টপ্রাণতা; এতে কিন্তু উদার-নৈতিকতা-ফৈতিকতার স্থান নাই।

প্রশ্ন। তাহ'লে এমন ইষ্ট বা আদর্শ পাব কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। পূর্ব্বতন যিনি এসেছিলেন, তাঁকে আর তো আমাদিগকে চিনে নিতে হবে না। অবশ্য, সেই পূর্ব্বতনই আমাদের কাছে পুরুষোত্তম;

---

* "What is wanting", said Napoleon one day to Madame Campan, "in order that the youth of France be well educated?" "Good mothers" was the reply. The emperor was most forcibly struck with this answer. "Here", said he, "is a system in one word." —J. S. c. Abbot

Men are what their mothers made them. You may as well ask a loom which weaves huckaback, why it does not make Cashmere, as expect poetry from this engineer, or a chemical discovery from that jobber.

—Emerson

যাঁ'তে নাকি প্রত্যেক যা'-কিছু সমাধানে সার্থক হ'য়ে, শ্রেষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে; যার ভেতরে কারও একচুলও বাদ নেইকো। আর, অধুনাতনে আমরা তাঁকেই পুরুষোত্তম ব'লে আঁকড়ে ধরবো, ঐ সেই পূর্ব্বতন-প্রেরণা যেখানে সার্থক হ'য়ে, সব-কিছু সমাধানের ভেতর-দিয়ে উপস্থিতে উপচে উঠে, সময়কে শুভ ও সুন্দর বর্ণে তুলে ধরেছেন—সব নিয়ন্ত্রণ, সব সামঞ্জস্য, সব সমাধান নিয়ে, আবেগ ও আকৃতিমাখা করা ও বলা-মুখর, ইষ্ট-স্বার্থপরায়ণতার সংক্ষুধিত জীবন-টানের চাপে—সহজ, স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যমাখা নির্ব্বিশেষের সৌন্দর্য্যে।

প্রশ্ন। কাম দমন করাই তো শুনতে পাই, সাধনা বা ধর্ম্ম। আবার, তাই করতে গিয়ে, সাধনা বা ধর্ম্মের ভেতর দেখি, কামাচারই নানারূপে রূপান্তরিত হ'য়ে দাঁড়ায়; অথচ, আপনি ধর্ম্মের ভেতর পুরুষ-নারীর বিধিমাফিক মিলনের কথাই বারবার বলছেন—এ-সবের সামঞ্জস্য কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সুনিয়ন্ত্রিত কাম, যা' নাকি জীবন ও বৃদ্ধিকে সম্বেগশালী ক'রে তুলে', শ্রেষ্ঠ-সন্দীপনায় তৃপ্তিপ্রদ চলনার ভেতর-দিয়ে, সুস্থ, স্বস্থ ও অকম্পিত অনুপ্রেরণায়, মানুষকে উন্নত অর্জ্জন-প্রয়াসী ক'রে তোলে—তাই ধর্ম্মপ্রদ। * কামকে নিপীড়ন ক'রে যদি বাঁচা-বাড়ার ধর্ম্মকে অর্জ্জন করতে

---

* Strong passions are the life of manly virtues. But they need not necessarily be evil because they are passions, and because they are strong. They may be likened to blood horses, that need training and the curb only, to enable those whom they carry to achieve the most glorious triumphs. —William Gilmore Simms

The passions are unruly cattle, and therefore you must keep them chained up, and under the government of religion, reason and prudence. If thus kept under discipline they are useful servants; but if you let them loose and give them head, they will be your master, and unruly masters, and carry you, like wind and unbridled horses, into a thousand mischiefs and inconveniences. —Sir. M. Hale

যাওয়া যায়, তার ফলে সে বীভৎস বিকৃতি-ক্ষুধাতুর হ'য়ে, কতরকম ভঙ্গী অবলম্বন ক'রে জাজ্জ্বল্য সর্ব্বনাশকে নিয়ন্ত্রণ করে তার ইয়ত্তা নেই।

যে-কোন বৃত্তিকেই নিয়ন্ত্রণ না ক'রে নিপীড়ন করা যাক না কেন, সেই একটা অস্বাভাবিক বিদঘুটে আকার নিয়ে, জীবনের একটা বিকৃত চলনা এনে দেয়। * মস্তিষ্কের কোষগুলিকে এমনতর একটা ঘোলাটে, বিক্ষিপ্ত, অসামঞ্জস্যতায় পর্য্যবসিত করে, যা'তে পারিপার্শ্বিক দুনিয়ার সাড়াগুলি রকমফের ধরণের উত্তেজনার ভেতর-দিয়ে অস্বাভাবিক বোধের সৃষ্টি করে। আবার, ঐ বোধ এমনতর চলনাকে উদ্বেলিত করে, যা'তে বোধের সাথে চলনার ভঙ্গীগুলির মিতালি, রকমফের রকমে হ'য়ে দাঁড়ায়। দেখা, যেমন বস্তু বা বিষয়কে দেখলো, একরকম সবাই সে-কথা শুনছে, সেও সেইরকমই শুনলো, তার অর্থবোধ তার কাছে হ'য়ে দাঁড়ালো যা' নাকি ঐ দেখা বা শোনার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকেও স্পর্শ করে না। এমনি ক'রে ঐ নিপীড়িত-বৃত্তিযুক্ত মানুষ দুনিয়ার প্রত্যেকের কাছে একটা দুর্ব্বোধ্য অস্বাভাবিক আজগুবি মানুষ হ'য়ে দাঁড়ায়—তাল-মান-হারা বেসুরো গরমিল ঐক্যতান বাজনার মতন।

The passions and desires, like the two twists of a rope, mutually mix one with the other, and twin inextricably round the heart; producing good if moderately indulged; but certain destruction, if suffered to become inordinate.

—Richard E. Burton.

* The person was healthy as long as his erotic need was satisfied by an actual object in the outer world; he becomes neurotic as soon as he is deprived of this object and no substitute is forthcoming. Happiness here coinsides with health, unhappiness with neurosis. By providing a substitute for the lost source of gratification, fate can effect a cure more easily than the physician.

'Collected Papers, Vol. II—Sigm. Freud. M. D., L. L. D.

কামকে নিপীড়ন করলে অল্প-বিস্তর সব বৃত্তিগুলিই কোন-না-কোন রকমে বিধ্বস্ত হ'য়ে, তালছা মেরে, ঐ বৃত্তি-ক্ষুধার অবশ টানে, সবাই পছন্দ করে এমনতর কুৎসিত-সুন্দর বাহির-চাল নিয়ে, লোকে মেনে চলে এমনতর ভঙ্গী ধ'রে, শুনে মানুষ হপকে যায় অথবা সহানুভূতি করে এমনতর অসামঞ্জস্য বড়-বড় কথার আমদানি করে—যা' নাকি বাস্তব করার আনাচ-কানাচকেও স্পর্শ করে না, এমনতর ভঙ্গী নিয়ে জন-সমাজে তার গোপন আহার খুঁজতে থাকে। কিন্তু ব্যর্থতা সে যেখানেই অন্ধি-সন্ধি ক'রে, যোগাড়-যন্ত্র এনে সুবিধা-টুবিধা করুক না কেন—সেই আবহাওয়াতেই চোরের মতন ঢুকে কানমলা দিয়ে বের ক'রে দেবেই দেবে। তার জীবনটা একটু লক্ষ্য ক'রে দেখলে বেশ বুঝতে পারা যায়; সে যেন হরদম একটা মিথ্যাচার অবলম্বন ক'রে চলছেই। সে নিপীড়িত কাম-বৃত্তি-স্বার্থপরায়ণ হ'য়ে খুব ভাল মানুষের চলনা নিয়ে, কৃতঘ্নতার গুপ্ত ছুরিটাকে ব্যবহারের মসৃণ খাপে আবৃত ক'রে, জনসমাজে চলতে থাকে।

বড়-কথা, ধর্ম্ম-কথা, নেতৃত্বের কারসাজী, অতিচারী নীতিবাদ, স্ত্রী-অনুসন্ধিৎসা, অনির্দ্দেশ্য বোধোদ্দীপক কলা-কল্পনা, আজগুবি অমীমাংসিত প্রশ্নবাহী সাহিত্য-কণ্ডূতি, অযথা অস্বাভাবিক কল্পনাশীল স্ত্রী-চরিত্র-অনুসন্ধিৎসা ইত্যাদি লোয়াজিমার ডালি সাজিয়ে নিয়ে নানাভঙ্গীতে দরজায়-দরজায় ঘুরে বেড়ায়। মানুষ ঐ-জাতীয় মানুষের সঙ্গ দু'চার-দশ মিনিট কি আধ ঘণ্টা কাল যদি করে; তাকে হয়তো একটা মস্ত মানুষ ব'লে ঠাহর করবেই; কিন্তু সে যদি একটু সহজ মানুষ হয়, আর দু'-এক দিন তার পেছু নিয়ে চলে, ঠিক বুঝতে পারা যাবে, কি ব্যাধি তার মস্তিষ্ককে একটা গোপন-আবেশে আক্রমণ ক'রে অমন ক'রে তুলছে; এমনতর মানুষদের ভাল করতে যাওয়াও বিপজ্জনক। কারণ, মুখ্যভাবে সে যাকেই পাবে, তাকেই কোন-না-কোন রকমে বিধ্বস্ত ক'রে তুলবেই তুলবে। তার মস্তিষ্ক এমনই হ'য়ে গেছে, উপকারীকে সে অমনতর বিষাক্ত ছুরিকায় না ছিঁড়েই যেন পারে না; কারণ, তার চিন্তার চলনই হচ্ছে একটা অস্বাভাবিক সন্দিহান দুর্ব্বল উৎকণ্ঠাযুক্ত বিব্রত ধরণের;—

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তাই সে নিতান্ত অচিন্ত্য, অযথা অকাট্য যুক্তিপূর্ণ সহজ-বিশ্বাস্য ধরণের,—যার প্রকৃত ব্যাপার মানুষের কাছে ব'লেও মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না—এমনতর রকমারি সৃষ্টি ক'রে, সেই অস্বাভাবিক দুশ্চিন্ত্য ব্যূহ-রচনা ক'রে, গা-ঢাকা দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়—আর তা'তে সে স্থির, অকম্পিত ও অবশ। তাই, কোন বৃত্তিকে, বিশেষতঃ কামকে কখনও নিপীড়ন করতে নেই, বরং জীবন ও বৃদ্ধিদভাবে নিয়ন্ত্রিত করাই হচ্ছে তাকে ধর্ম্মে সার্থক ক'রে তোলা।

আগে যেমন বললাম ঐরকম মানুষেরা, নিপীড়িত-কামা সাধুরা, নানারকম ফিকির-ফন্দি ক'রে কামকে ধর্ম্মের তক্তি পরিয়ে ভগবৎ-প্রাপ্তির একটা তুক ব'লে রটিয়ে, নিজের বৃত্তিস্বার্থ তৃপ্ত ক'রে মানুষের সর্ব্বনাশের ধর্ম্মতকমা-পরা ফাঁদ পেতে রাখে। ধর্ম্মের ভেতর এই বিকৃত বীভৎস রকম তখনই রাক্ষুসে-জ্বলুনির মতন দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে উঠেছে, যখনই যেখানে কামকে নিয়ন্ত্রণ না ক'রে, অমনতর ডাণ্ডোস মেরে চেপে ফেলা হয়েছে। যেমন ইসলাম ধর্ম্মে; যারা মুসলমান, তাদের সমাজের ভেতর কোথায়ও-কোথায়ও ব্যক্তিগতভাবে ব্যভিচার থাকলেও, ধর্ম্ম-সাধনের পথে ঐ ব্যভিচার ধর্ম্মের তকমা প'রে কোনপ্রকার কারবারই করে না।

আমার মনে হয়, পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাতেও ঐ ব্যভিচার, ধর্ম্মের তকমা নিয়ে কোন সমাজ বা জাতির সর্ব্বনাশ করেনি, যদিও সমাজে ব্যক্তিগতভাবে ব্যভিচার থাকাই সম্ভব। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে নিপীড়নের আধিক্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম নিয়ে অমনতর ব্যভিচার ঢের চলেছে। বৃত্তিকে নিপীড়ন করা তখনই হয়, যখনই ঐ বৃত্তির ঝোঁককে একটা কোন ভাল বুদ্ধি নিয়ে বা যে-রকম বুদ্ধি নিয়েই হোক না কেন, চেপে দমন করতে থাকা যায়; আর নিয়ন্ত্রণ করা তাকেই বলে, যখন কোন শ্রেষ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি বা টানের তোড়ে, তাঁর স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার খাতিরে, কোন বৃত্তি বা প্রবৃত্তিকে তদনুপাতিক চলনায় চালিয়ে তাকে জয়যুক্ত ও সার্থক ক'রে তোলা যায়।

তাহ'লে এখন হয়তো বুঝতে পারলেন, ধর্ম্মের সঙ্গে পুরুষ-নারীর

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

মিলনের সামঞ্জস্য কোথায়। আমি আবার বলি, আমি যে কামকে নিপীড়ন না ক'রে ইষ্ট-স্বার্থপ্রতিষ্ঠার আকৃতি নিয়ে তাকে সুনিয়ন্ত্রিত করার কথা বললাম, তা'তে যেন কেউ এমনতর ভেবে নেবেন না, আমি কামকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যে ইঙ্গিত করেছি। কামকে প্রশ্রয় দিলে সে মানুষকে বিধ্বস্ত ও বিকৃত ক'রে অনায়াসেই ফেলবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।*

তাই চাই তাকে জীবন ও বৃদ্ধির দিকে যথাযথ বিধিমাফিক নিয়ন্ত্রণ করা।

---

* The worst of slaves is he whom passion rules. —Henry Brooke

Passion may not unfitly be termed the mob of man, that commits a riot on his reason. —William Penn

Our headstrong passions shut the door of our souls against God. —Confucius

The mind by passion driven from its firm hold, becomes a feather to each wind that blows. —Shakespeare